



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
July 2021

"মিষ্টি বাচ্চারা - বেগার থেকে প্রিন্স হওয়ার আধার হল পবিত্রতা, পবিত্র হলে তবেই পবিত্র দুনিয়ার রাজত্ব প্রাপ্ত হয়"

*প্রশ্নঃ - এই পাঠশালার কোন্ পাঠ তোমাদের মানব থেকে দেবতা বানিয়ে দেয় ?

*উত্তরঃ - তোমরা এই পাঠশালাতে রোজ এই পাঠ পড়ো যে, আমরা শরীর নই, আমরা হলাম আত্মা। আত্মা অভিমানী হয়ে উঠলেই তোমরা মানব থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাও। এই সময় প্রতিটি মানুষই পূজারী অর্থাৎ পতিত দেহ - অভিমানী, সেইজন্য পতিত - পাবন বাবাকে ডাকতে থাকে।

*গীতঃ- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এবার নেমে এসো...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, এই ওম্ শান্তি কে বলেছে ? কোন্ বাচ্চারা ? আত্মারা জানে যে, ওম্ শান্তি কার আত্মা বলেছে ? পরমপিতা পরমাত্মা বলেছেন। বাচ্চারা জানে যে কোনো মানব আত্মা বলেনি, পরমপিতা পরমাত্মা বলেছেন। পতিত মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, সেইজন্য ডাকতে থাকে হে পতিত - পাবনী পুনরায় এসো, আমাদের পবিত্র করো। আত্মাই আহ্বান করে নিজের পিতাকে, যাকে ভগবান বলা হয়। তারা বলে তিনিই পতিত পাবন। এক এরই মহিমা হয়ে থাকে। তিনি হলেন সকল আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। এখানে সবাই পতিত হয়ে গেছে বলেই আহ্বান করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি জ্ঞানের সাগরও, পতিত পাবন তিনিই। তিনি পিতাও, শিক্ষকও, কারণ তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি হও। সকল বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থের জ্ঞাতাও তিনি। তাঁকে বলাও হয় নলেজফুল। তাই এই সময় সকলে পারলৌকিক পিতাকে আহ্বান করে, সকলে এখন দুঃখী। বলা হয় - গড ফাদার। গড ফাদারের নাম তো থাকা চাই। গাওয়াও হয়ে থাকে, তাঁর নাম হল শিববাবা। তিনিই উচ্চ থেকে উচ্চ জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, শান্তির সাগর। এ হল মানবাত্মাদের করা বাবার মহিমা। উচ্চ থেকে উচ্চ আত্মা কার ? পরমপিতা পরমাত্মার। তিনি হলেন পরম, পতিত মানব তাঁকে স্মরণ করে। সত্যযুগে যখন পবিত্র ভারত ছিল, দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তখন কোনো পতিত ছিল না। এটা হল তমোপ্রধান দুনিয়া অর্থাৎ দুনিয়াতে যে মানবেরা থাকে, সব হল পাপ আত্মা। এই ভারতই পবিত্র ছিল, সেই ভারতই পতিত হয়ে গেছে। এখানে কলিযুগে সবাই হল পতিত। তোমরা জানো যে, জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন পরমপিতা পরমাত্মা পরমধাম থেকে এসে আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান। নিশ্চয়ই তার জন্য ওঁনার শরীরের প্রয়োজন। এই কথা কোনো শাস্ত্রেই লেখা নেই। জ্ঞানের সাগর, যিনি হলেন অথরিটি, তিনিই সব কিছু জানেন। ভারতে চিত্রও দেখতে পাওয়া যায় - ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু নির্গত হয়েছে, তার হাতে শাস্ত্র রয়েছে। এখন কথা হল বিষ্ণু তো কোনো শাস্ত্রের সার শোনান না। পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর ব্রহ্মার দ্বারা সকল শাস্ত্রের সার তোমাদেরকে বোঝান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের রচয়িতাও তিনিই। ব্রহ্মাকে বা বিষ্ণুকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। শংকরের কথা তো ছেড়েই দাও। তাহলে জ্ঞানের সাগর কে ? নিরাকার উচ্চ থেকে উচ্চ পরমাত্মাই হলেন পতিত - পাবন। এই মহিমা হল সেই পরমপিতা পরমাত্মার। এখানেও আত্মাদেরই মহিমা হয়ে থাকে। আত্মাই শরীরের দ্বারা বলে - আমি প্রেসিডেন্ট, আমি ব্যারিস্টার, আমি অমুক মিনিষ্টার। আত্মাই এই সব পদ গ্রহণ করে। শরীরের দ্বারা আত্মা বলে, আমি একটি শরীরকে ত্যাগ করে আরেকটি শরীর গ্রহণ করি। এই সময় যখন বাবা আসেন, তিনি বলেন, বাচ্চারা আত্মা - অভিমানী হও। আমি তোমাদের (প্রকৃত) পিতা এসেছি তোমাদেরকে এই পাঠ পড়াতে। এটা হল পাঠশালা - মানব থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার। বাবাকে সকল আত্মারাই ডাকে, হে পরমপিতা পরমাত্মা... এখন নিরাকারী দুনিয়ার থেকে সাকারী দুনিয়াতে এসো। রূপ বদল করো। তোমরা নিরাকারী আত্মারা তো যখন শরীরে প্রবেশ করো, তখন গর্ভে প্রবেশ করো, পুনর্জন্ম হয় তোমাদের। বাবা বোঝান - তোমরা ৮৪ গর্ভের দ্বারাই নিয়েছ। একটি শরীর ছেড়ে পুনরায় গর্ভে প্রবেশ করো, এইভাবে ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। আমি তো গর্ভে আসি না। ভারতবাসী আসলে দেবী দেবতা ধর্মের ছিল। তারপর সিঁড়ি নামতে থেকেছে। ক্ষত্রিয় বর্ণে, তারপর বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে কলা হতে থাকে। ভারত ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল, তারপর ১৪ কলা হয়। ভারতবাসী নিজেদের জন্মে জানে না। ৮৪ জন্ম ভারতবাসীই নেয়। আর কোনো ধর্মের মানুষ ৮৪ জন্ম নেয় না। তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছ, এ হল জ্ঞানের কথা। স্বদর্শন চক্রধারী হলে তবেই তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা হতে পার। তোমরা খুব ভালো ভাবে জানো যে, আমরা এখানে এসেছি পতিত থেকে পবিত্র হতে। এটা হলই পতিত দুনিয়া। পতিত-পাবন, স্বর্গের সঙ্গতি দাতা তো হলেন একমাত্র বাবাই। সকলে তাঁকেই আহ্বান করে। বাবাকে স্মরণ করে, কৃষ্ণকে নয়। কৃষ্ণ গীতা শোনায়নি। গীতা হল সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। ভারতের গীতা কোন্ ধর্মের শাস্ত্র ? আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের। কে গীতা গান গেয়েছে ? রাজযোগ কে শিখিয়েছে ? পরমপিতা পরমাত্মা বাবা শিখিয়েছেন। তো

তোমাদের আত্মা যা কিনা নিরাকার ছিল, সেই আত্মা এখন এই সাকারী শরীর ধারণ করেছে। সাকার মানবকে কখনোই ভগবান বলা যাবে না। যদিও সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ আছে, তবুও তাদেরকে ভগবান বলা যাবে না। এ তো তাদেরকে কত কত উপাধি (টাইটেল) দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুসারে ভগবান একজনই। ক্রিয়েটর ইজ ওয়ান। বাকি সকলে হলেন দেবতা। ৫ হাজার বছরের কথা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, এদেরকে মহারাজা মহারানী বলা হত। ভগবান মহারাজা মহারানী হন না। সে তো একমাত্র বাবাই যিনি এসে ভারতবাসীকে এইরূপ দেবী-দেবতা বানান। এখন তো দেবী-দেবতা ধর্মের কেউ নেই। এখন একে বলা হয় রাবণ সম্প্রদায়, কেননা এখন হল রাবণ রাজ্য। রাবণকে প্রতি বছর দহন করা হয়, কারণ রাবণ হল পুরানো শত্রু, কিন্তু সে কথা ভারতবাসী জানে না। শাস্ত্রে বর্ণন করা নেই যে, রাবণ কে? রাবণকে ১০ শীষ ধারী কেন দেখানো হয়েছে, এই বিষয় গুলিকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। মানুষ তো বর্তমানে একেবারে পাথর বুদ্ধির। পারসবুদ্ধি এই লক্ষ্মী-নারায়ণদেরকেই বলা হবে। পারসনাথ, পারসনাথিনীর রাজত্ব ছিল। যেমন রাজা রানী ছিলেন, প্রজারাও সেইরূপ ছিল। ভারতের মতো সুখধাম আর কোনো খন্ডই হয় না। যখন ভারতে স্বর্গ ছিল, তখন কোনো রোগ ব্যাধি, দুঃখ শোক ছিল না। সম্পূর্ণ সুখ ছিল। গাওয়াও হয় - ঈশ্বরের মহিমা অপরম অপার। তেমনই ভারতের মহিমাও অপরম অপার। সমস্ত কিছুই এই পবিত্রতার ওপরেই। ডাকেও এই ভাবে, সকলেই পতিত। পীস নেই, প্রস্পারিটিও নেই। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা ভারতবাসীরা সূর্যবংশী দেবী দেবতা ছিল, তারপর ধীরে ধীরে পতিত হয়ে গেছে। এটাকে বলা হয় মৃত্যুলোক। এতে আগুন লাগবে। এ হল শিব জ্ঞান যজ্ঞ, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও বলা হয়। মানুষ তো অনেক রকমের নাম রেখে দিয়েছে। যেখানেই শিবের মূর্তি দেখে তো নানান রকমের নাম রেখে দেয়। একেরই নানান নামে মন্দির বানাতে থাকে। তাই বাবা বসে বোঝান - জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। এখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়, তোমাদের ভক্তির থেকে বৈরাগ্য চলে আসে অর্থাৎ এই পুরানো জগতের থেকে বৈরাগ্য। এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হবে।

বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে, বাবা আমরা পতিত থেকে কীভাবে হবো? নতুন কেউ যখন আসে, তাকে এলাও (বসতে সম্মতি দেওয়া হয় না) করা হয় না। যেমন কলেজে কেউ নতুন গিয়ে বসে প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারে না। আর এখানে তো কারোরই জানাই নেই যে, মানব থেকে দেবতা কীভাবে তৈরী হচ্ছে। মানব তো পতিত, তারাই পবিত্র হয়ে ওঠে। এই সময় ভারতও হল বেগার। সত্যযুগে ভারত প্রিন্স ছিল। গ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রথম নম্বর প্রিন্স। তার মধ্যে সব গুণ রয়েছে। রাজ্য তো লক্ষ্মী-নারায়ণের বলা হবে। কৃষ্ণ তো প্রিন্স ছিলেন, রাধে প্রিন্সেস ছিলেন। কৃষ্ণ প্রিন্সেরই মহিমা কীর্তন করা হয় - সর্ব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ...। সে কোনো গীতা শোনায়নি। তিনি তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন। তিনি পতিত মানবকে পবিত্র বানানোর জন্য গীতা পাঠ শোনাবেন - এ তো হতে পারে না। এই সব শাস্ত্র হল ভক্তি মার্গের। শাস্ত্রের কতোই না মহিমা। সত্যযুগে কোনো শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি ভক্তি মার্গের কিছুই সেখানে থাকে না। সেখানে তো জ্ঞানের প্রালম্ব হয়ে থাকে - ২১ জন্মের জন্য। আবার তারা সত্যযুগের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছে। ভারতবাসী সত্যযুগে ৫ হাজার বছর পূর্বে বিশ্বের মালিক ছিল আর কোনো পার্টিশন ইত্যাদি ছিল না। এ হল ৫ হাজার বছরের কথা। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, তাই না! বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভগবান এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। পতিত কলিযুগকে পবিত্র সত্যযুগ বানানো, তাহলে পতিত দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। গাওয়াও হয়ে থাকে ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা, অর্থাৎ শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা করাচ্ছেন। তোমরা এখন মনুষ্য থেকে দেবতা হচ্ছে। মানুষ গায়ও - পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করান। তিনি তো হলেন প্রজাপিতা, সকলে হল তাঁর সন্তান। বরাবর ব্রহ্মার দ্বারাই স্বর্গের স্থাপনা হয়েছে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেও আমি সঙ্গমে এসেছিলাম, তোমাদেরকে এই রাজযোগ শেখাতে। কৃষ্ণ নয়, আমি এসেছিলাম। কৃষ্ণ পতিত দুনিয়াতে আসতে পারে না। বাবাই আসেন। তিনিই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা। মানুষ, মানুষকে সঙ্গতি দিতে পারে না। স্মরণও সকলে সেই এককেই করে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা কোথায় থাকেন? তোমরা বাচ্চারা জানো তিনি পরমধামে থাকেন। সেটা হল ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব। সেখানে আত্মারা পবিত্র, সকলে যেন মহাত্মা। এখানেও তো মহান আত্মা, পতিত আত্মা বলা হয়, তাই না! বাস্তবে এখানে মহান আত্মা একজনও নেই। আত্মাকেই পবিত্র সত্যপ্রধান হতে হবে, জ্ঞান আর যোগের দ্বারা, জলের (গঙ্গা) দ্বারা নয়। আত্মাই পতিত হয়েছে। আত্মাতেই খাদ পড়ে। আত্মাই গোল্ডেন, কপার, আয়রন হয়ে থাকে। এখন আত্মারা যারা পতিত, তাদেরকে পবিত্র কে বানাবে! পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই বানাতে পারে না। বাবাই বসে

বোঝান - মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। যত যত স্মরণ করবে ততই পতিত থেকে পবিত্র হতে থাকবে। পরিশ্রম হল এতেই। জ্ঞান তো সমস্ত বুদ্ধিতে রয়েছে। এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, আমরা ৮৪ জন্ম কীভাবে গ্রহণ করি, সত্যযুগে কত সময় রাজত্ব চলে, এরপর রাবণ কীভাবে আসে, রাবণ কে! এও কারো জানা নেই। কবে থেকে রাবণ দহন করা চলে আসছে। এও কারো জানা নেই। প্রতি বছর দহন হয়। সত্যযুগে তো জ্বালানো হবে না। এখন

তো হল রাবণ রাজ্য। রাম-রাজ্য তো কেউই স্থাপন করতে পারবে না। এটা তো (শিব) বাবারই কাজ। পতিত মানুষ তো তা করতে পারবে না। তারা তো সব বিনাশ হয়ে যাবে। পতিত দুনিয়ারই বিনাশ হয়ে যাবে। সত্যযুগে একজনও এমন বলবে না যে, হে পতিত পাবন এসো। সেটা তো হল পবিত্র দুনিয়া ! তোমার এখন জানো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এইরূপ স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছে ? তারপর এরা ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়েছেন ! আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের যারা, তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। তারাই এই সময় শূদ্র বংশী হয়েছে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বংশী হয়ে থাকো। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ শিখা (শীর্ষ / টিকি)। এ হল উচ্চ থেকেও উচ্চ শীর্ষ। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ। এখন তোমরা শিব বাবার বাচ্চাও। নাতি পুতিও বলতে পারো। শিব বংশী, আবার ব্রহ্মাকুমার কুমারীও তোমরা। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ঠাকুরদাদার থেকে। বাবা বলেন - "আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো।" পবিত্র হলে তখন তোমরা আমার কাছে মুক্তি ধামে চলে যাবে। এই কথা গুলিকে তারাই বুঝতে পারবে যারা কল্প পূর্বে বুঝেছিল। তারা তো হাজার হাজার সংখ্যায় রয়েছে। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, কতজন বি. কে. আছে ? বলা প্রায় হাজারের অধিক সংখ্যক রয়েছে। এই দৈবী বৃক্ষের বৃদ্ধি হতে থাকে। এখন আবার তার স্যাপলিং লাগছে - আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, কেননা দেবতা ধর্ম এখন নেই। এখন মানুষ নিজেকে বলে হিন্দু ধর্মের। অন্যান্য ধর্মও অনেকে করভাট্ট হয়ে গেছে। আবার তারা বেরিয়ে আসবে এবং পুনরায় তারা এসে আবার নিজেদের উত্তরাধিকারকে প্রাপ্ত করবে। তোমরা এসেছ অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীমের সুখের উত্তরাধিকার নিতে অর্থাৎ মানব থেকে দেবতা হতে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য জ্ঞান আর যোগে মজবুত হতে হবে। আত্মাতে যে খাদ পড়েছে তাকে স্মরণের পরিশ্রমের দ্বারা নিষ্কাশিত করতে হবে।

২) আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ শিখা (শীর্ষ / টিকি), এই নেশাতে থাকতে হবে। ব্রাহ্মণই হল উত্তরাধিকারের অধিকারী, কারণ তারা হল শিব বাবার পৌত্র (নাতি)।

বরদানঃ:- নিজের অনাদি - আদি রিয়্যাল রূপকে রিয়েলাইজ করে সম্পূর্ণ পবিত্র হও
আত্মার অনাদি এবং আদি উভয় কালের অরিজিনাল স্বরূপ হল পবিত্র। অপবিত্রতা হল আর্টিফিশিয়া, শূদ্রদের অবদান। শূদ্রদের কোনো বস্তু ব্রাহ্মণ ইউজ করতে পারে না। সেইজন্য কেবলমাত্র এই সংকল্পই করো যে, অনাদি - আদি রিয়্যাল রূপে আমি হলাম পবিত্র আত্মা। যাকেই দেখবে তার রিয়্যাল রূপকে দেখো, রিয়্যালকে রিয়েলাইজ করো। তাহলে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ফার্স্ট ক্লাস বা এয়ার কন্ডিশনের টিকিটের অধিকারী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- পরমাত্ম আশীর্বাদের দ্বারা নিজের ঝুলিকে ভরপুর করো, তবে মায়া সমীপে আসতে পারবে না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখনও পর্যন্ত তোমরা নানা মত অনুযায়ী চলেছ, এখন তোমাদের ডাইরেক্ট জ্ঞান প্রদান করে নিজ সম নলেজফুল বানাচ্ছেন”

*প্রশ্নঃ - ভালো পুরুষার্থী বাচ্চাদের নিদর্শন এবং তাদের স্থিতির গায়ন কি রয়েছে ?

*উত্তরঃ - ভালো পুরুষার্থী বাচ্চারা - মাদার, ফাদারকে পুরোপুরি ফলো করবে। নিজের জীবনের উপরে দয়ালু হবে। সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবে। অল্প সময়ের জন্য হলেও বাবার স্মরণে নিশ্চয়ই বসবে। তাদের স্থিতির গায়ন হল - অচল, অটল, স্থির। তাদেরকে মহাবীর বলা হয়।

*গীতঃ- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউ নেই.....

ওম্ শান্তি । ভক্তিমার্গে দুনিয়া শুধুমাত্র গান করে। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছো - ভক্তিমার্গে আমরাও গান গেয়েছি। এখন সেই ভোলানাথ সম্মুখে আছেন, ভোলানাথ শব্দটি হল ভক্তিমার্গের। জ্ঞানমার্গের শব্দ হল শিববাবা। তোমরা বুঝেছো অনাদি পূর্ব রচিত ড্রামা- প্ল্যান অনুসারে এখন সঙ্গম যুগে বাবাকে এসে আমাদের দিয়ে এই পুরুষার্থ করাতে ই হয়। কল্প-কল্প পুরুষার্থ করিয়েছেন। কতখানি সময় তোমরা বাচ্চারা ভক্তি করেছো, এই কথাও প্রমাণ করে বলেন। যারা প্রথমে ভক্তি করা শুরু করেছে তারাই এসে জ্ঞান অর্জন করবে এবং পরে সূর্যবংশী হবে। সত্যযুগে কেবল এক লক্ষ্মী- নারায়ণ তো আসেন না। তাদের বংশও তো আছে তাইনা। তার নাম হল দৈব বর্ণ। ভারতে দৈব বর্ণ ছিল। এখন হয়েছে অসুর বর্ণ। এই হল সঙ্গম। এখন অসুর বর্ণ থেকে দৈব বর্ণে যেতে হবে। যথাযথভাবে এই হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ যার গায়ন আছে। শুধু নাম শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের দেওয়া হয়েছে। এক গীতা খন্ডন হওয়াতে সব শাস্ত্র গুলি খন্ডন হয়ে যায়। মুখ্য কথা হল গীতার। গীতা পাঠশালা বা গীতা ভবন অনেক আছে ! গীতা জ্ঞান শোনার পাঠশালা। যিনি শোনান তিনি নেই। যা কিছু অতীতে হয়ে গেছে সেসবের গায়ন হয়। বাচ্চাদের তো বাবা রোজ ভালোবেসে বোঝান। বাচ্চারা জানে - বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর। সবাইকে ভালোবেসে শেখান। বাবা কখনও রাগারাগি করেন না, সর্বদা ভালোবেসে বোঝান। বাচ্চারা, তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তারপরে পুনর্জন্ম নিয়েছো। তোমরা ভারতবাসীরা ই হলে আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের। এই কথাও বাবা বলে দেন। সর্বপ্রথমে স্বর্গের অধিকার (বর্সা) নিতে কে আসবে ? যারা কল্প পূর্বেও নিয়েছে, তারা এসেই বলবে বাবা তুমি ছাড়া আমাদের সহযোগী আর কেউ নয়। বাবা ক্ষমাও তখন করবেন যখন সঙ্গমযুগ হবে। এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে রাবণ রাজ্য ও রাম রাজ্য এখানেই হয়। রাবণরাজ্য হয় তাই তো রামরাজ্য চায়। তোমরা যখন শিববাবা বলো তখন বুদ্ধি নিরাকারের দিকে যায়। নিরাকার স্মরণে আসে। আত্মাই বাবাকে ডাকে। এমন নয় পরমাত্মা বসে শোনেন। বাবা বোঝান ড্রামা প্ল্যান অনুসারে পতিতদের পবিত্র করতে আমি শরীরের আধার নিয়ে আসি। এমন নয় তোমাদের ডাক শুনে আসি। ভক্তি যখন পূর্ণ হয় তখন আমাকে আসতেই হয়। এইসব কথা বুঝতে হবে। সেই সময়টি আসে যখন বাচ্চারা ডাকে। এই কথা তো কোথাও লেখা নেই উনি কখন আসবেন ? তারা কল্পের আশু ভুল লিখে দিয়েছে। এই চিত্র ঘরে ঘরে থাকা উচিত। যাতে রোজ দেখবে আর স্মরণ করবে যে ইনি পিতা, উনি দাদা, এই হল বর্সা। বাবা বলেন সতোপ্রধান হওয়ার জন্য আমাকে স্মরণ করো তাহলে খাদ পরিষ্কার হবে। এই যুক্তি একমাত্র বাবা বুঝিয়ে দেন। এই বাবাও বলেন (ব্রহ্মাবাবা) আমিও পুরুষার্থ করি। বাচ্চারা একে অপরকে সতর্ক করে উল্লতি প্রাপ্ত করতে হবে। এই চিত্রগুলি বোঝানো খুব সহজ। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করছেন। সামনে আছে মহাভারী মহাভারতের যুদ্ধ । এত গুলি ধর্ম বিনাশ হবে, তার জন্য যুদ্ধ অবশ্যই চাই। এইসব কথা বাচ্চাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যথাযথভাবে এখন হল কলিযুগ ঘোর অন্ধকার। অসংখ্য মানুষ আছে, তাই বিনাশ অবশ্যই হবে। সত্যযুগে একটি ধর্ম থাকবে। নিশ্চয়ই ৮৪ জন্মের পরিক্রমা তারাই করেছে। এই কথা তো সহজ। যদিও এতগুলি ধর্মের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। তখন এক ধর্মের স্থাপনা যথাযথভাবে বর্তমানে হচ্ছে। সকলের সদগতি দাতা হলেন বাবা। বাবার কাছেই বাচ্চারা বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করেছে। বাচ্চারা জানে - আমরা যে এই পড়াশোনা করছি সেসব ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য পড়ছি। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের পড়িয়ে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক বানাই। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলের স্থাপনা নিশ্চিতরূপে হচ্ছে। যে যতখানি পুরুষার্থ করবে, ততখানি উঁচু পদের অধিকারী হবে, অতএব শিববাবা বলেন মাদার-ফাদারকে ফলো করো। এনাাদেরকে সূক্ষ্মবতন, বৈকুণ্ঠেও দেখেছো। নিজেদেরও দেখেছো, আমরাও মহারাজা, মহারানী পদে অধিষ্ঠিত হই। বৈকুণ্ঠেরও সাক্ষাৎকার হয়। বিশ্বাস করে সঠিকভাবে ভারত বৈকুণ্ঠ ছিল, শ্রীকৃষ্ণপুরী ছিল। আজ হয়েছে কংসপুরী, কাল হবে কৃষ্ণপুরী। রাত পরিবর্তিত হয়ে দিন হবে। এই হল অর্ধকল্পের দিন এবং অর্ধকল্পের

অসীমের রাত। অন্ধকারে হেঁচট খেয়ে থাকে। ব্রহ্মার রাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রাত। পুনরায় তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হও। সত্যযুগে ব্রাহ্মণ থাকে না, দেবতা থাকে।

এই কথাও বাচ্চারা জানে ভারত পবিত্র রাজস্থান ছিল এখন অপবিত্র রাজস্থান হয়েছে। ভারত সর্বদা রাজস্থান ছিল। রাজত্ব চলেছে নিরন্তর অন্য ধর্মের প্রথম থেকে রাজত্ব থাকে না। ভগবান এসে রাজত্ব স্থাপন করেন। ভগবান এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি হলেন নিরাকার জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর.... তোমরা জানো বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে। নিশ্চয়ই আমাদের পুরুষার্থে দেবী হচ্ছে। যে যতখানি পুরুষার্থ করবে, যে যত পথ বলে দেবে। বাবা বলেন - আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে, কতখানি সহজ কথা। লৌকিক মাতা পিতা যদি জ্ঞান অর্জন করেছে তাহলে সন্তানদেরও নিজ সম তৈরি করা উচিত। মা বাবা প্রকৃত সত্য উপার্জন করে তো সন্তানদের দ্বারাও সত্য উপার্জন করানো উচিত। কোনো কোনো বাচ্চারা ভালো হয়। তারা বলে আমরা রুহানী পড়াশোনা করে ঘরে ঘরে এই সংবাদ পরিবেশন করবো। বাবাও বলেন যে পয়গম্বর ও ম্যাসেঞ্জার হলাম আমি, তোমাদেরকে ম্যাসেজ দিয়ে থাকি যে ঘরে (পরম ধাম) চलो, অন্য ধর্মস্থাপকরা তো শুধুমাত্র এসে নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করে। আমি সবাইকে ম্যাসেজ দিয়ে থাকি এখন ঘরে ফিরতে হবে। এই দুনিয়াটি এখন আর থাকার মতন নেই। আমাকে স্মরণ করো তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা পবিত্র ছিলে পরে রাবণ পতিত বানিয়েছে। আমি আবার এসেছি পবিত্র করতে। কিছু সময়ের মধ্যে এই বোমা ইত্যাদি চলবে তখন বুঝবে এই সেই মহাভারতের যুদ্ধ। সুতরাং নিশ্চয়ই ভগবানও থাকবেন। কিন্তু তারা জানে গীতার ভগবান তো কৃষ্ণ। কীরূপ বিভ্রান্তি। বিভ্রান্ত না হলে ভগবানের আসার প্রয়োজন নেই। ভক্তিমার্গকে ভুল-ভুলাইয়ার খেলা বলা হয়। এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে সব ভুল শেষ হয়ে যাবে। আগে নিজেকে দেহ ভেবেছিলে। এখন নিজেকে দেহী ভাবো। এই সতর্ক বাণী বাবা প্রদান করেন যে বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও। এখানে তোমরা বাবার সম্মুখে বসে আছো। সেন্টারে কুমারীরা বসে বোঝাবে যে শিববাবা এমন বলেন। এখানে তো ডাইরেক্ট বাবা বলেন আমি আত্মাদের সঙ্গে বসে কথা বলি। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের বোঝাচ্ছেন। এই হল খুব কল্যাণকারী মেলা। বাবা বলেন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। বাবার কাছে আমাদের স্বর্গের অধিকার নিতে হবে। বাবা ও স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। কোনো বিকর্ম করবে না। যদি বিকর্ম কর তাহলে এক শত গুণ দন্ড হয়ে যাবে। বিকর্ম করায় মায়া, তাকেই জয় করতে হবে তাই হনুমান মহাবীরের কাহিনী আছে। তোমরা হলে হনুমান মহাবীর তাইনা। আমরা তো বাবার আপন হয়েছি। মায়ার কাছে পরাজিত হবো না। অতএব বাবাকে স্মরণ করতে করতে সতোপ্রধান, বিকর্মজিত হয়ে যাবো। না হলে নিজেরই পদ ভ্রষ্ট করবো। পুরুষার্থী বাচ্চারা নিজের জীবনের প্রতি দয়ালু হয়। যা কিছু হয়ে যাক, স্মরণের যাত্রায় থাকবে, অচল-অটল-স্থির থাকবে। বিনাশ তো হবেই। সকলের কাকা, মামা, গুরু, গোঁসাই ইত্যাদি সবাই শেষ হয়ে যায়। সদগুরু বলেন আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে, তোমরা জানো শিববাবা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কথায় বলে না - কাল গ্রাস করেছে। কিন্তু আমি তো তোমাদেরকে শান্তিধাম নিয়ে যাই। আত্মা শরীর ত্যাগ করে চলে যায়। কাল নিয়ে যায় না, আত্মাকে বেরোতে হয়। এখন তো আমি নিজেই এসেছি - তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাবা কি মারতে এসেছেন ? না। তোমাদেরকে পুরানো শরীর ত্যাগ করতে হবে। আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে। এখন ৫ তন্ত্রও হল তমোপ্রধান, তাই শরীরও এমন হয়েছে। সেখানে সতোপ্রধান তন্ত্র দ্বারা তোমাদের শরীর গৌর বর্ণের হবে। বাবা বলেন আমি পুনরায় সত্য যুগী আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। তোমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছে। তোমরা নিজের ধর্মকে ভুলে গেছো অন্যরা কেউ নিজের ধর্ম ভুলে যায় নি। তোমরা এখন জানো আমরা আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের হয়েও এত উঁচু থেকে এমন নীচে এসেছি কীভাবে। বাবা বসে কল্প-কল্প তোমাদেরকে বোঝান। তোমরা আবার অন্যদের বোঝাতে থাকবে। এখন ৮৪-র চক্র পূর্ণ হয়েছে, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য নিজেকে যোগ্য বানাতে হবে। তা হবে স্মরণের দ্বারা। সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা কতখানি আশ্চর্যের কথা - কীভাবে আসেন। গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে কিন্তু এই কথা তো এখন জানো - বাবা সম্মুখে কথা বলছেন। ওইসব হল ভক্তিমার্গের নানা কথা। এখন তো আমরা আত্মা আমাদের পিতা এসেছেন মিলিত হতে, আত্মা নিজের পিতাকে পেয়েছে তাই ভালোবাসার টানে এসে মিলিত হয়। বাচ্চারা এসে বাবার সঙ্গে খুব ভালোবেসে দেখা করে। এখানে তো সেই নিরাকার পিতা গুপ্ত রূপে আছেন তাই বাবা সর্বদা বলেন ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে মিলিত হলে শিববাবাকে স্মরণ করো। মানুষ তো কিছুই জানেনা। তোমাদের মধ্যেও যারা জানে, আমার আপন হয়ে তারাও ভুলে যায় দেহ-অভিমানের বশে এসে যায়। প্রতিজ্ঞাও করে - বাবা আমি তোমার হয়েছি। মেল বা ফিমেল , দুইজনের ই আত্মা কথা বলে। মেল শরীরে বলে তোমার আপন হয়েছি। ফিমেল বলবে - আমি তোমার আপন হয়েছি। বাবা আমরা তোমার কাছে সম্পূর্ণ বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবো। সম্পূর্ণ স্মরণ করবো। স্মরণ ব্যতীত আত্মার কাট মিটবে না, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে না।

সত্যযুগে তোমাদের অখন্ড, অটল, সুখ-শান্তি, সম্পত্তির ২১ জন্মের রাজ্য প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের রচয়িতা পিতা নিশ্চয়ই নিজের বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রদান করবেন। গানও করে পার ব্রহ্ম নিবাসী পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি দায়বদ্ধ আমরা। তিনি তো কেবল একবারই আসেন। এই কথাটিও বুঝতে হবে। অনেকে বুঝতে পারে না, ভবিষ্যতে চোখ খুলবে। একটু বড় মাপের যুদ্ধ লাগলে। বাস্তবে এই যজ্ঞটি রচনা করা হয়েছে। যুদ্ধও আছে। এই যজ্ঞের কথা কেউ জানে না। রুদ্র গুণান যজ্ঞ রচনা হয়েছিল যাতে বিনাশ হয়। তারা যজ্ঞ করে যাতে বিনাশ না হয়, শান্তি স্থাপন হয়। তবুও এই যজ্ঞের রচনা হবে। তারা এই কথা জানেনা যে বিনাশ হবে তারপরে কি হবে? এখন তোমরা বাচ্চারা সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানো। সবার অসীমের জন্ম কাহিনী জানো। এমন কেউ নেই, যে বলবে পরম পিতা পরমাত্মার জীবন কাহিনী বলি। পরমাত্মাকে সবাই স্মরণ করে, আহবান করে। ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করে। তারা বলে - ভগবান আমাদের সন্তান দিয়েছেন, অনেক কিছু করেন। অনেকে ভাবে - যাঁর বস্তু ছিল, তিনি ফেরৎ নিয়েছেন। এমন অনেক বোধযুক্ত মানুষ হয়। বিভিন্ন রকমের মানুষ আছে। এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছো তাই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারা উপার্জন জমা হয়। তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হবে। তোমরা সত্যযুগ থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ চক্রের বিষয়ে জানো। তোমাদের বুদ্ধিতে হুবহু এমন আছে, যেমন বাবার বুদ্ধিতে আছে তাই তাকে গুণানের সাগর, নলেজফুল বলা হয়। এখন তোমরা বাবার কাছে বর্ষা (স্বর্গ) প্রাপ্ত করছো। বাচ্চারা, তোমাদের অচল, স্থির থাকা উচিত। এমন নয় যে মায়া ক্ষণে ক্ষণে তোমাদের অস্থির করবে। লজ্জাবতী লতার মতো (স্পর্শ কাতর) হওয়া উচিত নয়। বাবাকে স্মরণ না করলে নিস্তেজ হয়। বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ তোমরা করছো। সময় কাছে আসবে, তখন তোমরা দেখবে আমাদের পুরুষার্থ এবারে পূর্ণ হয়েছে। অন্তিম সময় এসে গেছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) রুহানী পড়াশোনা বা আত্মিক পড়া করে প্রকৃত সত্য উপার্জন করতে হবে এবং করাতে হবে। ঘরে অর্থাৎ পরমধামে ফেরার ম্যাসেজ সবাইকে দিতে হবে। এখন আর কোনো বিকর্ম করবে না।

২) সকালে উঠে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ছোট ছোট কথায় স্পর্শকাতর হবে না। অবস্থাকে অচল - অটল বানাতে হবে।

বরদান:- চেকিং করার বিশেষত্বকে নিজ সংস্কার বানিয়ে মহান আত্মা ভব যে সঞ্চল্ল করবে, কথা বলবে, কর্ম করবে, কোনো সম্বন্ধ সম্পর্কে আসবে তখন শুধুমাত্র এইটুকু চেকিং করো তা যেন বাবার সমান হয়! প্রথমে মিলিয়ে নেবে তারপরে প্রাক্টিক্যাল করে। যেমন অনেক আত্মার স্থূল ভাবে এই সংস্কার থাকে, প্রথমে চেক করে তারপরে স্বীকার করে। তেমনই তোমরা পবিত্র আত্মাদের চেকিং এর মেশিনারি তীব্র করো। নিজস্ব সংস্কার বানিয়ে নাও - এইটাই হল বিশাল রূপে মহান হওয়া।

স্নোগান:- সম্পূর্ণ পবিত্র এবং যোগী হওয়াই হল স্নেহের রিটার্ন দেওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমাদেরক নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে, এই দুঃখের দিনের এখন অবসান হচ্ছে, সেইজন্য পুরানো অতিক্রান্ত অতীতের সব কথাকে ভুলে যাও"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের অর্থাৎ কর্মযোগী বাচ্চাদের কোন্ অভ্যাস নিরন্তর করে যাওয়া উচিত ?

*উত্তরঃ - এখনই শরীর নির্বাহের কারণে শরীরে এসেছি, পরক্ষণেই দেহী-অভিমানী। দেহের স্মৃতি বিনা কর্ম সম্পাদন করা তো সম্ভব নয়, সেইজন্য অভ্যাস করতে হবে যে, কর্ম করলে, দেহ-অভিমানী হলে, তারপর দেহী-অভিমানী হয়ে যাও। এই রকম অভ্যাস তোমরা বাচ্চারা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউই করতে পারবে না।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি । আত্মিক (রুহানী) পিতা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি আত্মারা অথবা বাচ্চারা এই গান শুনেছে। একে বলা হয় জ্ঞানের গীত। এই গীত তো খুবই ভালো। তোমরা আত্মারা এখন জেগে গেছো। ডামার রহস্যকেও এখন তোমরা জেনে গেছ। ভক্তি মার্গের কৌতুকও তো দেখে নিয়েছ, তাই না - যা কিছু ঘটে গেছে, সেবই তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমরা তোমাদের ৮৪ জন্মের হিস্ট্রিকে এখন জানো। বাবা তোমাদেরকে তোমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শুনিয়েছেন। এটা হল নতুন দুনিয়ার বিষয়ে নতুন কথা। বাবার দ্বারা তোমরা নতুন কথা শুনছো। বাবা বাচ্চাদেরকে ধৈর্য রাখতে বলেন। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে, তাই পুরানো সব কথাকে ভুলে যাও। সেখানে তো ভক্তির ফল প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাবা এসে ভক্তদেরকে ভক্তির ফল প্রদান করেন। বাচ্চারা এখন জেনেছে বাবা এসে কীভাবে ভক্তির ফল প্রদান করেন, যে বেশী ভক্তি করেছে সে অবশ্যই বেশী ফল পাবে। জ্ঞানের পুরুষার্থও সে বেশীই করবে। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা বেশী ভক্তি করেছি। অবশ্যই জ্ঞানেও তারা তীব্রগতিতে এগিয়ে যাবে, তবেই এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো উচ্চ পদ পাবে। এখন জ্ঞান আর যোগের জন্য হল তোমাদের পুরুষার্থ। দেহী-অভিমানী হয়েও থাকতে হবে আবার দেহধারীও হতে হবে। কর্ম করতে করতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দেহ ছাড়া তো আমরা কর্ম করতে পারব না। সেটা তো ঠিক আছে - বাবাকে স্মরণ করতে হবে, কিন্তু নিজেকে আত্মা মনে করবে, দেহকে ভুলে গেলে তো কাজকর্ম করতে পারা যাবে না, কাজকর্ম তো করতেই হবে। বাবার স্মরণে খুব আনন্দ। উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো, কিন্তু পেটের জন্য আহরও তো প্রয়োজন। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। দেহী-অভিমানী এই সময় তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই নেই। যদি নিজেকে আত্মা মনেও করে, কিন্তু পরমাত্মার পরিচয় তাদের নেই। যদিও জানেও আত্মা হল অবিনাশী, এই শরীর হল বিনাশী, কিন্তু এটুকু বুঝলেই বিকর্ম বিনাশ হবে না। বলেও থাকে পুণ্য আত্মা, পতিত আত্মা। আমি হলাম আত্মা, এ হল আমার শরীর, এটা তো কমন ব্যাপার। মূল বিষয় বাবা বোঝান যে, আমাকে স্মরণ করো। শরীর নির্বাহের জন্য দেহ-অভিমানী তো আসতে হবে। দেহকে আহরও দিতে হবে, দেহ ছাড়া তো কিছুই করতে পারবে না। প্রতিটি জন্মে তোমরা শরীর নির্বাহ করে এসেছ, কর্ম করতে করতে প্রিয়তমকেও স্মরণে রাখতে হবে। সেই প্রীতমের বিষয়ে কারোরই জানা নেই। সেই প্রিয়তম অথবা বাবার থেকে আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি আর তাঁর স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে, 'একথা কেউই বুঝতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা এখন নতুন কথা শুনছো। তোমরা জানো যে, আমাদের প্রকৃত গৃহে ফিরবার রাস্তা আমরা পেয়ে যাই। আমাদের প্রকৃত গৃহে গিয়ে পুনরায় রাজধানীতে আসবো। বাবা নতুন বাড়ি বানাতে অবশ্যই ইচ্ছা হবে সেখান গিয়ে বসার। এখন তোমরা রাস্তা পেয়ে গেছো, 'একথা আর কেউই জানে না। যতই যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি করুক কিন্তু মাথা ফাটাতে থাকুক না কেন, সঙ্গতি তো পেতে পারবে না। এই দুনিয়ার থেকে ওই দুনিয়াতে তো যেতে পারবে না। এটাও বুঝতে হবে। শাস্ত্রে তো লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে, সেই কারণেই মানুষের বুদ্ধি কাজ করে না। তোমরা খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারো যে এ হল কালকেই কথা। ভারত তো স্বর্গ ছিল। আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম। দেবী দেবতা ধর্ম হল বড়ই সুখ প্রদানকারী। ভারতের মতো সুখ কেউই পেতে পারে না। স্বর্গে তো অন্য কোনো ধর্মের লোক যেতে পারে না। তোমাদের মতো সুখ আর কারোরই হতে পারে না, যত চেষ্টাই করুক না কেন। যতো ধনই খরচ করুক না কেন স্বর্গের সুখ তো তারা পেতে পারবে না। কারো হেল্থ ভালো তো ওয়েল্থ থাকবে না। কারো কাছে ওয়েল্থ থাকবে তো হেল্থ থাকবে না। এটা হলই দুঃখের দুনিয়া, সেইজন্য এখন পরমাত্মা বলেন, হে আত্মারা জাগো... তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছ। কতখানি জাগৃতি এসেছে তোমাদের মধ্যে। তোমরা এখন সমগ্র বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফিকে জানো। বাবা তো জানি জাননহার, তাই না ! এর

অর্থ এই নয় যে, সকলের মনের কথা তিনি জানেন - এই আত্মা কে, কতটা বুঝতে পারে, কতখানি পবিত্র থাকে, কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করে। আমি এক একজনের খেয়াল বসে বসে কেন করব ! আমি তো কেবল রাস্তা বলে দেব যে, তোমরা আত্মাদেরকে তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। এই সৃষ্টি চক্রকে বুদ্ধিতে রাখতে হবে। দেহী-অভিমানী তো অবশ্যই হতে হবে। দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে তোমাদের এই দুর্গতি হয়েছে। এখন তোমাদেরকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো হতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারীও তোমরাই, দেবতাদের তো শঙ্খ ইত্যাদি নেই। এই জ্ঞান শঙ্খ ইত্যাদি হল তোমরা ব্রাহ্মণদের। শিখরা শঙ্খ বাজায়, খুব জোরে আওয়াজ হয়। তোমরাও যখন এই জ্ঞান বসে শোনাও তখন সভা বড় হলে লাউড স্পীকার লাগানো হয়। এখানে তোমাদের লাউড স্পিকার লাগানোর প্রয়োজন নেই। টিচার পড়ানোর সময় লাউড স্পিকার লাগাবে নাকি ? এখানে তো কেবল শিব বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। আমি হলাম সর্বশক্তিমান ! তোমরা লাউড স্পিকার এই কারণেই লাগাও যাতে আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। সেও পরে গিয়ে কাজে আসবে। তোমাদের এটাই বলতে হবে যে, মৃত্যু আসন্ন। এখন সবাইকে ঘরে ফিরতে হবে। মহাভারতের যুদ্ধও সামনে। গীতাতেও লেখা রয়েছে যে, মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল, বিনাশ হয়েছিল। আত্মা তারপর কী হয়েছিল ? পান্ডবও গলে মরে গেছিল। বাবা তোমাদেরকে বোঝান - আগেই যদি বিনাশ হয়ে যায় তাহলে তো ভারত খন্ড খালি হয়ে যাবে। ভারত তো হল অবিনাশী খন্ড, কখনোই তো খালি হয় না। তোমরা জানো যে, প্রলয় তো হয় না। বাবা হলেন অবিনাশী, তো তাঁর বার্থ প্লেসও অবিনাশী। বাচ্চাদের খুশী থাকা উচিত যে, বাবা হলেন সকলের সন্নতি দাতা, সুখ - শান্তি কর্তা। যেই আসে বলে, শান্তি চাই। আত্মার শান্তির কথা কেন এত স্মরণে আসে ? শান্তিধাম আত্মাদের নিবাসস্থল যে। বাড়ির কথা কার না মনে থাকবে ? বিদেশে কারো মৃত্যু হলে, লোকে চায় তার নিজভূমে তাকে নিয়ে আসতে। একথা যদি সবার জানা থাকত যে, ভারত হল সকলের সন্নতি দাতা, দুঃখের থেকে মুক্তি প্রদানকারী শিব বাবার বার্থপ্লেস, তাহলে তো তার অনেক মান বাড়ত। একমাত্র শিবের উপরেই এসে ফুল নিবেদন করত। এখন তো কতো জনের উপরে ফুল চড়াতে থাকে। যিনি সকলকে সুখ শান্তি প্রদান করবেন, তাঁর নাম নিশানটুকু পর্যন্ত অদৃশ্য করে দিয়েছে। যারা বাবাকে খুব ভালো ভাবে জানে তারাই অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করে থাকে। আমার নামই হল দুঃখহতা সুখকর্তা। দুঃখের থেকে লিবারেট করে কি করবেন তিনি ? তোমরা জানো যে, শান্তিধামে শান্ত থাকে, সুখধামের সুখ রয়েছে। শান্তিধাম আলাদা স্থানে, সুখধাম আলাদা স্থানে। এটা তো হলই দুঃখধাম। সকলের এই সময় দুঃখই দুঃখ। এখন তোমরা জানো যে, আমরা এমন সুখের মধ্যে যাই, যেখানে ২১ জন্ম কোনো রকমেরই দুঃখ থাকবে না। নামই হল - সুখধাম। কতো মিষ্টি নাম ! বাবা বলেন, তোমাদেরকে আমি কোনো কষ্টই দিই না। কেবল বাবাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। এই জ্ঞান বাবা তোমাদেরকে শেখাচ্ছেন। সত্যযুগে আত্মার জ্ঞান থাকে, প্রত্যেক আত্মা এই শরীর ত্যাগ করে অন্য জন্ম নেবে, একে আত্ম-অভিমানী বলা হয়। এ হল রুহানী নলেজ, যা কিনা আর কেউই প্রদান করতে পারে না। রুহ'কে অর্থাৎ আত্মাকে আত্মার পিতা এসে নলেজ প্রদান করেন। প্রতি ৫ হাজার বছর পর দিয়ে থাকেন। মানুষ তো একেবারেই অন্ধকারে রয়েছে। এখন তোমরা আলোক প্রাপ্ত করেছো। তোমরা অজ্ঞানতার নিদ্রা থেকে জেগেছো। সকল সজ্ঞীর সাজন হলেন - এক বাবা। বাবা বলেন - আমি তোমাদের বাবাও, সাজনও, গুরুদেরও গুরু। সুপ্রীম টিচার আমি। সকল গুরুদের সন্নতি দাতা সেই এক সদ্গুরুই। তিনি বলেন, আমি সকলের সন্নতি করি। গতির পরে সন্নতি হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন - প্রতিটি আত্মাকেই ফিরে যেতে হবে। আত্মাই সত্যপ্রধান, সত্য - রজো হয়। কারো কারো পার্ট হল খুব অল্প। এল আর গেল। মশার মতো জন্মালো আর মরলো। এই রকম আত্মারা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেয় না। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়া হয় - পবিত্রতা, সুখ - শান্তির। বাবা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝান, বাবা তো হলেন নিরাকার। সেও এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারাই এসে বোঝান। শিব বাবার মন্দিরও অনেক উঁচু উঁচু বানায়। মানুষ কত দূরে দূরে যায়, তীর্থে, মেলায়। উপরে কী জ্ঞান অমৃত পান করার জন্য কিছু রাখা আছে নাকি ! এর জন্য কতো কতো খরচ। গভর্নমেন্টকেও তার জন্য কতোই না ব্যবস্থা করতে হয়। কষ্টও হয়। ওখানে ছোট বাচ্চাদেরকে কীভাবে নিয়ে যাবে ! বাচ্চাদেরকে সামলানোর জন্য কারো না কাছে রেখে যায়। সাথে নিয়ে যায় না। দুই তিন মাস ধরে যাত্রা করে। এখানে তোমরা আসো, তোমাদেরকে বসে শুনতে হয়, পড়তে হয়। ছোট বাচ্চারা তো শুনবে না। এখানে তো তোমরা এসেছই - যোগ আর জ্ঞান শিখতে। বাবা বসে জ্ঞান শোনান, তাই কোনো রূপ আওয়াজ হওয়া উচিত নয়। নাহলে অন্য দিকে অ্যাটেনশন চলে যায়। শান্তিতে বসে অ্যাটেনশন দিয়ে শুনতে হয়। যোগ তো খুব সহজ। যে কাজই করো, বুদ্ধির যোগ সেখানে যেন যুক্ত থাকে। বাবার স্মরণ থাকলে উপার্জন অত্যন্ত ভালো ভাবে হয়। তোমরা জানো যে, আমরা এভার হেল্পী হব। নিজের সাথে নিজে কথা বলতে হয়। বাবার স্মরণে থেকে খাবারও নিজের হাতেই বানাতে হয়। হাত দিয়ে কাজও করো, আর স্মরণ করো বাবাকে। তোমাদেরও কল্যাণ হবে আর স্মরণে থাকলে যেটা বানাচ্ছ সেটাও খুব ভালো তৈরী

হবে। তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখানে আসেই - লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে। সবাই বলে আমরা সূর্যবংশী হব।

তোমরা জানো আমাদের মাম্মা - বাবা এই সময় ব্রহ্মা - সরস্বতী। পরের জন্মে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। ভবিষ্যতে কে কী হবে, জন্মের বিষয়ে কারো তো সেটা জানা নেই। নেহেরু কোথায় কী হয়ে জন্মেছে কেউ কি জানে? হ্যাঁ, কেউ কিছু দান যদি করে থাকে, ভালো বংশে তার জন্ম হবে। এখন তোমরা সে বিষয়ে খুব ভালো ভাবে জানতে পারো। এখন এর নাম হল - আদি দেব ব্রহ্মা, আদি দেবী সরস্বতী। সেখানে তারা তখন স্বর্গের মালিক হবেন। আচ্ছা এদের বাচ্চারাও সাথে রয়েছে। তারাও বলবে আমরা স্বর্গের মালিক হব। এটা তো নিশ্চিত। সুক্ষ্মলোকে তো তোমরা দেখে থাকো, দেবীদের মন্দির গুলিতেও অনেক মেলা বসে। কিন্তু জগদম্বা তো হলেন একজন। তাদের ফিচারসও তাহলে এক রকম হওয়া উচিত। মাম্মাকে তো তোমরা দেখেছো। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ফিচারস রয়েছে, তারপর তো নাম রাখা হয়েছে, কন্যা - কুমারী, অধর - কুমারী। তোমরা জানো যে, এই রকম আমরাই হতে যাচ্ছি। আমরা সবাই হলাম ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। যুগলরাও বলে আমরা হলাম - ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। এক বাবার বাচ্চা তোমরা সবাই। তোমাদেরই স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। তোমরা বসে এই নলেজ অন্যদেরকে দিয়ে থাকো। অর্থ সহ এই দিলওয়ারা মন্দির রয়েছে। কিন্তু তোমরাই এ'সব বোঝাতে পারো। তোমরা জানো যে, আমরা স্থাপনা করছি, রাজযোগের দ্বারা শ্রীমতের আধারে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারনিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞান আর যোগের উপরে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। শোনার সময় অত্যন্ত শান্ত, একাগ্রচিত হয়ে বসতে হবে। কর্মযোগীও হতে হবে।

২) বাবা আমাদের প্রকৃত গৃহের রাস্তা বলে দিয়েছেন, সেটা সকলকে বলতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞান - শৃঙ্খল বাজাতে হবে।

বরদান:- "এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" এই পার্শের স্মৃতিতে একরস স্থিতি বানাতে সক্ষম শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব"
"এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" এই পার্শ নিরন্তর স্মরণে থাকলে স্থিতি একরস হয়ে যাবে। কেননা নলেজ তো সব পেয়ে গেছ তোমরা, অনেক পয়েন্ট রয়েছে, কিন্তু পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও পয়েন্ট রূপে থাকা - এটাই হল এই সময়ের বাহাদুরী যে সময় মানুষ একে অপরকে নীচে টেনে নামাচ্ছে। কখনো কোনো বিষয় টেনে ধরবে, কখনো কোনো ব্যক্তি, কখনো জিনিস, কখনো বায়ুমন্ডল... এ তো হবেই। কিন্তু সেকেন্ডে এই সব বিস্তার সমাপ্ত হয়ে গিয়ে একরস স্থিতি থাকবে - তখনই বলা হবে শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব'র বরদানী।

স্লোগান:- নলেজের শক্তিকে ধারণ করে নাও, তাহলে বিঘ্ন আঘাত হানার পরিবর্তে পরাস্ত হয়ে যাবে।

"মনোবলের দ্বিতীয় পদক্ষেপ - 'সহনশীলতা'

(ব্রহ্মাবাবার জীবন কাহিনী)"

আজ অলমাইটি অথরিটি বাবা নিজের প্রথম শ্রেষ্ঠ রচনাকে দেখছেন। প্রথম রচনা ব্রাহ্মণদের রচনা। তাঁর প্রথম রচনার মধ্যেও প্রথম নম্বর ব্রহ্মাকেই বলা হবে। প্রথম রচনার প্রথম নম্বর হওয়ার কারণে ব্রহ্মাকে আদি-দেব বলা হয়। আবু পর্বতে স্মারকচিহ্নও 'আদি দেব' এই নাম থেকেই নামাঙ্কিত। আদি-দেব অর্থাৎ আদি-রচয়িতাও বলা যায় এবং সেইসঙ্গে আদি-দেব অর্থাৎ নতুন সৃষ্টির আদির প্রথম নম্বর দেব। প্রথম দেব আত্মা শ্রীকৃষ্ণের রূপ হন ব্রহ্মাই, সেইজন্য নতুন সৃষ্টির আদিতে তাঁকে আদিদেব বলা হয়ে থাকে। সঙ্গমযুগেও আদি রচনার প্রথম নম্বর, অর্থাৎ তাঁকে তোমরা আদি দেব বলা বা ব্রাহ্মণ আত্মাদের রচয়িতা ব্রহ্মা। সুতরাং সঙ্গমে আর সৃষ্টির আদিতে - দুই সময়ের তিনি আদি, সেইজন্য আদি-দেব বলা হয়ে থাকে।

ব্রহ্মাই প্রথম কর্মাতীত ফরিস্তা হন। ব্রহ্মা যে সেই ফরিস্তা এবং যে ফরিস্তা সেই ব্রহ্মা - সবকিছুতে নম্বর ওয়ান। এইরকম নম্বর ওয়ান তিনি কেন হয়েছেন? কোন বিধিতে নম্বর ওয়ান সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছেন? তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মাকে ব্রহ্মাকেই ফলো করতে হবে। কি ফলো করতে হবে? তাঁর প্রথম কদম - "সমর্পণ", এতো প্রথমেই তোমাদের শোনানো হয়েছে। তাঁর প্রথম কদমেও তিনি সবরকম ভাবে সমর্পণ করে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় কদম - সহনশীলতা। যখন তিনি নিজে সমর্পণ হলেন তখন বাবার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার তো পেলেন, কিন্তু দুনিয়ার লোকের থেকে তিনি কী পেয়েছেন? সবচাইতে বেশি গালমন্দের বর্ষণ কার উপরে হয়েছে? যদিও তোমরা সব আত্মাও অপদস্থ বা অত্যাচারিত হয়েছে, কিন্তু বেশি আক্রোশ বা হেনস্থার শিকার হয়েছেন ব্রহ্মা। লৌকিক জীবনে যিনি একটাও অপশব্দ শোনেননি কিন্তু যখন তিনি ব্রহ্মা হলেন, অপশব্দ শুনতেও নম্বর ওয়ান হলেন। সবচাইতে বেশি সকলের স্নেহে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু যতটা তিনি লৌকিক জীবনে সকলের স্নেহী ছিলেন, ততটাই অলৌকিক জীবনে সকলে তার শত্রু হয়েছে। বাচ্চাদের উপরে যখন অত্যাচার হয়েছে তো সেই অত্যাচার আপনা থেকেই ইনডিপেন্ডেন্ট বাবার উপরে হয়েছে। কিন্তু সহনশীলতার গুণে বা সহনশীলতার ধারণায় তিনি হাসিমুখে থেকেছেন, কখনো তাঁর স্নিগ্ধতা বা তৃপ্তি হারিয়ে যেতে দেননি।

কেউ প্রশংসা করায় তোমার হাসি ফুটে উঠলে তাকে সহনশীলতা বলা যায় না। কিন্তু কেউ যদি কখনো শত্রু হয়ে, ফুদ্ধ হয়ে অপশব্দের বর্ষণ করে, সেই সময় হাসিমুখে থাকা, সঙ্কল্প মাত্রও মুখে বিষম্বতার লক্ষণ না থাকা, তাকে বলা হয়ে থাকে সহনশীল। শত্রু আত্মাকেও সহৃদয় ভাবনায় দেখা, বলা, সম্পর্ক তৈরি করা - একে বলে সহনশীলতা। স্থাপনার কার্যে, সেবার কার্যে কখনো ছোট, কখনো বড় তুফান এসেছে। যেমন শাস্ত্রে স্মারকচিহ্ন হিসেবে দেখানো হয় মহাবীর হনুমান হাতে করে এত বড় পর্বতকে বলের মতো নিয়ে এসেছে। সে'রকম পাহাড় সমান যত বড় সমস্যাই হোক, তুফান হোক, বিঘ্ন হোক কিন্তু পাহাড় অর্থাৎ বড় বিষয়কে ছোট একটা খেলনা বানিয়ে তা' খেলা হিসেবে সদা পার করেছেন বা অনেক কঠিন বিষয়কে সদা হালকা বানিয়ে নিজেও হালকা থেকেছেন আর অন্যকেও হালকা বানিয়েছেন, একে বলে সহনশীলতা। ছোট একটা পাথরকে পাহাড় নয়, বরং পাহাড়কে বলের সমান করেছেন, বিস্তারকে সারে নিয়ে এসেছেন, এটা সহনশীলতা। বিঘ্ন, সমস্যা নিজের মনে বা অন্যদের সামনে বিস্তার করা অর্থাৎ পাহাড় বানানো। বরং বিস্তারে না গিয়ে "নাথিং নিউ"-র ফুল স্টপ দ্বারা বিন্দু লাগিয়ে বিন্দু হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া - একে বলে বিস্তারকে সারে নিয়ে আসা। সহনশীল শ্রেষ্ঠ আত্মা সদা জ্ঞান-যোগের সারে স্থিত হয়ে এইভাবে বিস্তার, সমস্যা, বিঘ্নকেও সারে নিয়ে আসে, ঠিক যেমন ব্রহ্মা বাবা করেছেন। যেমন, লম্বা রাস্তা পার করতে গিয়ে সময়, শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় অর্থাৎ বেশি ইউজ হয়, তেমনই বিস্তার হলো লম্বা রাস্তা পার করা আর সার হলো শটকাট রাস্তা পার করা। উভয়ই পার করে, কিন্তু শটকাট করে সময় আর শক্তি সংকুচিত হওয়ার কারণে তারা নিরাশ হয় না, নিরুৎসাহ হয় না, সদা পরমানন্দে হাসতে হাসতে পার করে, একে বলা হয় সহনশীলতা।

কারও সহনশীলতার শক্তি থাকলে তারা কখনো ঘাবড়ে যাবে না এই ভেবে যে কী, এ'রকমও হয় নাকি! সদা সম্পন্ন

হওয়ার কারণে জ্ঞানের, স্মরণের গভীরে যাবে। যারা ঘাবড়ে যায় তারা কখনো গভীরে যেতে পারে না। যারা সারে থাকে তারা সদা পরিপূর্ণ হয়, সেইজন্য পরিপূর্ণ, সম্পন্ন জিনিসের গভীরতা থাকে। যারা বিস্তারে থাকে তারা ফাঁকা হয়, সেইজন্য ফাঁকা জিনিস সদা ঢনঢন করতে থাকে (ফাঁকা কলসির আওয়াজ বেশি)। সুতরাং যারা বিস্তারে থাকে তারা ভাবে এটা কেন, এটা কী, এভাবে নয় সেভাবে, এরকম হওয়া উচিত নয়... এভাবে সঙ্কল্পেও তারা ঠন-ঠনে থাকবে আর বাণীতেও সবার সামনে উচ্ছল হবে। আর যারা সীমিতরিত্ত উচ্ছল, তাদের কী হবে? হাঁফাতে থাকবে। নিজেই উচ্ছল, নিজেই হাঁফায় আর তারপরে নিজেই থকে যায়। সহনশীল এই সব বিষয় থেকে রক্ষা পায়, সেইজন্য সদা আনন্দে থাকে, উচ্ছল হয় না, তারা উড়ে চলে।

দ্বিতীয় কদম - সহনশীলতা। ব্রহ্মা বাবা এই পদক্ষেপ করে দেখিয়েছেন। সদা অটল, অচল, সহজভাবে পরম আনন্দে থেকেছেন, পরিশ্রম করতে হয়নি। যারা ১৪ বছর তপস্যা করেছে তারা এর অনুভব করেছে। ১৪ বছর ধরে অনুভব হয়েছে নাকি শুধু কিছু মুহূর্তের জন্য? আনন্দে থেকেছ নাকি পরিশ্রম করতে হয়েছে? তবে বাবা স্থূল পরিশ্রমের অনেক পেপার নিয়েছেন। কোথায় রাজকীয়তায় প্রতিপালিত হওয়া আর কোথায় তাদেরকে দিয়ে গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরি করানো, মেকানিকও বানিয়েছেন। চপ্পলও সেলাই করিয়েছেন! মুচিও বানিয়েছিলেন, তাই না! মালিও বানিয়েছিলেন। যেমনই হোক, সেসব কী পরিশ্রম মনে হয়েছে নাকি আনন্দ ছিল? সবকিছু পার করেছে তোমরা, কিন্তু সদা আনন্দের জীবনের অনুভব ছিল। যারা বিভ্রান্ত হয়েছিল, তারা সরে গেছে আর যারা আনন্দে থেকেছে তারা অনেককে আনন্দের জীবনের অনুভব করছে। এখনো যদি সেই ১৪ বছর রিপিট করা যায় পছন্দ তো হবে, তাই না! এখন তো সেন্টারে যদি সামান্য স্থূল কাজও করতে হয় তাহলে ভাবে - এইজন্য ত্যাগ করেছে, আমি কী এই কাজের জন্য? আনন্দে জীবনে বেঁচে থাকা - একেই ব্রাহ্মণ জীবন বলা হয়ে থাকে। তা' স্থূল সাধারণ কাজই হোক, বা হাজারো মানুষের সভার মাঝে স্টেজে স্পীচ করা হোক - দুইই আনন্দে করা উচিত। তাকেই বলা যায় আনন্দের জীবন যাপন করা। বিভ্রান্ত হওয়া - আমি তো বুঝিনি যে সারেন্ডার হওয়া মানে এই সব করতে হবে, আমি তো টিচার হয়ে এসেছি, স্থূল কাজ করার জন্য সবকিছু তো ত্যাগ করিনি, ব্রাহ্মকুমারী জীবন কী এরকমই হয়? একে বলে বিভ্রান্তিকর জীবন।

ব্রাহ্মকুমারী হওয়া অর্থাৎ হৃদয়ের আনন্দে থাকা, স্থূল আনন্দে থাকা নয়। হৃদয়ের আনন্দে যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো কার্যে বিভ্রান্তি হলে তা' তোমরা আনন্দে পরিবর্তন করবে আর হৃদয়ে ধন্দ থাকলে শ্রেষ্ঠ উপায় থাকা সত্ত্বেও, সবকিছু স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, তোমরা বারবার বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে স্পষ্ট বিষয়কেও দুর্বোধ্য করে তুলবে, উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সুযোগের সদ্ব্যবহার দ্বারা আনন্দ নিতে পারবে না। এটা কীভাবে হবে, এভাবে নয় এভাবে হবে - এতে নিজেও বিভ্রান্ত হবে, অন্যকেও বিভ্রান্ত করবে। যেমন বলে না যে - "সুতো জট পাকিয়ে গেলে জটমুক্ত হওয়া কঠিন হয়ে যায়।" কোনকিছু ভালো ব্যাপারে তোমরা যদি বিভ্রান্ত হও তো কোনকিছু ঘাবড়ে যাওয়ার মতো বিষয়েও বিভ্রান্ত হবে, কারণ বৃত্তি বিভ্রান্ত হয়ে আছে, মন বিভ্রান্ত হলে তো আপনা থেকেই বৃত্তির প্রভাব দৃষ্টিতে আর দৃষ্টির কারণে সৃষ্টিও বিভ্রান্তিকর প্রতীয়মান হবে। ব্রাহ্মকুমারী জীবন অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা সমান আনন্দের জীবন। কিন্তু এর আধার - সহনশীলতা। তাইতো সহনশীলতার এত বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের কারণে ব্রহ্মাবাবা সদা অটল, অচল থেকেছেন।

সহনশীলতার দু'রকম পেপার তোমাদের শোনানো হয়েছে। প্রথম পেপার - লোকজনের থেকে অপশব্দ বা অত্যাচার। দ্বিতীয় - যন্ত্রের স্থাপনায় বিভিন্নরকম বিঘ্নের উপস্থিতি। তৃতীয় - কিছু ব্রাহ্মণ বাচ্চার ট্রেটর হওয়া বা ছোট-মোটো বিষয়ে অসন্তুষ্টির কারণে তাদের বিরোধিতা। কিন্তু এতেও সদা অসন্তুষ্টকে সন্তুষ্ট করার ভাবনা থেকে তারা পরবশ মনে করে সদা কল্যাণের ভাবনা দ্বারা, সহনশীলতার সাইলেন্স পাওয়ার দ্বারা প্রত্যেককে অগ্রচালিত করেছে। যারা বিরোধ করেছিল তাদেরকেও মধুরতা আর শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দ্বারা সহনশীলতার পাঠ পড়িয়েছেন। যে আজ বিরোধিতা করে আর কাল ক্ষমা চায়, তাদের মুখ থেকেও এই বোল বেরোয় - "বাবা তো বাবাই!" একে বলা হয়ে থাকে সহনশীলতার দ্বারা ফেলকেও পাশ করিয়ে বিঘ্নকে পাস করা। তাহলে, দ্বিতীয় কদম তোমরা শুনলে। কিসের জন্য? তাঁর পদাঙ্কে কদম রাখো। একে বলে ফলো ফাদার অর্থাৎ বাবা সমান হওয়া। তবে কি এ' রকম হতে চাও নাকি দূর থেকে শুধু দেখে যাবে? সকলে বাহাদুর, তাই না? পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র উভয়ই অসাধ্য সাধন করেছে। সবাই কৃতি। দেশ বিদেশের সবাই নিজেকে মহাবীর মনে করে। মহাবীর অর্থাৎ বাবা সমান হওয়া। বুঝেছ? আচ্ছা!

"পাটিদের সাথে সাক্ষাৎকার" -

১) কুমারদের সাথে - কুমারদের বিশেষত্ব কী? কুমার জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন, কারণ পবিত্র জীবন আর যেখানে পবিত্রতা

আছে, সেখানে মহত্ব । কুমার অর্থাৎ শক্তিশালী, যে সঞ্চল করবে তা' করতে পারে । কুমার অর্থাৎ যে সদা বন্ধনমুক্ত হয় এবং অন্যকেও বন্ধনমুক্ত বানায় তোমাদের এমন বিশেষত্ব আছে, তাই না ? যে সঞ্চলই করো তা' কর্মে আনতে পারো । নিজেও পবিত্র থেকে অন্যদেরও পবিত্র থাকার মহত্ব বলতে পারো । এমন সেবার জন্য তোমরা নিমিত্ত হতে পারো । দুনিয়ার লোকে যা অসম্ভব মনে করে তা' ব্রহ্মাকুমার এই চ্যালেঞ্জ করে - আমাদের মতো পবিত্র কেউ হতে পারে না, কেন ? কারণ তোমাদের যিনি বানান তিনি সর্বশক্তিমান । দুনিয়ার লোকে যতই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাক কিন্তু তোমাদের মতো পবিত্র হতে পারবে না । তোমরা

সহজেই পবিত্র হয়ে গেছ । সহজ লাগে, না ? নাকি দুনিয়ার লোকে যেমন বলে - এটা আনন্যাচারাল, সে'রকম লাগে ? কুমারের পরিভাষাই যারা চ্যালেঞ্জ করে, পরিবর্তন করে দেখায়, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে । দুনিয়ার লোকে নিজেদের সাথীদের সঙ্গদোষে নিয়ে যায় আর তোমরা বাবাসঙ্গে নিয়ে আসো । তাদের তোমরা নিজসঙ্গের রঙ লাগাও না, বাবার সঙ্গের রঙ লাগাও, বাবা সমান বানাও । তোমরা এই রকম, তাই না ? আচ্ছা !

২) কুমার অর্থাৎ সদা অচল-অনড়, যে কোনো পরিস্থিতি আসুক কিন্তু বিচলিত হয় না, কারণ তোমাদের সাথী স্বয়ং বাবা । যেখানে বাবা আছেন, সেখানে যে কেউই সদা অচল-অনড় হবে । যেখানে সর্বশক্তিমান থাকবেন, সেখানে সর্বশক্তি হবে । সর্বশক্তির সামনে মায়া কিছু করতে পারে না, সেইজন্য কুমার জীবন অর্থাৎ যারা সদা একরস স্থিতির, তারা অস্থিরতায় আসে না । যারা অস্থিরতায় আসে, তারা অবিনাশী রাজ্য-ভাগ্য লাভ করতেও পারে না, অল্প কিছু সুখ তারা পাবে, কিন্তু সদাকালের নয়, সেইজন্য জীবন অর্থাৎ সদা অচল, একরস স্থিতিতে স্থিত থাকে । তাহলে একরস স্থিতি থাকে, নাকি অন্য রসে বুদ্ধি চলে যায় ? সব রস এক বাবাতে অনুভব করে - একে বলে একরস অর্থাৎ অচল-অনড় । এই রকম একরস স্থিতির বাস্টাই বাবার প্রিয় লাগে । সুতরাং এটাই সদা মনে রাখতে হবে যে আমরা অচল-অনড় আত্মা যারা একরস স্থিতিতে থাকে ।

"মাতাদের সাথে" - ১) মাতাদের জন্য বাপদাদা কোন সহজ মার্গ বলেছেন যার দ্বারা সহজেই বাবার স্মরণের অনুভব করতে পারো, পরিশ্রম করতে হয় না ? স্মরণকেও সহজ বানানোর সহজ উপায় কী ? হৃদয় থেকে বলো "আমার বাবা ।" যখন আমার বলো তখন সহজে স্মরণ হয় । যা আমার, সারাদিনে তাইতো স্মরণে আসে, তাই না ! যদি কোনও কিছু আমার হয়, তা' ব্যক্তি হোক বা বস্তু... যার প্রতি আমিষ্ব বোধ হবে, সেই স্মরণে আসবে । এইভাবে যদি বাবাকে আমার বলো, আমার মনে করো, তখন শুধু বাবাই স্মরণ হবে । সুতরাং বাবাকে স্মরণ করার সহজ যুক্তি - হৃদয় দিয়ে বলো "আমার বাবা" । শুধু মুখে আমার আমার ক'র না, অধিকারের সঙ্গে বলো । এই সহজ পুরুষার্থ করে এগিয়ে চলো । সদাই এই উপায়ে সহজযোগী হও । আমার বলো আর বাবার ভান্ডারের মালিক হও ।

২) মাতারা সদা নিজেকে পদ্মাপদম ভাগ্যবান মনে করো ? ঘরে বসেই বাবাকে পেয়ে গেছ, তো কতো বড় ভাগ্য ! দুনিয়ার লোকে বাবাকে খোঁজার জন্য বাইরে বের হয় আর তোমরা ঘরে বসে পেয়ে গেছ । তো এত বড় ভাগ্য প্রাপ্ত হবে - এই রকম কখনো সঞ্চলেও ভেবেছিলে ? এই যে গায়ন আছে, "ঘরে বসে ভগবান পাওয়া" . . . এই স্মারক ক'র জন্য ? তোমাদের জন্যই তো না ! তাহলে এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য স্মরণে রেখে এগিয়ে চলো । 'বাহ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য' - এই খুশির গীত গাইতে থাকো । খুশির দোলায় দুলতে থাকো । খুশিতে নাচো আর গাও ।

৩) শক্তির সদা কোন্ খুশি থাকে ? সদা বাবার সঙ্গে আমি কস্বাইন্ড । শিব শক্তির অর্থই কস্বাইন্ড, বাবা আর তুমি - উভয়কে একসাথে বলা হয় শিবশক্তি । সুতরাং যে কস্বাইন্ড, তাকে কেউ আলাদা করতে পারে না । এই রকম খুশি থাকে ? নির্বল আত্মাকে বাবা শক্তি বানিয়ে দিয়েছেন । অতএব এটাই সদা স্মরণে রাখো যে আমি কস্বাইন্ড থাকার অধিকারী হয়ে গেছি । আগে তোমরা খুঁজে বেড়াতে আর এখন সাথে থাকো - সদা যেন এই নেশা থাকে । যতই মায়া চেষ্টা করুক কিন্তু শিবশক্তির সামনে মায়া কিছু করতে পারে না । যদি আলাদা থাকো তো মায়া আসে, কস্বাইন্ড যদি থাকো তো মায়া আসতে পারে না । সুতরাং এই বরদান সদা স্মরণে রাখো যে আমরা বিজয়ী শিবশক্তি নিরন্তর কস্বাইন্ড থাকি । আচ্ছা !

বরদান:- কনফ্যুজ্ হওয়ার পরিবর্তে লুজ্ কানেকশন ঠিক ক'রে সমস্যা মুক্ত ভব

সব সমস্যার মূল কারণ কানেকশন লুজ্ হওয়া । শুধু কানেকশন যদি ঠিক করে দাও তো সর্বশক্তি তোমাদের সামনে ঘুরে বেড়াবে । কানেকশন জুড়তে যদি এক দু মিনিট লেগেও যায় তো মনোবল হারিয়ে কনফ্যুজ্ হয়ে যেও না । নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনকে নাড়িয়ে দিও না । আমি বাবার, বাবা আমার - এই

আধারে ফাউন্ডেশনকে যদি অটল রাখো তো সমস্যা মুক্ত হয়ে যাবে।
স্লোগান:- বীজরূপ অবস্থায় স্থিত থাকা - এটাই পুরানো সংস্কার পরিবর্তন করার বিধি।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের বাবার সমান সত্যিকারের পয়গম্বর বা ম্যাসেঞ্জার হতে হবে, সকলকে ঘরে ফেরার ম্যাসেজ দিতে হবে"

*প্রশ্ন:- আজকাল মানুষের বুদ্ধি সারাদিন কিসের দিকে বিচরণ করতে থাকে ?

*উত্তর:- ফ্যাশনের প্রতি। মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য অনেক ধরনের ফ্যাশন করে। এই ফ্যাশন চিত্র দেখেই শিখেছে। মনে করে, পার্বতীও এরকমই ফ্যাশন করতেন, কেশ-সজ্জা করতেন। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের এই পতিত দুনিয়ায় ফ্যাশন করতে হবে না। তোমাদের আমি এমন দুনিয়ায় নিয়ে চলি, যেখানে ন্যাচারাল সৌন্দর্য রয়েছে। ফ্যাশন করার প্রয়োজনীয়তাই নেই।

*গীত:- তুমিই মাতা, পিতাও যে তুমি.....

ওম শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। যখন মহিমা কীর্তন করা হয় তখন বুদ্ধি উপরে চলে যায়। আত্মাই বাবাকে বলে -- তিনিই খেয়ামাঝি, পতিত-পাবন অথবা সত্যিকারের ম্যাসেঞ্জার। বাবা এসে আত্মাদের মেসেজ দেন আর যাকে ম্যাসেঞ্জার বা পয়গম্বর(দূত) বলা হয়, ছোট বা বড় যে কেউ হতে পারে। বাস্তবে সে কোনো মেসেজ বা সমাচার দেয় না। এ তো মিথ্যা-মিথ্যা মহিমা করে দিয়েছে। বাচ্চারা বোঝে, একজন ব্যতীত এই মনুষ্য সৃষ্টিতে আর কারোরই মাহাত্ম্য নেই। সর্বাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য এই লক্ষ্মী-নারায়ণের, কারণ এঁনারা হলেন নতুন দুনিয়ার মালিক। সেও ভারতবাসীরা জানে। (লৌকিক) জগতের মানুষেরা কেবল এতটাই জানে যে ভারত প্রাচীন দেশ। ভারতেই ভগবান-ভগবতীদের রাজ্য ছিল। কৃষ্ণকেও ঈশ্বর বলে। ভারতবাসীরা এঁনাদের ভগবান-ভগবতী বলে। কিন্তু কারোর জানা নেই যে সত্যযুগে এই ভগবান-ভগবতীরাই রাজত্ব করতেন। ঈশ্বর ভগবান-ভগবতীদের রাজ্য স্থাপন করেছেন। বুদ্ধিও বলে যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান সেইজন্য আমাদেরও ভগবান-ভগবতী হওয়া উচিত। সকলেই একজনের সন্তান, তাই না! কিন্তু ভগবান-ভগবতী বলতে পারবে না। তাদের বলা হয় দেবী-দেবতা। এইসমস্ত কথা বাবা বসে-বসে বোঝান। ভারতবাসীরা বলবে যে আমরা প্রথমে নতুন দুনিয়ায় ছিলাম। নতুন দুনিয়া তো সকলেই চায়। বাপুজীও (গান্ধীজী) নতুন দুনিয়া, নতুন রামরাজ্য চাইতেন। কিন্তু রামরাজ্যের অর্থ একদমই বোঝে না। আজকাল মানুষের স্ব-অহংকার কত। কলিযুগে হলো প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন, সত্যযুগে পারশবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু এ'কথা কেউ বোঝে নেই। ভারতই সত্যযুগে পারশবুদ্ধির ছিল। এখন কলিযুগে ভারত প্রস্তুতবুদ্ধির। মানুষ তো একেই স্বর্গ মনে করে। তারা বলে, স্বর্গে বড়-বড় বিমান ছিল, বড়-বড় প্রাসাদ ছিল, সে'সব তো এখনই রয়েছে। বিজ্ঞানের কত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, কত সুখ। ফ্যাশনাদি কত। সারাদিন বুদ্ধি ফ্যাশনের দিকেই থাকে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের জন্য কেমন ধরনের কেশ-সজ্জা করে থাকে। কত খরচ করে। এইসমস্ত ফ্যাশন বেরিয়েছে চিত্র থেকে। মনে করে -- পার্বতীর মতন আমরাও কেশ সুসজ্জিত করে থাকি। এইসব আকর্ষণ করার জন্যই করে থাকে। পূর্বে পারসীদের স্ত্রীলোকেরা মুখে কালো জাল(পর্দা) পড়তো যাতে কেউ দেখে প্রেমে পড়ে না যায়। একেই বলে পতিত দুনিয়া। গায়নও করে, তুমিই মাতা, পিতাও যে তুমি..... কিন্তু এ'কথা কার বলা উচিত ? মাতা-পিতা কে -- তাও জানে না। মাতা-পিতা অবশ্যই উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন। তারা বলেও যে বাবা, তুমি ছাড়া আমরা তো আর কারোর কাছ থেকে শুনবো না। এখন তোমরা জেনেছো যে শিববাবার মহিমার গায়ন-কীর্তন হয়। ব্রহ্মার আত্মাও স্বয়ং বলেন -- আমিই পবিত্র ছিলাম, এখন পতিত হয়েছি। ব্রহ্মার বাচ্চারাও এরকমই বলবে। আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই দেবী-দেবতা, পুনরায় ৮৪ জন্মের অন্তিমলগ্নে এসে অপবিত্র হয়েছি। যিনি পবিত্রতায় প্রথম স্থানে ছিলেন, তিনিই প্রথম স্থানাধিকারী পতিত। যেমন বাবা তেমনই বাচ্চারা। ইনি স্বয়ং বলেন, শিববাবাও বলেন -- আমি আসি, এঁনার অনেক জন্মের অন্তিমলগ্নে। যারা প্রথম স্থানাধিকারী পূজ্য লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টিতে (রাজ্য) ছিলেন। এখন হলো সঙ্গম, তোমরা কলিযুগে ছিলে, এখন সঙ্গমযুগীয় হয়েছো। বাবা সঙ্গমেই আসেন, ড্রামানুসারে বাচ্চাদেরও বুদ্ধি হতেই থাকে। বাচ্চারা এখন জ্ঞানলাভ করেছে। আমরাই দেবতা ছিলাম পুনরায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছি। সমগ্র চক্রকে সঠিকভাবে তোমরা জানো। এ তো অতি সহজ, আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। অনেকের বুদ্ধিতে এ'টাও বসে না। স্টুডেন্টদের মধ্যে নশ্বরের অনুক্রম তো হয়েই থাকে। ডানদিক থেকে শুরু করে ফাস্টক্লাস, সেকেন্ডক্লাস, থার্ডক্লাস, বাচ্চারা নিজেরাই বলে আমাদের বুদ্ধি থার্ডক্লাস। আমরা কাউকে বোঝাতে পারি না। মনে হচ্ছে তো অনেক রয়েছে, কিন্তু বলতে পারে না, বাবা কি করবে ? এ হলো কর্মের হিসেব-নিকেশ। এখন বাবা বলেন -- আমি তোমাদের কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতির জ্ঞান শোনাই। বাচ্চারা, তোমরা এ তো জানো যে কর্ম করতে হবে। থার্ডগ্রেডের

বুদ্ধিসম্পন্নরা এইসমস্ত কথা বুঝতে পারে না। এ হলোই রাবণ-রাজ্য, এ'কথা কারোর জানা নেই। রাবণরাজ্যে তো মানুষ বিকর্মই করবে সেইজন্য অধঃপতনেই যাবে। গুরু করাই হয় দুঃখের দুনিয়ায়। সন্নতির জন্যই গুরু করে যাতে মুক্তিতে নিয়ে যায়।

ও'টা হলো নির্বাণধাম -- বাণীর উর্ধ্বে নির্বাক-স্থান, মানুষ নিজেদের বাণপ্রস্তু বলে। সে'টা হলো কথার-কথা। বাণপ্রস্তুদেরও সভা হয়। সবকিছু ধন-সম্পদাদি বাচ্চাদের প্রদান করে তারা গুরুর কাছে গিয়ে বসে। ভোজন-পানাদি তো বাচ্চারাই দেবে। কিন্তু বাণপ্রস্তুের অর্থই কেউ বোঝে না। কারোর বুদ্ধিতে আসেই না যে আমাদের নির্বাণধামে যেতে হবে। নিজেদের ঘরে যেতে হবে। ওরা(অজ্ঞানী) কোনো ঘরকেই জানে না। ওরা মনে করে, জ্যোতি মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যায়। নির্বাণধাম তো বসবাসের স্থান। পূর্বে ৬০ বছরের পর বাণপ্রস্তুে চলে যেত, এ যেন নিয়ম ছিল। এখনও এরকম করে। এখন তোমরা বোঝাতে পারো যে বাণীর উর্ধ্বে তো কেউই যেতে পারে না। সেইজন্যই তো বাবাকে আহ্বান করা হয় -- হে পতিত-পাবন বাবা এসো, আমাদের পবিত্র করে ঘরে নিয়ে চলো। মুক্তিধাম হলো আত্মাদের ঘর। বাচ্চার, তোমাদের সত্যযুগের জন্য বোঝানো হয়েছে -- ওখানে কে থাকে ! কিভাবে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়! জনগননা সম্পর্কেও কারোর কিছু জানা নেই। রামরাজ্যে কত জনসংখ্যা হবে। সন্তানাদি কিভাবে জন্ম নেবে ! কিছুই বোঝে না। কোনো বিদ্বান, আচার্য, পন্ডিত নেই যারা এই ড্রামার চক্রকে বোঝাতে পারে। ৮৪ লক্ষের চক্র কিভাবে হতে পারে! কত ভুল কথা। সুতোতেই সম্পূর্ণ জট বেঁধে রয়েছে। বাবা বোঝান যে এখন তোমরা জেনেছো বাবা কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের সম্পূর্ণ রহস্য বুঝিয়েছেন। সত্যযুগে তোমাদের কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়। ওখানে কোনো খারাপ কর্ম হয়ই না সেইজন্য ওখানে কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়। এখানে মানুষ যে কর্মই করে তা বিকর্ম হয়ে যায়। বাচ্চার, এখন তোমরা জানো, ছোট-বড় আমাদের সকলের, সমগ্র দুনিয়ার এখন বাণপ্রস্তু অবস্থা। সকলেই বাণীর উর্ধ্বে চলে যাবে। বলেও -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র কর। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত পবিত্র নতুন দুনিয়া হচ্ছে, এখানে পতিত দুনিয়ায় কোনো পবিত্র তো থাকতে পারে না। এই যে পতিত দুনিয়া রয়েছে, এ'সবকিছুকেই সমাপ্ত হয়ে যেতে হবে। তোমরা জানো যে আমাদের পুনরায় নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। কিভাবে যাবে ? এই সব নলেজই রয়েছে। এ হলো নতুন জ্ঞান, যা নতুন জগৎ, অমরলোক অথবা পবিত্র দুনিয়ার জন্য। তোমরা এখন সঙ্গমে বসে রয়েছে। তোমরা এও জানো, অন্যান্য যেসকল মানুষ রয়েছে, যারা ব্রাহ্মণ নয়, তারা কলিযুগে রয়েছে। আমরা সকলেই সঙ্গমে রয়েছি, চলেছি সত্যযুগে, অবশ্যই এ হলো সঙ্গমযুগ। ও'টা তো হলোই স্বর্গ। তাকে সঙ্গম বলা যায় না। সঙ্গম হলো এখন। এই সঙ্গমযুগ হলো সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। এ'টাকে লীপযুগ বলা হয়। যেখানে মানুষ পাপাত্মা থেকে ধর্মাশ্রমী হয় সেইজন্য এ'কে ধর্মীয় যুগ বলা হয়। কলিযুগে সমস্ত মানুষই অধার্মিক। ওখানে(সত্যযুগে) সকলেই ধর্মাশ্রমী। ভক্তিমার্গের প্রভাব কত বিশাল। এমন পাথরের মূর্তি তৈরী করে যা দেখলেই হৃদয় খুশীতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । ও'টা হলো পাথর পূজা(মূর্তি-পূজা)। পূজার জন্য কত দূর-দূরান্তে শিবের মন্দিরে যায়। শিবের চিত্র তো ঘরেও রাখতে পারে। তাহলে এত দূর-দূরান্তে কেন বিভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করে! এই জ্ঞান এখন বুদ্ধিতে এসেছে। এখন তোমাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, বুদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বাবা জ্ঞান প্রদান করেছেন। পরমপিতা পরমাত্মা এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। আত্মাও সেই নলেজ ধারণ করে। আত্মাই প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি হয়। মানুষ দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে দেহের মহিমাই করতে থাকে। এখন তোমরা বোঝ যে আত্মাই সবকিছু করে। তোমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করে সম্পূর্ণরূপে দুর্গতিলাভ করেছো। এখন আত্মা-রূপী আমরা বাবাকে চিনেছি। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। আত্মাকে তো অবশ্যই শরীর ধারণ করতে হবে। শরীর ব্যতীত আত্মা কিভাবে বলবে! কিভাবে শুনবে! বাবা বলেন -- আমি নিরাকার। আমিও শরীরের আধার নিই। তোমরা জানো যে শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে আমাদের শুনিয়ে থাকেন। এইসমস্ত কথা তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই বোঝাতে পারো। তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো। ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপিত হয়। সেই(শিব) বাবা-ই রাজযোগ শেখাচ্ছেন, এতে বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার কোনো কথাই নেই। শিববাবা আমাদের বুঝিয়ে থাকেন আর আমরা পুনরায় অন্যদের বুঝিয়ে থাকি। আমাদেরও শিববাবাই শুনিয়ে থাকেন। এখন তোমরা বলবে যে আমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে চলেছি। বাবা বোঝান যে এ হলোই পতিত দুনিয়া, রাবণের রাজ্য, তাই না! রাবণ পাপাত্মা তৈরী করে। এ'কথা আর কেউ-ই জানে না। যদিও রাবণের কুশপুতলিকা জ্বালায় কিন্তু কিছুই বোঝে না। সীতাকে রাবণ হরণ করেছে, এই করেছে..... বসে-বসে কত কথা লিখেছে। যখন বসে-বসে শোনে তখন কাণ্ডাকাটি করে। ও'সব হলো কাল্পনিক কথা। বাবা আমাদের বিকর্মাভীত করে গড়ে তোলার জন্য বুঝিয়ে থাকেন। তিনি বলেন -- মামেকম্ স্মরণ করো। কোথাও বুদ্ধি নিবেশ করো না। শিববাবা আমাদের নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পতিত-পাবন বাবা এসে নিজের পরিচয় দেন। এখন তোমরা বুঝেছো যে বাবা কত মিষ্টি, যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক করে দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কর্ম-অকর্ম এবং বিকর্মের গতি-সম্পর্কে অবগত হয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। জ্ঞান-দান করে ধর্মাত্মা হতে হবে।

২) এ হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা -- এই অন্তিমমুহূর্তে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে। পবিত্র হওয়ার সমাচার সকলকে দিতে হবে।

বরদানঃ:- ঘাবড়ে যাওয়ার নৃত্যকে পরিত্যাগ করে সদা খুশীতে নৃত্যরত মাস্টার নলেজফুল ভব
যে বাচ্চা মাস্টার নলেজফুল সে কখনও ভীত হয়ে নৃত্য(লক্ষ্মীম্প) করতে পারে না। সেকেন্ডে সিঁড়িতে নামা, সেকেন্ডে ওঠা -- এখন এই সংস্কার পরিবর্তন করো তবেই অতি তীব্রবেগে(ফাস্ট) যাবে। কেবল প্রাপ্ত অথরিটিকে, জ্ঞানকে, পরিবারের সহযোগকে ব্যবহার করো, বাবার হাতে-হাত রেখে চলতে থাকো তবেই খুশীতে নৃত্য করতে থাকবে, ভয়ে নৃত্য হবে না। কিন্তু যখন মায়ার হাত ধরে ফেলো তখন সেই(ভয়ে) নৃত্য হয়।

স্লোগানঃ:- যার সঙ্কল্প এবং কর্ম মহান (শ্রেষ্ঠ), সেই মাস্টার সর্বশক্তিমান।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই মহাভারতের লড়াইয়ে পুরানো বৃষ্কের অবসান হতে হবে, তাই এই লড়াইয়ের পূর্বে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করো"

*প্রশ্নঃ - বাবার মাতাদের সংগঠন প্রয়োজন, কিন্তু সেই সংগঠনের বিশেষত্ব কি হবে ?

*উত্তরঃ - এমন সংগঠন থাকবে, সেখানে দেহী অভিমানী থাকার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ হবে । যাদের দৃঢ় নেশা থাকবে যে, আমাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া বানাতে হবে । পতিত হলে চলবে না । নষ্টমোহ গ্রুপ হলেই তখন কোনো আশ্চর্য করে দেখাবে । কারোর প্রতিই কোনো আকর্ষণ থাকা উচিত নয় । মোহের আকর্ষণ অনেক ক্ষতি করে দেয় ।

ওম শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এই কথা জানে যে, মিষ্টি বাবা আমাদের স্বর্গবাসী বানাতে এখানে এসেছেন । এ'কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে । প্রত্যেকেই এই কথা বোঝাতে হবে যে, আমি আত্মা এই স্মরণের যাত্রাতে পবিত্র হই । এ কতো সহজ উপায়, কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাচ্চারা জানে যে, বাবা এক সেকেণ্ডে মুক্তি - জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দেন । এখন সবাই জীবনবন্ধ অবস্থায় আছে, রাবণ রাজ্যের বন্ধনে আছে । এই কথা বাবা জানে আর বাচ্চারা জানে, আর কেউই জানে না । বাচ্চারা, তোমাদের নিশ্চয়তা আছে যে, অসীম জগতের পিতাকে আমরা স্মরণ করি, তাই আত্মাদের অন্তরে খুব খুশী হওয়া চাই । যে বাবাকে আমরা অর্ধেক কল্প ধরে ডাকতাম.... সেই বাবাকে পেয়েছি । দুঃখে মানুষ বাবাকে স্মরণ করতে থাকে । তোমরাও স্মরণ করতে, কিন্তু এখন তোমরা দুঃখী হয়ে স্মরণ করো না । যাঁকে সম্পূর্ণ দুনিয়া ডাকতে থাকে, সেই বাবা এখন এসেছেন, এ'কথা তোমরা জানো । বাবা বার বার বুঝিয়েছেন -- তোমরা এখানে যখন বসো, তখন মনে করো যে, আমরা হলাম আত্মা । বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন । কল্প - কল্প তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে আসেন । বাবার এই প্রতিজ্ঞা যে, তোমরা যখন ডাকবে, আর অর্ধেক কল্প যখন সম্পূর্ণ হয়ে আসে, তখন আমাকে আসতে হয় । কলিযুগের পর সত্যযুগ হতে হবে, তাই আমাকে আসতে হয় । একথা শুধু তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এ হলো সঙ্গম যুগ, এখন বাবা এসেছেন । বাচ্চারা, তোমরাও সেবা করো, দিন - প্রতিদিন তোমরা বাবার পরিচয় দিতে থাকো, বাবার পরিচয় সকলেই পেতে থাকে । তোমরা এখানে বসে থাকো, তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা শিব বাবা আবার আমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন । তোমরা তো বাবা - বাবা বলতে থাকো, তাই না । আমরা শিব বাবার কাছে এসেছি । শিব বাবাও বলেন যে, আমি পূর্ব কল্পের মতো সাধারণ তনে এসেছি । এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় । মায়া এমনভাবে বাবার স্মরণ ভুলিয়ে দেয়, যাতে আবার পতিত থেকে পবিত্র হতে হয় । তোমরা জানো যে, সর্বের সদগতি দাতা একজনই সদগুরু । শিখরাও গেয়ে থাকে -- সৎ শ্রী অকাল, পতিত পাবনকেই সৎগুরু বলা হয় । ডাকতেও থাকে -- হে পতিত পাবন । আত্মা ডাকতে থাকে । তোমরা এখন জানো যে, আমরা এখানে বাবার সঙ্গে সন্মুখে মিলিত হতে এসেছি । বড় - বড় মানুষ একে অপরের কাছে মিলিত হতে আসে, তাদের কতো মহিমা হয় । ধুমধাম করে আজানের জন্য খুশীতে ব্যান্ড ইত্যাদি বাজানো হয় । এখানে গুপ্ত বেশে কে এসেছে, এ তোমরাই জানো । তাঁকে বলা হয় -- দূরদেশে থাকা পথিক (মুসাফির) ।

তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা পরমধামে থাকি । এখানে এখানে মুসাফির হয়ে অভিনয় করতে আসি । এক - একটি শব্দ বাবা যা বোঝান - এই দুনিয়াতে কেউই জানে না । তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে শুনছো । এ খুব ভালোভাবে ধারণ করা চাই । বাবা বোঝান যে, তোমরা সকলেই এই কর্মক্ষেত্রের মুসাফির । আমরা শান্তিধামে থাকি তারপর এই টকি ওয়ার্ডে আসি । আমরা শান্তিধামের মুসাফির, কিন্তু আমরা ৮৪ জন্ম এখানে অভিনয় করি । অবশেষে এ হলো অন্তিম সময় । তাই বাবা এখন এসেছেন -- এই পুরানো সৃষ্টিকে নতুন করতে । এও তোমরাই জানো । এই চিত্রও পরিষ্কার যে, শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন । এমন তো নয় যে তিনি কৃষ্ণের দ্বারা, বিষ্ণুর দ্বারা স্থাপনা করেন । বাবা আসেনই ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের রচনা করতে । বাবা সাধারণের তনে এসেছেন । এ হলো পতিত দুনিয়া, এখানে একজনও পবিত্র কেউ নেই, যেখানে প্রথম নম্বরের লক্ষ্মী - নারায়ণও পতিত হয়ে যায় । যারা পবিত্র ছিলো, তারাই সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য সমেত পতিত হয়ে গেছে । তোমরা জানো যে, আমরা যে দেবতা ধর্মের ছিলাম, তারা সবাই এখন শূদ্র ধর্মের হয়ে গেছে । যদিও আমেরিকা ইত্যাদিতে অনেক বড় - বড় বিত্তবানরা থাকে, কিন্তু সত্যযুগের সামনে আমেরিকা কিছুই নয় । এ সবই পরের দিকে হয়েছে । এ হলো অল্পকালের মায়া চমক । বিনাশ তো হবেই । বাচ্চারা, তোমাদের খুব সুন্দর নেশা থাকা

উচিত। বাবা, যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানান, আমরা বাচ্চারা তাঁকে স্মরণ করবো না, এ কতো আশ্চর্যের। মায়া কিন্তু স্মরণ করতে দেয় না। বাচ্চারা, তোমরা এখন এমন বলো -- বাবা, মায়া আমাদের স্মরণ করতে দেয় না। আরে বাবা, যিনি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক বানান, তাঁকে তোমরা কি স্মরণও করতে পারো না? পূর্বে সবাই সুখী ছিলো। এখন তো সবাই দুঃখী। প্রাইম মিনিষ্টার, প্রেসিডেন্ট ইত্যাদিদের তো রাত দিন চিন্তা লেগে থাকে। লড়াই ইত্যাদিতে কতো মানুষ মরতে থাকে। তোমরা জানো যে, মহাভারত লড়াইও বিখ্যাত, কিন্তু তাতে কি হয়েছিলো, একথা কারোর বুদ্ধিতে নেই। তোমাদের বুদ্ধিতে বাবা এই কথা বসিয়েছেন। মহাভারতের যুদ্ধে সবাই মারা গিয়েছিলো। এই মনুষ্য সৃষ্টি কতো বড়। আত্মাদেরও বৃক্ষ রয়েছে। প্রথমে যখন গাছ নতুন থাকে তখন অনেক ছোটো হয়, তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমরা জানো যে, প্রথমে যখন দেবী - দেবতার ধর্ম ছিলো, তখন বৃক্ষ কতো ছোটো ছিলো। তখন আদি - সনাতন - দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো। এখন কতো বিভিন্ধ ধরনের ধর্ম। ওই মহাভারতের লড়াই দ্বারা এই সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে কিন্তু এই জ্ঞান কারোর মধ্যেই নেই। যদিও তারা বলবে, এ হলো সেই লড়াই, কিন্তু এতে কি হবে, এ কথা জানে না। তোমরা এখন জ্ঞানের আলোয় আছো। তোমরা জানো যে, বিনাশ হয়ে যাবে, তাই মহাভারতে লড়াইয়ের পূর্বে নিজের উত্তরাধিকার তো নিয়ে নেবে। এ কথা তো খুবই সহজ। তোমরা পবিত্র হও আর বাবাকে স্মরণ করো। অনেক বাচ্চাদের উপর অত্যাচার হয়। তোমাদের মতো মায়েদের সংগঠন হওয়া উচিত একে অপরকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু এতে তোমাদের দেহী - অভিমানী অবশ্যই হতে হবে। আমাদের তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে -- এই নেশা দূতভাবে থাকা উচিত। এমন নেশায় যারা থাকবে, তারাই বোঝাতে পারবে। আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী - এই নেশা থাকা উচিত। আমরা রচয়িতা বাবা আর রচনার চক্রকে জানি। আমাদের এখন বাবার কাছ থেকে নতুন দুনিয়া সত্যযুগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। আমরা কিভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করি, একথা বোঝাতে থাকো। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। তোমাদের তো অবশ্যই পাবন হতে হবে। পাবন অর্থাৎ পবিত্র। কাম হলো মহাশত্রু। আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এখানে তো আসেই রিফ্রেশ হতে। আমি অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো -- তোমাদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। কারোর প্রতিই মোহের আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। তোমাদের নষ্টমোহা হতে হবে। এই শরীরের প্রতিও যেন মোহ না থাকে। এ তো পুরানো চামড়া, কিন্তু এর দেখভাল করতে হয়, যাতে এই জ্ঞান অর্জন করতে পারো। শরীরে যদি কোনো সমস্যা হয় তখন তাকে ঠিকও করতে হয়। তোমরা জানো যে, এই পুরানো শরীর এখন ক্ষয়গ্রস্ত। এর কিছু না কিছু হতেই থাকে। আত্মা সেই দুঃখ ভোগ করে। তোমরা জানো যে, এখন এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। যোগবলের দ্বারা একে আটকাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ব্যস। আর কোনো লৌকিক সম্বন্ধ স্মরণে আসা উচিত নয়। আমি দেহ নই, আত্মা। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের আত্মাদের উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছি। আত্মা পবিত্র হলে তখন শরীরও পবিত্র পাওয়া যাবে।

তোমরা জানো যে, এখন আমাদের আত্মাকে পবিত্র হতে হবে। আমরা এই লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো পবিত্র ছিলাম। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্পূর্ণ সূর্যবংশী সম্রাজ্য ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে। চন্দ্রবংশীদের জন্য ৮৪ জন্ম বলা হবে না। হ্যাঁ, যারা সূর্যবংশীতে প্রথম দিকে দাস - দাসী হবে, তারা ত্রেতাতে কিছু পদ পাবে তাদের ৮৪ জন্ম বলা হবে। রাজা - রানী - প্রজা, আর যারা দাস - দাসী সূর্যবংশী রাজত্বে আসে, তারাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করে। এমনভাবে নিজেদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমরা কিভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করি। তোমাদের বিচার সাগর মন্বন করা উচিত। যতটা সম্ভব বাবাকে আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো। চলতে - ফিরতে মনে করো যে, আমি বাবার সন্তান। কাউকে যদি পাও, তাকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। এই চিত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। সবকিছুই বলতে হবে। বাবা এসেছেন ব্রহ্মার তনে। আমরা সকলেই তো ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী, তাই না। আমাদের মতো বি.কে.দের স্বর্গের মালিক বানাতে বাবা এসেছেন। সমস্ত আত্মাদের বাবা হলেন একজন। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী। নিজেদের কার্ডও দেখাতে পারো। যদি কোথাও অফিস ইত্যাদি জায়গায় কার্ড দাও, তবুও তারা বুঝতে পারে না যে, ব্রহ্মাকুমারীরা কে। অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে। গভর্নমেন্টকেও বোঝানো হয় যে -- এ হলো আমাদের পরিবার। এখানে দাদু আর বাবা আছেন। দাদুর কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এই কথা স্মরণে এলে খুশীতে থাকা উচিত, সম্পত্তি তো দাদুর। নাতিদের তো অধিকার থাকে, সম্পূর্ণ অংশ ভাগ করে নেয়।

তোমরা জানো যে - শিব বাবার কাছ থেকে আমরা ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। এ কথা স্মরণে রাখা চাই। নিজে পড়তে হবে তারপর অন্যদেরও পড়াতে হবে। বাচ্চাদের পালন করা হলো বাবার দায়িত্ব। যতক্ষণ না কুমার -

কুমারী সাবালক হচ্ছে, ততক্ষণ বাবাকে তাদের দেখভাল করতে হবে। বাচ্চাদের কাজ হলো পড়া। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য তারা পড়াশোনা করে। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্য পড়াচ্ছেন। তারপর আমরাও নিজের পায়ে দাঁড়াবো। তোমরা যতো পড়বে তত উঁচু পদ পাবে। তোমরা নিজেরাই বলো, আমরা এখানে আসি শ্রী লক্ষ্মী - শ্রী নারায়ণ হতে। এ তো সত্যনারায়ণের কথা, তাই না। কেউই জানে না যে, কিভাবে লক্ষ্মী - নারায়ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করে। রাধার ভক্ত হলে বলবে, রাধা সর্বত্র বিরাজিত। যেখানেই দেখো রাধাই রাধা, কৃষ্ণই কৃষ্ণ, শিবই শিব। এরা সবকিছুই মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বর, রাধা, কৃষ্ণ সকলেই সর্বব্যাপী। এরা সবাই ঈশ্বরের রূপ। ভগবান এই রূপ ধারণ করেছেন। যেখানেই দেখো সেখানেই.... তুমিই তুমি.... সম্পূর্ণ অবুঝ হয়ে বসে আছে। এ হলো বিকারী পতিত দুনিয়া। সত্যযুগ হলো নির্বিকারী পবিত্র দুনিয়া। নির্বিকারী দুনিয়ার অর্থই হলো স্বর্গ। মানুষ বলে, ওখানে তো বাচ্চা থাকে, তাই না। তাদের কিভাবে জন্ম হবে। ব্যস, এই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতে থাকবে। ওরা বলবে, বাচ্চার জন্ম না হলে সৃষ্টি কিভাবে বৃদ্ধি পাবে! প্রতি বছর যখন আদমসুমারীর হিসেব বের করে, তখন দেখা যায় কতো বেশী মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা বলে না যে, কতোজনের মৃত্যু হয়েছে। তাই বাচ্চাদের প্রথমে তো নিজের কল্যাণ করতে হবে। আমি আত্মা -- একথা তো প্রথমে নিশ্চিত করো। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অন্তকালে যে নারায়ণকে স্মরণ করে -- এখন নারায়ণকে স্মরণ করা -- এই শব্দ মিথ্যা লেখা হয়েছে। অন্তকালে যে শিব বাবাকে স্মরণ করে -- তাঁর চিন্তনে যে দেহত্যাগ করবে, সেই স্বর্গের নারায়ণ হবে। অন্তকালে নারায়ণের কথা কেন বলে? মনে করে যে, কৃষ্ণ জ্ঞান দিয়েছিলো, তাহলে কৃষ্ণকে স্মরণ করি। তাই কৃষ্ণকে স্মরণ করে। নারায়ণের কথা কেউই জানে না। কৃষ্ণের জয়ন্তী পালন করে, রাধার জয়ন্তী কোথায় পালন করে? কৃষ্ণের জন্ম পালন করে, নারায়ণের কোথায়? এই পৃথিবীর রাজা - রানী লক্ষ্মী - নারায়ণের কথা কেউই জানে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী হবে, তাই না। তাঁরা কোথায় গেলো? বলে থাকে - ব্রাহ্মণ দেবতায় নমঃ। ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ছিলো, তাই না। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবা ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম ব্রহ্মা রচনা করেননি বরং শিব বাবা রচনা করেছিলেন। ইনি তো এখন ব্রহ্মা হয়েছেন। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই পুরানো শরীরে থেকে এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে ২১ জন্মের জন্য উপার্জন করতে হবে, তাই এই শরীরকে রক্ষা করতে হবে। বাকি এর প্রতি আকর্ষণ রাখবে না।

২) এমন অভ্যাস করতে হবে যাতে অন্তিম সময়ে শিব বাবাই স্মরণে থাকে। অন্য কোনো চিন্তায় যাবে না। নিজের কল্যাণ করতে হবে।

বরদানঃ-

সাকার রূপে বাপদাদাকে সম্মুখে অনুভবকারী কন্সাইন্ড রূপধারী ভব শিবশক্তি যেমন কন্সাইন্ড, তেমনই পাণ্ডবপতি আর পাণ্ডব কন্সাইন্ড। যে এমন কন্সাইন্ড রূপে থাকে, তার সামনে বাপদাদা সাকারে সর্ব সন্মুখে সামনে থাকে। এখন দিনে দিনে আরো অনুভব করবে যে, বাপদাদা যেমন সামনে এসেছেন, হাত ধরেছেন, বুদ্ধির দ্বারা নয়, দৃষ্টির দ্বারা দেখবে, অনুভব হবে। কিন্তু এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউই নয়। এই পাঠ দৃঢ় থাকলে, ছায়ার মতো বাপদাদা চোখের সামনে থাকবে। দূর হতে পারবে না, সদা সম্মুখের অনুভূতি হবে।

স্নোগানঃ-

মাযাজিৎ, প্রকৃতিজিৎ হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাই স্বকল্যাণী বা বিশ্ব কল্যাণী।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে এসেছ নিজের সাথে সমগ্র দুনিয়ার কায়া কল্পতরু বানাতে, স্মরণেই কায়া-কল্পতরু হবে"

*প্রশ্ন:- নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার বিধি কী? বাচ্চারা, এখন তোমাদের জীবন দান কীভাবে প্রাপ্ত হয়?

*উত্তর:- নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য অবশ্যই মরতে হবে। বাবা বলেন, আমি এসেছি তোমাদের মৃত্যু দিতে। তোমাদের এই দেহের সমাপ্তি ঘটিয়ে সব আত্মাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। এটাই হল প্রকৃত জীবন দান। সেইজন্যই এই মহাভারতের লড়াই, যাতে সবার বিনাশ হবে। তারপরে আত্মারা পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাবে। তারপরে স্বর্গে যাবে।

*গীত:- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা গীতের লাইন শুনেছে। তোমরা জগৎ অশ্বার মহিমা শুনেছ। শুধুমাত্র ভারতেই জগৎ অশ্বার গায়ন হয়ে থাকে। জগৎ অশ্বা আছেন তো জগৎ পিতাও অবশ্যই হবেন। সরস্বতীকেই বলা হয় জগৎ অশ্বা। বাস্তবে তাঁর একটা নামই হওয়া উচিত। তোমাদেরও তো একটাই নাম, দু'তিনটে তো নয়। এখন তারা জগৎ অশ্বাকে সাকার রূপে দেখায়, শরীরধারী। জগতপিতাও আছেন, যাঁকে প্রজাপিতাও বলা হয়। যেমন সমগ্র জগতের অশ্বা আছেন, ঠিক তেমনই সমগ্র জগতের পিতাও আছেন। অবশ্যই উভয়েই এখানেই হবেন। তাঁদের উভয়েরই নামও তোমাদের শোনানো হয়েছে। তাঁরা উভয়ে হলেন প্রজাপিতা আর প্রজা মাতা। এবার অন্য জগত-পিতা বলা হয় নিরাকার শিববাবাকে, যিনি সকলের পিতা। তাঁর নামই হল পরমপিতা পরম আত্মা শিব। শুধুমাত্র ঈশ্বর বা পরমাত্মা ব'লো না। তাঁরও তো নাম রূপ আছে, না, তাঁকে গড় ফাদার বলা হয়ে থাকে।

এক হলেন আত্মাদের বাবা, আরেক হলেন সাকারী মনুষ্য আত্মাদের বাবা; মাঝাও আছেন। শিব হলেন আত্মাদের পিতা। আত্মা বলে, উনি আমার বাবা। পরে এই আত্মা যখন এই সাকার শরীর পায় তো তারা বলে ব্রহ্মা বাবা, তাহলে তো দুই বাবা হয়ে গেল। এক শিববাবা আর এক প্রজাপিতা ব্রহ্মা। শিববাবার বাচ্চা হলেন ব্রহ্মা। এক নিরাকার পিতা, এক সাকার পিতা। নিরাকার পিতাকে বলা হয় পতিত-পাবন। ব্রহ্মা বা সরস্বতীকে পতিত-পাবন বলা যায় না। তাঁরা হলেন দুই, কিন্তু পতিত-পাবন হলেন এক এবং একমাত্র। সবাই ডাকে - পতিত-পাবন এসো, তো দুই বাবা হয়ে গেল। শিববাবা রচয়িতা। নতুন দুনিয়া রচনা করেন। সেইজন্য তাঁকে অবশ্যই ব্রহ্মাকে প্রথমে রচনা করতে হয়। বিষ্ণু আর শঙ্করকে কখনো প্রজাপিতা বলা হয় না। ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয়। সুতরাং শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন। তোমরা বলো, আমরা শিববাবার বাচ্চা। শিববাবা ঐর মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন। তিনিই আত্মাদের পবিত্র বানান, আত্মাই পতিত হয়েছে। এই কারণে পতিত শরীর প্রাপ্ত হয়। সোনার মধ্যে রূপা, তামা, লোহার খাদ মেশানো হয়, তো আত্মার মধ্যেও খাদ পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা পবিত্র মুক্তিধামে থাকে, যেখানে শিববাবাও থাকেন। এখন শিববাবা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা - এককে বাবা, আর এককে দাদা বলবে। এতো তোমরা জানো যে, মনুষ্য-মাত্রই শিবের সন্তান, শিববংশী তার পরে ব্রহ্মাকুমার কুমারী। শিববাবা আর দাদা একত্রীভূত। শিববাবা ঐর মধ্যে বিরাজমান, আমাদের ব্রাহ্মণ বানিয়ে রাজযোগ শেখান, মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য। দেবতারা থাকেন সত্যযুগে। দেবতাদের পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর বলা হয় না। তাঁদেরকে 'বাবাও বলা যায় না। এখন তোমরা বিষ্ণুপুত্রীর মালিক তৈরি হচ্ছে। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ, মানুষ এটা জানে না। যারা ভক্তি করে তাদের অবশ্যই দুই বাবা। এক বাবা হয় সত্যযুগে। সেখানে এ'রকম বলে না যে হে পরমপিতা পরমাত্মা, দুঃখ:হতা সুখকর্তা এসো। ওখানে তো দেব-দেবীদের রাজ্য ছিল। তারা কখনো - হে গড় ফাদার, লিবারেটর বলবে না। ওখানে কোনো দুঃখী বা পতিত হয়ই না যে পতিত-পাবনকে ডাকবে। তোমরা জানো ভারতে আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। পরে আবার ১২৫০ বছর বাদে হয় রাম সীতার রাজত্ব। বাবা তোমাদের স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন - সত্যযুগ ত্রেতায় তোমরা ২১ জন্ম নিয়েছ। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় . . . সব ভারতেই হয়। বাবা এসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানান। রিজুভিনেন্ট করেন। কায়া-কল্পতরু বানান। অমর বানান। বাবা এসে তোমরা সব বাচ্চাকে অমরলোকের মালিক বানান। যখন ভারত অমরলোক ছিল তখন দেবতাদের রাজ্য ছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে এখন তোমরা মৃত্যুলোকের মালিক হয়েছে। তারা বলে "আমাদের ভারত", তাহলে তো প্রজাও মালিক হলো, তাই না! তোমরাও বলবে, আমাদের ভারত। আমরা ভারতের মালিক ছিলাম, কিন্তু নরকবাসী হয়েছি। দেবতারা বলবে, তারা স্বর্গবাসী। তোমরাও স্বর্গবাসী ছিলে। তারপরে ৮৪ জন্ম

নিতে নিতে তোমরা নরকবাসী হয়েছ। এখানে, ভারতেই শিববাবা জন্ম নেন। শিবরাত্রি আর শিব জয়ন্তীর গায়ন আছে। কৃষ্ণ জয়ন্তীও পালন করে, তারা তো (জন্ম) কালও বলে। তারা বলে, অমুক সময়ে মাতার গর্ভ থেকে তার জন্ম হয়েছে। অবশ্যই মাতার গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে, সত্যযুগে। কৃষ্ণ জয়ন্তী হয় সত্যযুগে, নতুন দুনিয়ায়, তারপরে পুনর্জন্মে আসতে শুরু করে। বাবা শুধু একজনের সম্বন্ধে বলেন না। যা কৃষ্ণপূরী তা' বিষ্ণুপূরী। যখন রাজারা অবতরণ করে তো পুরো ডায়নাস্টি নেমে আসে। তার মধ্যে রাজা-রানী প্রজা সব অন্তর্ভুক্ত। যখন চন্দ্রবংশী রাজত্ব হয় তখন সূর্যবংশী রাজ্য পাস্ট হয়ে গেছে, ট্র্যাক্সফার হয়ে ডিনাস্টি (রাজবংশ) চন্দ্রবংশীদের প্রাপ্ত হয় তারপরে বৈশ্যবংশীদের।

এখন তোমরা উপলব্ধি করতে পার যে তোমরা ব্রাহ্মণ কুলের চূড়া। চূড়ার উপরে বাবা। প্রথমে আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম, পরে শূদ্র অর্থাৎ চরণ হয়েছি। চরণ থেকে একেবারে চূড়া হয়েছি। প্রথমে শিববাবা পরে চূড়া। বাবা আমাদের ব্রাহ্মণ বানিয়েছেন। এখন তোমরা শিববাবাকে 'বাবা বাবা' বলো। এই হিসেবে তোমরা নাতি-নাতিনি হয়ে গেছ, তোমরা জানো যে তোমরা সবাই ব্রহ্মার সন্তান - ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। আমরা সবাই এক বাবার বাচ্চা। ভাই-বোনে কখনো ক্রিমিনালি অ্যাসল্ট করতে পারে না। কতো রাশি রাশি বাচ্চা, সবাই বলে বাবা... সুতরাং এত সবাই কি আদৌ মিথ্যা হতে পারে ? সবার বাবা তো তিনিই, নিরাকার শিব আর সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ব্যস্। এক বাবার বাচ্চারা হলো ভাই-বোন। তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ পবিত্র কীভাবে হবে, সেইজন্য এই যুক্তি ড্রামাতে স্থিরীকৃত হয়েছে। এখানে শুধু ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা আছে। কোনো শূদ্র কুমার-কুমারী নেই। তারা পতিত, শূদ্র, তুচ্ছ বুদ্ধি কারণ বাবাকে তারা জানে না। তারা বলে, ও গড় ফাদার ! আচ্ছা, তাঁর অকুপেশন তোমরা জানো ? তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল সম্বন্ধে বলো। তাঁর জীবন কাহিনী বলো। যদি তারা না জানে তো তারা নাস্তিক। তারা রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্ত জানে না। সে' দুনিয়াই হল পতিত। সত্যযুগ পাবন দুনিয়া, কলিযুগকে পতিত দুনিয়া বলা হয়। এই সময় দুনিয়া সম্পূর্ণ তমোপ্রধান, এই অবস্থাকে রৌরব নরক বলা হয়ে থাকে। এরও অনেক স্টেজ থাকে। দ্বাপর থেকে নরক তৈরি হওয়া শুরু, তারপরে বৃদ্ধি পায়। ভক্তিও প্রথমে সতঃপ্রধান অব্যভিচারী ছিল পরে সতঃ, রজঃ, তমঃ হয়। তোমরা দেখে থাকবে যেখানে তিন রাস্তা এক জায়গায় এসে মিলে যায়, যাকে তেমাথা বলে। সেখানে তেলের প্রদীপ ইত্যাদি জ্বালায়, মাথা নোয়ায়। কতো তারতম্য হয়, কোথায় শিববাবার পূজা আর কোথায় তেমাথার পূজা। একে বলে তমোপ্রধান ভক্তি। জলেরও পূজা করে, মহিমা করে পতিত-পাবনী গঙ্গা। এখন পতিত-পাবন কে ? জলের গঙ্গা কীভাবে পতিত-পাবনী হতে পারে ! সেতো শুধুই জল, তাই না ! পতিত-পাবন তো বাবা। শিব জয়ন্তীও ভারতে হয়, তাহলে তো অবশ্যই ভারতেই আসেন - পতিতদের পবিত্র দেবতা বানাতে। ব্রহ্মা তনে এসে মানুষকে দেবতা বানান। এখানে তোমরা আসোই পতিত থেকে পবিত্র হতে। যেমন তোমাদের দ্বিভুজ আছে, তেমনই তাদেরও দ্বিভুজ থাকে। ৪-৮ হাত সমেত কোনও মানুষ হয় না। এগুলো সব অলঙ্কার হিসেবে দেখিয়েছে, চতুর্ভুজ চিত্রিত করেছে প্রবৃত্তি দেখানোর জন্য। বিষ্ণুপূরী, লক্ষ্মী-নারায়ণের পুরীকে বলা হয়ে থাকে। বৈষ্ণব শব্দও বিষ্ণু থেকেই উদ্ভব হয়েছে। দেবতার বৈষ্ণব ছিলেন। বল্লভাচারী বৈষ্ণব হয় ভেজিটেরিয়ান, তারা মোটেও নির্বিকার হয় না। তাদের বিশাল অটালিকা থাকে। বৈষ্ণবের অর্থই তারা বোঝে না। বিষ্ণুপুরীতে যারা থাকে তাদের বৈষ্ণব বলা হয়। পবিত্রকে বলা হয়ে থাকে বৈষ্ণব। তারা রাধা-কৃষ্ণের আলাদা মন্দির আর লক্ষ্মী-নারায়ণের আলাদা মন্দির বানিয়েছে। ভারতবাসী জানেই না যে এর মধ্যে কী ফারাক আছে। রাধা-কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়, এ'সব কারও জানা নেই। সেটা হলো শৈশবের রূপ। এটা হলো বড়বেলার (প্রাপ্তবয়স্ক) রূপ। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছোটবেলার ছবি কিছুই নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগে, রাধাকৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এখন তোমরা রচয়িতা বাবা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছ। বাবা বৃষ্ণের ঝাড়ের রহস্যও বুঝিয়ে দেন। ডামারও রহস্য বুঝিয়ে দেন। তোমরা বৃষ্ণকে দেখলে বুঝবে যে শঙ্করাচার্য তো কলিযুগে আসেন, সন্ন্যাসীদের ডিনাস্টি সত্যযুগে তো হতেই পারে না। যদি সবাই ভগবানের বাচ্চা হয়, তাহলে তো তাদের স্বর্গবাসী হওয়া উচিত। কিন্তু স্বর্গবাসী তো সবাই হয় না, শুধু দেবতারাই হয়। এখন তোমরা ব্রাহ্মণবংশী হয়েছ, এরপরে দেবতা হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

তোমরা জানো, ছোট বড় সকলেই তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। উভয়েই বলে, বাবা আমরা তোমার বাচ্চা, ব্রাহ্মণ। এই হলেন বাপদাদা - আদি দেব ব্রহ্মা আর শিববাবা। তোমরা জানো, আমরা ব্রহ্মাবাবা আর শিববাবার সামনে বসে আছি। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। আমরা শিববাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিই। শিববাবা আমাদের বাবা, আবার পতিত-পাবনও, গুরুও। এখন এটা হল সঙ্গমযুগ। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মিলন-মেলা। পতিত-পাবন দ্বারাই পবিত্র হই। সঙ্গমে নদী আর সাগরের মিলন। নদীসমূহের তো মেলা হয় না। এখন জ্ঞান সাগর আর তোমরা সব আত্মার (বাচ্চাদের) মিলন-মেলা উদযাপিত হয়। তোমরা এসেছ জ্ঞান সাগরের কাছে। তোমরা জ্ঞান গঙ্গা সকলে জ্ঞান সাগর থেকে বের হয়েছ। তোমরা সবাইকে জ্ঞান স্নান করিয়ে তাদের পবিত্র

বানাও, যোগ শেখাও। সাগরের পরিচয় দিয়ে তোমরা এখানে নিয়ে আসো, মেলাতে। এই সময় তোমরা যখন ব্রাহ্মণ হও, তোমাদের ৩ জন বাবা থাকেন। লৌকিক পিতাও থাকেন আর প্রজাপিতাও আবার শিববাবাও থাকেন। ভক্তিমার্গে দুই পিতা থাকেন। সত্যযুগে এক পিতা হবেন। এটা বোঝার বিষয়। এখন তোমার আত্মা বলে, আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। মিত্র সম্বন্ধী ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও বলে যে, আমার তো এক শিববাবা। তাঁর স্মরণেই পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। আত্মা জানে যে, তিনি আমার বাবাও, টিচারও, আবার সদগুরুও তিনি। আমরা সব আত্মাকে বাবা নিতে এসেছেন। ব্রহ্মা তনে প্রবেশ করে পবিত্র বানান। তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা এসেছেন। তোমাদের সবাইকে মৃত্যু দিতে এসেছি। নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য তো অবশ্যই মরতে হবে, তাই না ! তোমাদের এই দেহের সমাপ্তি ঘটিয়ে তোমাদের নিয়ে যাব। বাবা বলেন, তোমাদের জীবনদান দিই। এ'টা মহাভারত লড়াই, না ! সবার বিনাশ হবে, তা' নয়তো কীভাবে নিয়ে যাব ! আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে ঘরে নিয়ে যাই। সে'টা তো শান্তিধাম। সত্যযুগ আসবে তো কলিযুগ অবশ্যই বিনাশ হবে, সে'জন্য মহাভারত লড়াই প্রসিদ্ধ। এ'টা সঙ্গমযুগেই হয়, যখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। আত্মা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান সাগরে জ্ঞান স্নান করে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে। মিত্র-সম্বন্ধীদের সাথে থেকেও বুদ্ধিতে যেন থাকে - আমার তো এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই।

২) বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার জন্য প্রকৃত বৈষ্ণব অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে। নরকে জীবনে থেকে মৃতবৎ হয়ে বুদ্ধিযোগ স্বর্গের সাথে জুড়তে হবে।

বরদানঃ:- ধর্ম আর কর্ম দুইয়ের সঠিক ব্যালেন্স বজায় রেখে দিব্য এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ভব কর্ম করার সময় ধর্ম অর্থাৎ তোমাদের ধারণাও যেন সম্পূর্ণ হয়, তাহলে ধর্ম আর কর্ম দুইয়ের সঠিক ব্যালেন্স থাকলে প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। এমন নয়, যখন কর্ম সমাপ্ত হবে তখন ধারণা স্মৃতিতে আসবে ! বুদ্ধিতে দুই বিষয়ের ব্যালেন্স ঠিক হলে তখন বলা হবে শ্রেষ্ঠ ও দিব্য বুদ্ধিমান। তা' নয়তো বুদ্ধি সাধারণ, কর্মও সাধারণ, ধারণাও সাধারণ হয়। সুতরাং সাধারণ হওয়ায় সমতা আনতে হবে না, বরং শ্রেষ্ঠত্বে সমতা হোক। যেমন কর্ম শ্রেষ্ঠ তেমন ধারণাও শ্রেষ্ঠ হোক।

স্লোগানঃ:- নিজের মন-বুদ্ধিকে অনুভবের সীটে সেট করে দাও, তাহলে কখনো আপসেট হবে না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - সমগ্র দুনিয়ায় তোমাদের মতো সৌভাগ্যবান কেউ নয়, তোমরা হলে রাজশ্বশি, তোমরা রাজত্বের জন্য রাজযোগ শিখছো”

*প্রশ্নঃ - নিরাকার বাবার মধ্যে কোন্ সংস্কার রয়েছে, যা সঙ্গমযুগে তোমরা ধারণ করে থাকো।

*উত্তরঃ - নিরাকার বাবার মধ্যে জ্ঞানের সংস্কার রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে জ্ঞান শুনিয়ে পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে দেন। সেই কারণে ওঁনাকে জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন বলা হয়। তোমরা বাচ্চারাও এখন সেই সংস্কার ধারণ করতে থাকো। তোমরা নেশার সাথে বলে থাকো যে, আমাদেরকে ভগবান পড়ান। আমরা ওঁনার থেকে শুনে অন্যদেরকে শোনাই।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এল আজ...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা (রুহানী) এই গীত শুনল। এই মহিমা কার? একমাত্র বাবার। শিবায় নমঃ; উচ্চ থেকে উচ্চ তো ভগবান, তাই না! বাচ্চারা জানে যে, তিনি হলেন আমাদের বাবা। এমন নয় যে, আমরা সবাই বাবা। এ'কথা প্রসিদ্ধও আছে যে, সমগ্র দুনিয়া হল ব্রাদারহুড। সল্ল্যাসী অথবা বিদ্বানদের বক্তব্য অনুসারে ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলে দিলে যেমন ফাদারহুড হয়ে যায়। ব্রাদার হওয়ার ফলে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়। ফাদারহুড হলে তবে তো উত্তরাধিকারের ব্যাপারই নেই। বাচ্চারা জানে যে, আমরা সব আত্মাদের বাবা হলেন সেই একজন। ওঁনাকে বলা হয় ওয়ার্ল্ড গড ফাদার। ওয়ার্ল্ডে কারা রয়েছে? সব ব্রাদার্স, আত্মারা রয়েছে। সকলের গড ফাদার একজনই। সেই বাবারই সকলে প্রার্থনা করে। সেই এক এরই বন্দনা বা পূজা করা হয়। সেটা হল সতোপ্রধান পূজা। এও বোঝানো হয়েছে - জ্ঞান - ভক্তি আর বৈরাগ্য। বাবা জ্ঞান প্রদান করেন সন্নতির জন্য। সন্নতি বলা হয় জীবন - মুক্তি ধামকে। এটা আত্মাকে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। আমাদের প্রকৃত গৃহ হল শান্তিধাম। তাকে মুক্তিধাম, নির্বাণধামও বলা হয়। সব থেকে ভালো নাম হল - শান্তি ধাম। এখানে তো অরগ্যান্স থাকার কারণে আত্মা টকিতে থাকে, কথা বলতে হয়। সূক্ষ্মলোকে হল মুক্তি। ইশারাতে সেখানে কথা হয়, আওয়াজ হয় না। তিন লোককে তোমরা জেনে গেছ। মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতন, তোমাদের বুদ্ধিতে এগুলো খুব ভালো ভাবে বসে গেছে। মানুষ সৃষ্টির বিষয়ে বলা হয়ে থাকে যে, সৃষ্টি আবর্তিত হয়। একে বলা হয় ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি। মানুষই তো সেটাকে জানবে, তাই না! ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বলা হয়ে থাকে। বাবা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কীভাবে রিপোর্ট হয়, সে'কথা তো তিনিই জানবেন। এই চক্রকে জানার ফলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে গেছিলে। গাওয়াও হয়, দেবতারা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র রয়েছে না? দেবতারা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী আর মানুষ নিজেকে বলে সম্পূর্ণ বিকারী। সত্যযুগে হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী বা সম্পূর্ণ পবিত্র। এ তো ভারতেই কথা। এ'কথা বাবাই এসে বুদ্ধিতে বসান, আর কেউই এ' সব কথা জানে না। মানুষ তো সত্যযুগের সময়কাল অনেক লম্বা বলে দিয়েছে। মানুষ মনে করে লক্ষ বছর পূর্বে সত্যযুগ ছিল। অতএব কারো বুদ্ধিতে এ'সব কথা আসেই না।

এখন বাচ্চারা জানে যে - আমরা এখন সম্পূর্ণ বিকারীর থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানাচ্ছি। সম্পূর্ণ পতিত থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, আত্মাতেই খাদ পড়ে রয়েছে, গোল্ডেন এজ থেকে এখন আয়রন এজের হয়ে গেছে। এটা আত্মার সাথে তুলনা করেই বলা হয়। এটা খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে। তোমরা বাচ্চারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। তোমাদের মতো সৌভাগ্যবান আর কেউই নয়। এখন তোমরা রাজযোগে বসে আছো, রাজশ্বশি তোমরা। রাজা হওয়ার জন্য কোথাও পড়ানো হয় নাকি? ব্যারিস্টার বানানো হবে, কিন্তু বিশ্বের মহারাজা কে বানাবে? বাবা ছাড়া আর কেউই বানাতে পারে না। এখানে তো মহারাজা কেউ নেই। সত্যযুগের জন্য তো অবশ্যই প্রয়োজন। তার জন্য তো কাউকে আসতেই হবে। বাবা বলেন, আমি তখনই আসি যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়। এখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে আর কোনো কথা এর মধ্যে ওঠারই নয়। আমাদেরকে বাবা বসে পড়ান - এই নেশা থাকা উচিত। আমরা আত্মাদেরকে নিরাকার বাবা পরমপিতা পরমাত্মা শিব পড়ান। শিবকে তো কেউ জানেই না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা পুনরায় স্বর্গের রাজত্ব স্থাপন করছেন। আমরা তাঁদেরকে মহারাজন শ্রী নারায়ণ আর মহারানী শ্রীলক্ষ্মী বলি। ভক্তি মার্গে সত্য-নারায়ণের কথকতা হয়, অমরকথা, তিজরীর কথা। বাবা তো তৃতীয় নেত্রও প্রদান করেন। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা তিনি শোনান। সেই সব কথাই যখন পাস্ট হয়ে যায়, সে'সব তখন ভক্তি মার্গে কাজে আসে। এখন তোমরা

বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, বাবা আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানান, আমরা হলাম তার অধিকারী। ভগবান তো স্বর্গের রচয়িতা, তাই না ? আমরা হলাম ভগবানের সন্তান, আমরা স্বর্গে নেই কেন ! কলিযুগে কেন পড়ে আছি ? পরমপিতা পরমাত্মা তো দুনিয়া রচনা করেন। তিনি কী কখনো পুরানো দুনিয়া রচনা করবেন ? আগে তো নতুন দুনিয়াই বানাবেন। তার পরে পুরানোটিকে ভাঙবেন। তোমরা জানো যে, আমরা সত্যযুগের জন্য রাজস্ব নিষিদ্ধ। সত্যযুগে কারা থাকবে ? এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি থাকবে, আরও অনেক রাজা রাজরারা থাকবে। যার নিদর্শন হল বিজয় মালা। বাচ্চারা জানে এখন আমরা বিজয় মালাতে গাঁথা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। জগতে মালার অর্থ কেউই জানে না যে, কেন মালা পূজিত হয়ে থাকে, উপরে যে ফুল সেটা কে ? মালা জপ করতে করতে এসে ফুলকে নমস্কার করে তারপর আবার মালা জপ করে কেন ? বসে বসে মালা জপ করে যাতে অন্য কোনো দিকে বাইরে মন না যায়। ভিতরে ভিতরে রাম - রাম এর ধুন লাগায়, বাজনা বাজানোর মতো। খুব প্র্যাক্টিস করে। এ সবই হল ভক্তি মার্গের সব কথা। তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত ভক্তি যারা করে, তারা কোনো বিকর্ম করবে না। অত্যন্ত ভক্তি যারা করে তাদের প্রতি মানুষ এই শ্রদ্ধা রাখে যে, ইনি অত্যন্ত সত্যবাদী। মন্দিরে মালা রাখা হয়, মালা জপ করতে করতে মুখে রাম - রাম বলতে থাকবে। অনেকেই মনে করে ভক্তিতে পাপ হয় না। বলা হয় নবধা ভক্তির দ্বারা মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু হয় কিছুই না। এ হল একটা সৃষ্টি রূপী নাটক। তাতে সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমোতে সকলকেই আসতেই হয়। একজনেরও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন উপরে জায়গা খালি হয়ে যাবে তেমনি এখানেও জায়গা খালি হয়ে যাবে। দিল্লির আশেপাশে, মিষ্টি নদীর ধারে রাজধানী হবে। সমুদ্রের দিকে হবে না। এই বস্ত্রে ইত্যাদি থাকবে না। এটা তো পূর্বে জেলেপাড়া ছিল। জেলেরা এখানে থাকত। এখন তো সমুদ্রকে অনেকখানি শুকিয়ে ফেলেছে। তাও জেলেপাড়াই তো হবে। সত্যযুগে তো বস্ত্রে থাকবে না। সেখানে কোনো পাহাড় পর্বতও থাকবে না। কোথাও যাওয়ার দরকারই হবে না। এখানে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়লে রেস্ট নেয়। সত্যযুগে ক্লান্ত হয়ে পড়ার মতো কোনো পরিশ্রমের কাজই হবে না, তোমরা তখন স্বর্গবাসী হয়ে যাও। এতটুকুও কষ্ট হয় না। অতএব এখন বাচ্চাদের বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে।

বাবা বলেন - মিষ্টি আদরের বাচ্চারা, শরীর নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করতে থাকো। স্কুলে স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে তারপর বাড়িতে ফিরে আবার পড়াশোনা করে। ঘরের কাজকর্মও করে। এও সেইরকমই। এই পড়াশোনাতে তোমাদের কোনো কষ্ট নেই। সেই পড়াশোনাতে কতো গুলো সাবজেক্ট থাকে। এখানে তো একটাই পাঠ আর একটাই পয়েন্ট - মন্বনাভব। এতে তোমাদের পাশ নাশ হবে। ভগবানুবাচ রয়েছে না ! ওরা মনে করে গীতা ; ভগবান দ্বাপরে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বাপরে শুনিয়ে কী করবেন ? কৃষ্ণের চিত্রের উপরে খুব ভালো ভালো কথা লেখাও রয়েছে। এই যুদ্ধ তো কেবল একটা নিমিত্ত। সবাই মরবে, তবেই তো আবার মুক্তি - জীবনমুক্তিতে যাবে। তাও কী সবাই যুদ্ধে মরবে ! অনেক রকমের দুর্যোগ হবে। বাচ্চাদের কোনো দুঃখ হওয়া উচিত নয়। কারো যখন হার্টফেল হয় তাতে কোনো দুঃখ হয় না। মৃত্যু হলে এই রকম মৃত্যু। বসে বসেই হার্টফেল, সব শেষ। যতক্ষণে ডাক্তার আসবে, আত্মা বেরিয়ে যাবে। এখন তো সকলের মৃত্যু নিশ্চিত। তখন না হাসপাতাল, না ডাক্তার থাকবে। না ক্রিয়াকর্ম করার মতো কেউ থাকবে। কিছুই থাকবে না। সকলের প্রাণ শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। মুশলধারে বৃষ্টি হবে। মৃত্যু হতে খোড়াই কোনো টাইম লাগবে ! এমন বম্বস্ বানাতে চেষ্টা করছে যাতে ফট করে মানুষের মৃত্যু হয়। এমন এমন সব বম্বস্ বানাতে থাকে। বম্বসের ইম্প্রুফমেন্ট করতে থাকে। এ'সব ড্রামাতে রয়েছে। ড্রামাতে পূর্ব থেকে রচিত খেলা রয়েছে, কল্প কল্প বিনাশ হয়ে থাকে। সত্যযুগে তোমাদের এই জ্ঞান থাকবে না। বাবাকেই এসে জ্ঞান প্রদান করতে হবে। স্থাপনা হয়ে গেলে তখন জ্ঞানের কথাই আর থাকে না। তারপর যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন ভক্তি শুরু হয়। এখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়। এখন তোমাদেরকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হলেই সুখধাম শান্তিধামে যেতে পারবে। চার্ট রাখতে হয়। এটা তো তোমরা বুঝে গেছো যে - বাবাকে স্মরণ করে আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান এখানে হতে হবে। এই রকম কোনো শাস্ত্র ইত্যাদিতে লেখা নেই। বাচ্চারা গীতা শুনেছে - অবশেষে সেই দিন এল আজ.... যখন ভারতবাসী রাজাদেরও রাজা হয়। রাজাদেরও রাজা অথবা মহারাজা হয়। এরপর ত্রেতাতে হয় - রাজা - রানী। তারপর যারা পূজ্য রাজা রানী ছিলেন, তারা দ্বাপরে বাম মার্গে এসে পূজারী হয়ে যায়। নিজে পূজ্য নিজেই পূজারী হয়ে যায়। বাবা বলেন, আমি পূজারী হই না। দেবতার পূজ্য হয়, আমি হই না। না পূজারী হই। ভারতবাসী দেবী দেবতাদের মন্দির বানিয়ে তাদের পূজা করে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ যারা পূর্বে পূজ্য ছিলেন পুনরায় ভক্তি মার্গে গিয়ে তারাই শিব বাবার পূজারী হয়ে যায়। যে শিব বাবা মহারাজা মহারানী বানিয়েছিল, তাঁরই মন্দির বানিয়ে তারপর পূজা করতে থাকে। বিকারী কেউ ফট করে হয়ে যায় না। ধীরে-ধীরে তৈরী হয়। নিশানও দেবতাদের বাম মার্গের দেখায়। যারা পূজ্য লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন তারাই পুনরায় পূজারী হয়ে যায়। সবার প্রথমে শিবের মন্দির বানায়। সেই সময় তো হিরেকে কেটে কেটে শিব লিঙ্গ বানায় পূজা করবার জন্য। এটা কারোরই জানা নেই যে, পরমাত্মা হলেন ছোট্ট একটা বিন্দু। এটা তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, বড় লিঙ্গ হয় না। মন্দির

তো অনেক অনেক বানাবে। রাজাকে দেখে প্রজারাও এই রকম করবে। সবার প্রথমে শিব বাবার পূজা হয়। তাকে বলা হয় অব্যভিচারী সতোপ্রধান পূজা। এরপর রজো, তমো'তে আসে। তোমরা রজো, তমো'তে আসো, তাই নামও হিন্দু রেখে দিয়েছে। আদতে ছিল দেবী দেবতা। বাবা বলেন তোমরা আসলে হলে দেবী দেবতা ধর্মের। কিন্তু তোমরা অনেক পতিত হয়ে গেছ। সেইজন্য নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। কেননা অপবিত্র যে। হিন্দু নাম তো অনেক পরে রাখা হয়েছে।

এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরাই পূজনীয় ছিলাম। এখন সঙ্গমযুগে পূজনীয়ও নয় আর পূজারীও নয়! তোমরা কী করছো? শ্রীমত অনুসারে পূজনীয় হচ্ছে এবং অন্যদেরকেও বানাচ্ছে। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমরা আত্মারা পবিত্র হচ্ছে। সম্পূর্ণ পবিত্র হলে এই পুরানো শরীর ছাড়তে হবে। বাবা বলেন, একদম সহজ। বৃদ্ধা মাতাদের হয়তো ধারণা হয় না। বাবা বলেন - এটা তো বুঝতে পারো যে আমরা আত্মা। আত্মার মধ্যেই ভালো অথবা খারাপ সংস্কার থাকে। আত্মারা যে কর্ম করে, পরের জন্মে তার ফল ভোগ করতে হয়। বাবাও আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা আত্ম-অভিমানী হও। নিরাকার শিববাবা নিরাকার আত্মাদেরকে পড়ান। নিরাকার বাবার মধ্যে জ্ঞানের সংস্কার আছে। ঔঁনার শরীর নেই। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। ঔঁনার মধ্যে সকল গুণ আছে। বাবা বলেন আমি এসে তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাই। কতো সহজ যুক্তি। একটাই শব্দ - মন্মুনা ভব অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনষ্ট হবে। এটাও জানো যে আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি। তারপর সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্য এবং শেষে শূদ্রবংশী হবো। আমরাই এই ৮৪ জন্মের চক্রে আসব। উপর থেকে নীচে নামব, তারপর বাবা আসবেন। বরাবর এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হতে থাকে। এই সৃষ্টি পুরানো হলে আবার বাবা আসেন নতুন বানানোর জন্য। এটা তো বুদ্ধিতে ঢোকে, তাই না? এই চক্রকে বুদ্ধিতে ঘোরানো দরকার। এখন তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে যাও, যার ফলে ওখানে গিয়ে আবার চক্রবর্তী রাজা হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রীমতের দ্বারা পূজনীয় হতে হবে। আত্মার মধ্যে যে খারাপ সংস্কার এসে গেছে, তা জ্ঞান যোগের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে।

২) শরীর নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করতে করতেও পড়াশোনা করতে হবে এবং অন্যকেও পড়াতে হবে। যোগবলের দ্বারা পবিত্র হয়ে রাজপদ নিতে হবে।

বরদান:- দুঃখের দুনিয়ার কাছে থেকেও নিজেকে বেগমপুরের বাদশাহ অনুভব করে অষ্টশক্তির স্বরূপ ভব এখনই তোমাদের দুঃখ এবং সুখের জ্ঞান আছে। দুঃখের দুনিয়ার সামনে থেকেও সর্বদা নিজেকে বেগমপুরের বাদশাহ অনুভব করা - এটাই অষ্ট শক্তির স্বরূপ, কর্মেন্দ্রিয়জিৎ বাচ্চাদের লক্ষ্মণ। এখনই বাবার দ্বারা সর্বশক্তির প্রাপ্তি হয় কিন্তু কোনো না কোনো সঙ্গদোষ বা কর্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে যদি নিজের শক্তিকে হারিয়ে ফেলো তাহলে বেগমপুরের যে নেশা বা খুশি তোমরা পেয়েছো, তা স্বাভাবিক ভাবেই হারিয়ে যাবে। তখন বেগমপুরের বাদশাহও কাঙাল হয়ে যায়।

স্লোগান:- দুটতার শক্তি সর্বদা সঙ্গে থাকলে সফলতা গলার হার হয়ে যায়।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ভুল ত্রুটি সঠিক করেন অর্থাৎ ভাগ্য নির্মাণ করেন একমাত্র বাবা, উনি তোমাদের নলেজ প্রদান করে ভাগ্যবান বানান”

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের এই রুহানী ভাঙির একটি নিয়ম আছে, সেইটি কি ?

*উত্তর:- রুহানী ভাঙি অর্থাৎ আত্মিক ভাঙিতে অর্থাৎ স্মরণের যাত্রায় বসে কখনও এদিক ওদিকের চিন্তন করবে না, একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যদি বুদ্ধি চারিদিকে বিচরণ করে তবে ঘুমে আচ্ছন্ন হবে, ঝিমোবে, তাতে বায়ুমন্ডল খারাপ হয়। তোমরা নিজের ক্ষতি কর।

*গীত:- হৃদয়ের ভরসা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গানের দুটি শব্দ শুনলো। বাচ্চাদের সতর্ক করা হয়। এই সময় সকলের ভাগ্য হল ত্রুটিপূর্ণ - শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের সঠিক আছে। তোমাদের ভাগ্য এখন সঠিক হচ্ছে। বাবাকে বলা হয় ভাগ্য নির্মাণকারী। তোমরা জানো শিববাবা হলেন অতি মিষ্টি। বাবা শব্দটি খুব মিষ্টি। বাবার কাছে সব আত্মারা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করে। লৌকিক পিতার কাছে পুত্র সন্তানদের সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়, কন্যা সন্তানদের হয় না। এখানে পুত্র কন্যা সবাই হল স্বর্গ প্রাপ্তির অধিকারী। বাবা পড়ান আত্মাদের অর্থাৎ নিজের সন্তানদের । আত্মা বুঝতে পারে আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। যথাযথভাবে ব্রাদারহুড বলা হয় তাইনা। এক ভগবানের সন্তান হয়ে এত লড়াই ঝগড়া কেন করে ? সবাই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে। অনেক ধর্ম, অনেক মতামত এবং মুখ্য কথা হল রাবণের রাজ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে কারণ বিকারের প্রবেশ রয়েছে। কাম বিকারের উপরেও অনেক লড়াই ঝগড়া হয়। এমন অনেক রাজাদের যুদ্ধ হয়েছে। কাম বিকারের জন্য যুদ্ধ করেছে। অনেকে খুশী হয়। কারো সঙ্গে মনের সংযোগ হলে প্রাণেও মেরে দেয়। কাম হল মহাশত্রু। ক্রোধ থাকলে তো তাকে ক্রোধী বা ক্রোধযুক্ত বলা হবে। লোভ থাকলে লোভী বলা হবে। কিন্তু যে কামী হবে তাদের অনেক নাম রাখা হয়েছে তাই বলা হয় - অমৃত পান না করে বিষ পান কেন করবে। শাস্ত্রে অমৃত নাম লেখা আছে। দেখানো হয় সাগর মন্ডন হয়েছে তো অমৃত কলস বেরিয়েছে। সেই কলস লক্ষ্মীকে দেওয়া হয়েছে। কত রকমের কাহিনী আছে। এতেও সবচেয়ে বড় কথা হল সর্বব্যাপী, গীতার ভগবান কে এবং পতিত-পাবন কে ? প্রদর্শনীতে মুখ্য এই চিত্র গুলিকেই বোঝানো হয়। পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর এবং তাঁর থেকে বের হয়েছে জ্ঞান গঙ্গা বা সাধারণ জলের নদী বা সাগর ? কত ভালো কথা বোঝানো হয়। বাবা বসে বোঝান - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের পবিত্র করেছেন কে ? ভুল ত্রুটি সঠিক করেছেন কে ? উনি পতিত-পাবন, তিনি কখন আসেন ? এই খেলাটি কেমন বানানো হয়েছে ? কেউ সে কথা জানেনা। বাবাকে বলাই হয় নলেজফুল, ব্লিসফুল, পীসফুল। গায়ন করাও হয় - ভুল ত্রুটি সঠিক করেন একমাত্র বাবা। এই কথা তো বুঝেছো - রাবণ আমাদের ত্রুটিপূর্ণ বানিয়েছে। এই খেলাটি হল হার-জিতের খেলা। রাবণকে তোমরা চেনো যাকে ভারতবাসী প্রতি বছর দাহ করে। এই রাবণ হল ভারতের শত্রু। ভারতেই প্রতি বছর দহন করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো কবে থেকে রাবণকে দহন করছে ? তো বলবে এই দহন প্রক্রিয়া তো অনাদি রূপে প্রচলিত, যখন থেকে সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। শাস্ত্রে যা পড়েছে সত্য সত্য বলে এসেছে। মুখ্য ভুল হল ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা। বাবা বলেন এই কথাটি কারো ভুল নয়! এইরূপ ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। এই হল হার জিতের খেলা। মায়ার কাছে হারলে হার, মায়াকে জয় করলেই জিত। মায়ার কাছে কীভাবে হেরে যাও, সে কথাও বোঝানো হয়। পুরো অর্ধকল্প রাবণের রাজত্ব চলে। এক সেকেন্ডের তফাৎ নেই। রাম রাজ্যের স্থাপনা এবং রাবণ রাজ্যের বিনাশ। সব নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী চলে। সত্যযুগে রাবণের লক্ষা নেই। লক্ষা তো বৌদ্ধ ধর্মের ভূখন্ড। শিক্ষিতদের বুদ্ধিতে থাকে লন্ডন আছে এইদিকে, আমেরিকা আছে এইদিকে। শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধির তালা খুলে যায়, বুদ্ধিতে জ্ঞানের আলো আসে। একেই বলা হয় জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র। বুদ্ধা মাতারা অনেক কথা বুঝতে পারে না। তাদেরকে একটি মুখ্য কথা ধারণ করতে হবে, যা শেষ সময়ে কাজে আসবে। মানুষ তো অনেক শাস্ত্র পাঠ করে। শেষে যদিও একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় রাম-রাম বোলো। এমন তো বলে না শাস্ত্র শোনাও, বেদ পাঠ করে শোনাও। শেষ কালে বলবে রামকে স্মরণ করো। যারা ম্যাক্সিমাম সময় যা চিন্তন করে, শেষ সময়ে সেই চিন্তাই আসবে। এখন বিনাশ তো সবারই হবে। তোমরা জানো সবাই কাকে স্মরণ করবে ? কেউ কৃষ্ণকে, কেউ নিজের গুরুকে স্মরণ করবে। কেউ নিজের দেহের আত্মীয় স্বজনদের স্মরণ করবে। দেহকে স্মরণ করলেই খেলা শেষ। এখানে তোমাদের একটা কথা বোঝানো হয় যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। চার্ট লেখো যে আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করি। যত স্মরণ করবে, পবিত্র হতে থাকবে। এমন নয় গঙ্গায় গিয়ে স্নান করলে পবিত্র হবে।

আল্লামার কথা তাইনা। আল্লামা ই হল পতিত, আল্লামা ই পবিত্র হয় তাইনা। বাবা বুঝিয়েছেন - আল্লামা হল একটি স্টার বিন্দু স্বরূপ। ঋ যুগলের মাঝখানে অবস্থিত। বলা হয় আল্লামা স্টার হল অতি সূক্ষ্ম। তোমরা বাচ্চারা এইসব কথা বুঝতে পারো। বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। তারা কল্প শব্দটি বাদ দিয়ে যুগে যুগে লিখে দিয়েছে। তো মানুষ উল্টো বুঝেছে। আমি বলেছি যে প্রতি কল্পে সঙ্গম যুগে আসি। ঘোর অন্ধকার এবং সম্পূর্ণ আলোকময় স্থিতির সঙ্গমে। বাকি যুগে-যুগে আসার তো দরকার নেই। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছে। আল্লামারা যখন পুরোপুরি ৮৪ জন্মের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায় তখন বাবা আসেন। এই জ্ঞান হল সম্পূর্ণ দুনিয়ার জন্য। সন্ন্যাসীরা বলে এদের চিত্র গুলি হল কল্পনা। কিন্তু কল্পনার তো কোনো কথা নেই। এই কথা সবাইকে বোঝানো হয়, নাহলে মানুষ জানবে কীভাবে তাই এই চিত্র গুলি বানানো হয়েছে। এই প্রদর্শনী দেশে বিদেশে অসংখ্য বার আয়োজিত হবে। বাবা বলেন ভারতবাসী বাচ্চারা অনেক আছে। সবাই তো হল সন্তান তাই না। এই হল অনেক ধর্মের বৃক্ষ। বাবা বসে বোঝান - সবাই কাম চিতায় বসে পুড়ে মরেছে। সত্য যুগে যারা প্রথমে আসে, তারা ই প্রথমে দ্বাপরে এসে কাম অগ্নিতে পুড়ে কালো হয়। এখন সবার সদগতি হবে। তোমরা হয়েছেো নিমিত্ত স্বরূপ। তোমাদের পরে তাদের সদগতি হবে। বাবা কতখানি সহজ করে বোঝান। বলেন শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। আল্লামাই দুর্গতি প্রাপ্ত করেছে। আল্লামা পতিত হলে শরীরও এমন প্রাপ্ত হয়। আল্লামাকে পবিত্র করার যুক্তি বাবা খুব সহজ করে বলে দেন।

ত্রিমূর্তির চিত্রে ব্রহ্মার (দাদা লেখরাজের) চিত্র দেখে মানুষ হায়-হায় করে। এনাকে ব্রহ্মা কেন বলা হয়েছে ? ব্রহ্মা তো হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী দেবতা, এখানে কীভাবে এসেছেন ? দাদা লেখরাজ তো খুব বিখ্যাত ছিলেন। সংবাদপত্রে সর্বত্র লেখা হয়েছিল, এক জহুরী বলছে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ, আমার ১৬ হাজার ১০৮ রানী চাই। খুব ঝগাট হয়েছিল, হরণ নিয়ে। এবারে এক একজনকে বোঝাবে কে। এত মানুষ আছে। আবুতে কেউ এলে তাদেরকে বলে তোমরা ব্রহ্মা কুমারীর কাছে এসেছো নাকি! তারা তো জাদু করে দেয়। স্ত্রী-পুরুষকে ভাই-বোন বলে দেয়। বিরাট মাপের কথা বলে মাথা খারাপ করে দেয়। বাবা বলেন তোমরা আমাকে জ্ঞানের সাগর ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বোলো। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান, সব বেদ শাস্ত্রের জ্ঞাতা। বড় বিদ্বানদের অথরিটি বলা হয়। কারণ তারা সব বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে তারপরে বেনারসে গিয়ে টাইটেল প্রাপ্ত করে। মহা-মহোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী ১০৮ সরস্বতী এই সব টাইটেল সেখানে প্রাপ্ত হয়। যে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হয় তার টাইটেলও বিশাল হয়। শাস্ত্রে জনকের উদ্দেশ্যে লেখা আছে। উনি বলেন সত্য ব্রহ্ম জ্ঞান কেউ আমাকে শোনাও। কত রকমের কাহিনী বসে বানিয়েছে। শঙ্কর কাহিনী শুনিয়েছেন পার্বতীকে, বাস্তুবে ছিল শিব, তারা নাম লিখে দিয়েছে শঙ্কর পার্বতী। ভাগবত ইত্যাদিতে সব এই সময়ের কথা লেখা আছে। পরে কাহিনী বলেছে, তার স্মরণে এসেছে - রাজাকে গিয়ে এই জ্ঞান দান করি। বাবাও বোঝান - গিয়ে রাজাদের জ্ঞান দাও। তোমরা ই সূর্য বংশী ছিলে তারপরে চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী, শূদ্রবংশী হয়েছেো। তোমাদের রাজধানী শেষ হয়েছেো। এখন পুনরায় সূর্য বংশী রাজধানী নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করতে বাবা এসেছেন। এসে পুনরায় অসীমের স্বরাজ্য প্রাপ্ত করো। রাজাদের কাছে অনেক চিঠি যায় কিন্তু রাজার কাছে পৌঁছায় না। প্রাইভেট সেক্রেটারি চিঠি গুলি দেখে। কত চিঠি ফেলে দেয়। কোনো চিঠিতে খুব জরুরি কথা লেখা থাকলে রাজাকে দেখায়। শাস্ত্রে বলে - অষ্টাবক্র মুনি রাজা জনককে সেকেন্ডে জীবনমুক্তির সাফাংকার করিয়েছেন। সে কথাও বর্তমানের। এখন বাবা কত ভালো করে বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন। যারা কিছু বুঝবে না, তারা এদিকে ওদিকে দেখবে। বাবা বোঝেন - তাদের বুদ্ধিতে কিছু ঢুকছে না। বাবা চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন - সবাই ভালো ভাবে শুনছে। তাদের বুদ্ধি বাইরে বিচরণ করছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে বসে আছে। জ্ঞান বুদ্ধিতে না ঢুকলে ক্লাসে বসে ঝিমোবে, ক্ষতি হবে। করাচীতে এই বাচ্চাদের ভাটি ছিল। কেউ ঘুমে আচ্ছন্ন হলে তো তাকে তৎক্ষণাৎ বাইরে বের করা হতো। বসতো সবাই আপন, বাইরের কেউ আসতো না। শুরুতে এদের অনেক পার্ট চলেছে। খুব লম্বা ইতিহাস। শুরুতে কুমারীরা ধ্যান মগ্ন হয়ে যেত। এখনও বলে জাদু করা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জাদুকর। শিববাবা দেখেন - এই আল্লামার খুব ভালোবাসা আছে, তো দেখা মাত্র ই ধ্যান মগ্ন হয়ে যায়। বৈকুণ্ঠ তো ভারতবাসীদের খুবই প্রিয়। কেউ মরলে বলে বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছেো, স্বর্গবাসী হয়েছেো। এখন এই জগৎ হল নরক। সবাই নরকবাসী হয়ে আছে, তাই তো বলে স্বর্গবাসী হয়েছেো। কিন্তু স্বর্গে তো কেউ যায় না। এখন শুধু তোমরা জানো আমরা স্বর্গবাসী ছিলাম তারপরে ৮৪ জন্ম নিয়ে নরকবাসী হই। এখন বাবা পুনরায় স্বর্গবাসী বানাচ্ছেন। স্বর্গে আছে রাজধানী। রাজধানীতে অনেক পদ মর্যাদা আছে। পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। তোমরা জানো এই মাঙ্গা বাবা হলেন ভবিষ্যতের লক্ষ্মী-নারায়ণ। এখন পুরুষার্থ করছেন, তাই বলা হয় ফলো মাদার-ফাদার। তারা যেমন পুরুষার্থ করেছেন, তোমরাও করো। এরাও স্মরণে থাকেন, স্ব দর্শন চক্রধারী হন। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো এবং স্বর্গ কে স্মরণ করো। ত্রিকালদর্শী হও। এই সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে তোমাদের, এতেই তৎপর থাকো, অন্যদের বোঝাতে

থাকো। এই সার্ভিসে ব্যস্ত থাকলে অন্য কোনো কর্ম স্মরণে থাকবে না। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা
ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্যযুগে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে। তাদের মতন পুরুষার্থ করতে হবে।
সেবায় তৎপর থাকতে হবে। একাগ্র হয়ে পড়াশোনা করতে হবে।

২) স্মরণের প্রকৃত সত্য চাট রাখতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দেহ বা দেহধারীদের
স্মরণ করবে না।

বরদানঃ:- সদা সাথী ভাবের স্মৃতি এবং সাক্ষী স্টেজের অনুভবকারী শিবময়ী শক্তি স্বরূপ কণ্ঠাইন্ড ভব
যেমন আত্মা ও শরীর দুটি একসাথে আছে, যতক্ষণ এই সৃষ্টিতে পার্ট আছে ততক্ষণ আলাদা হওয়া সম্ভব
নয়, তেমনই শিব ও শক্তি দুইয়ের এমন গভীর সম্বন্ধ আছে। যে আত্মা সর্বদা শিবময়ী শক্তি স্বরূপে স্থির
হয়ে চলে তার একাগ্র স্থিতিতে মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। সেই আত্মা সর্বদা সাথী ভাব ও সাক্ষী
স্টেজের অনুভব করে। এমন অনুভব হয় যেন কেউ সাকারে সঙ্গে আছে।

স্লোগানঃ:- নির্বিঘ্ন এবং একরস স্থিতির অনুভব করার জন্য একাগ্র হওয়ার প্র্যাক্টিস করো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজ স্বধর্মে স্থিত হয়ে একে অপরকে ওম্ শান্তি বলো - এও একে অপরকে রিগার্ড দেওয়াই হল”

*প্রশ্ন:- ভক্তিতেও ভগবানকে ভোগ নিবেদন করে, এখানে বাচ্চারা তোমরাও নিবেদন করো - এই প্রথা কেন ?

*উত্তর:- কেননা এও হল তাঁর প্রতি রিগার্ড রাখা। যদিও তোমরা জানো যে, শিববাবা হলেন নিরাকার, অভোক্তা। তিনি খান না, কিন্তু সুবাস তো পৌঁছায়। সকলের সঙ্গতি দাতা, পতিত পাবন বাবা তিনি। অতএব ভোগও অবশ্যই তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত।

*গীত:- আমাদের তীর্থ হল অনুপম....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের অন্তরে উঠেছে ওম্ শান্তি। যেমন কাউকে বলা হয় নমস্কার। সেও তো রিটার্নে বলে নমস্কার। এখানে বাবা বলেন - ওম্ শান্তি । তাই সব বাচ্চারা এনার আত্মা সহ সকলের অন্তরে আসবে ওম্ শান্তি অর্থাৎ আমরা আত্মারা হলাম শান্ত স্বরূপ । রেসপন্স তো করা উচিত, তাই না ! এটা রেসপন্সই তো হল। অন্য কেউই অর্থ সহ এইরকম বলতে পারবে না। বাবা, জ্ঞান সূর্যও বলেন ওম্ শান্তি। জ্ঞান চন্দ্রমাও বলেন ওম্ শান্তি। জ্ঞান নক্ষত্রাও বলে ওম্ শান্তি। নক্ষত্রদের মধ্যে সবাই এসে গেল। এখন বাচ্চারা তোমাদের নিজেদের স্বধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছে যে, আমরা হলাম শান্ত স্বরূপ আর শান্তি ধামের অধিবাসী। এই নিশ্চয় তোমাদের হয়েছে। খুব ভালো ভাবে তোমরা আত্মাকে জানো। বরাবর বলাও হয়ে থাকে, মহান আত্মা, পাপ আত্মা। আত্মাই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। কিন্তু আত্মার যথার্থ পরিচয় কারো কাছেই নেই। আমরা আত্মারা খুব ছোট্ট। ৮৪ জন্মের পাট প্লে করে। এটা না তোমাদের জানা ছিল আর না কেউ জানে। এখন তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে রয়েছে। বাবাকে তোমরা আপন করে থাকো। বাচ্চারা বাবাকে আপন বানায় উত্তরাধিকারের নেওয়ার জন্য।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা আত্মাদের অসীম জগতের পিতা এই ব্রহ্মা তনে এসেছেন, ব্রহ্মা তনে এসে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। কল্প পূর্বেও আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম অর্থাৎ সূর্যবংশী রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। এই স্থাপনার কার্য কল্প কল্প বাবাই করে থাকেন, যাকে ভগবান বলা হয়। ভগবান বাবার কাছে সবাই চায় যে, দুঃখ হরণ করো, সুখ দাও। যখন সুখ প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন চাওয়ার আর দরকার থাকে না। এখানে তো চায়, কারণ দুঃখ রয়েছে। সেখানে কিছুই চাইবার দরকারই হয় না। কেননা বাবা সব কিছুই দিয়ে যান, সেইজন্য সত্যযুগে কেউই বাবাকে স্মরণ করে না। বাবা বোঝান য, বাচ্চাদেরকে আমি সুখধামের মালিক বানাই। তোমরা বাচ্চারা জানো - এই বাবার থেকে আমরা আবারও সুখধামের উত্তরাধিকার নিষি। বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখ নিষি। তোমাদেরকে বোঝানো হয় ভক্তি মার্গ কীভাবে চলছে। মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃষ্ণের উৎপত্তি, পালন এবং সংহার কীভাবে হয় বা ড্রামার আদি - মধ্য - অন্ত কী। এটা হল সাকারী দুনিয়া, ওটা হল নিরাকারী। বাচ্চারা বুঝে গেছে যে, আমরা পুরো অর্ধ কল্প হল ভক্তির। এখন হল কলিযুগের অন্ত। অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তই হয় সঙ্গমযুগে। এটা বাচ্চাদের খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে। এখন আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি, এটা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। অন্যরা কেউ বুঝবে না। যতক্ষণ না তাদেরকে পরিচয় দেওয়া হবে । সঙ্গমযুগ অবশ্যই আসে, যখন পুরানো দুনিয়া বদলে নতুন হয়ে থাকে। এ'সমস্তই হল পুরানো দুনিয়া, একে বলা হয় আয়রন এজ। এটাও তোমরা জানো যে - প্রথম প্রথম সমগ্র দুনিয়াতে একটিই ধর্ম থাকে। নতুন দুনিয়াতে ভারত খন্ডই কেবল থাকে, অল্প পরিমাণ মানুষ থাকে। নতুন দুনিয়াকেই স্বর্গ বলা হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, নতুন দুনিয়াতে নতুন ভারত ছিল। এখন পুরানো দুনিয়াতে পুরানো ভারত। গান্ধীও বলতেন নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত হোক, নতুন দিল্লি হোক। এখন নতুন ভারত বা নতুন দিল্লি নেই। নব ভারতে তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন সেই ভারতেই রাবণ রাজ্য। এটাও লেখা উচিত - নতুন দুনিয়া, নতুন দিল্লি। এত সময় থেকে এত সময় পর্যন্ত এদের রাজত্ব ছিল। এ'সব বুঝতে সে-ই পারবে যে নতুন দুনিয়ার নির্মাণকারী হবে। ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্বর্গ স্থাপন করে থাকো, যে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য তোমরা এসে থাকো। বাবা তোমাদেরকে যুক্তি বলে দিচ্ছেন অথবা পুরুষার্থ করচ্ছেন। সম্মুখেও তোমরা মিলিত এসে থাকো অথবা ওখানে বসেও পাঠ পড়ছো। মন চায় গিয়ে মিলিত হই। তারা সম্মুখে মিলিত হয় মানুষ, মানুষের সাথে। এখানে তোমরা বলবে আমরা যাই - শিব বাবার সাথে মিলিত হতে। বলবে তিনি তো হলেন নিরাকার। আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার। আমরাও এখানে পাট প্লে করতে আসি। যার নাম রয়েছে, সে তো নিশ্চয়ই পাটধারণকারীও হবে। ভগবানেরও তো নাম আছে না ! নিরাকার শিবকেই ভগবান বলা হয় আর কাউকেই ভগবান বলা

যাবে না। ভগবান হলেন নিরাকার, এইরকমই বলা হয়ে থাকে। ঔনার পূজা হয়ে থাকে, আত্মাদেরও পূজা হয়। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করা হয় না ! তারা মাটির শালগ্রাম তৈরী করে। পাথরের বানাও কিম্বা মাটির। মাটির হলে ভেঙে আবার গড়া সহজ। জগতের লোক তো এ'সব কথা জানে না। রুদ্র যজ্ঞে কত কত আত্মাদের পূজা করা সম্ভব। বাম্বা তো অনেক রয়েছে। সব ভক্তই হল ভগবানের সন্তান, বাবাকে স্মরণ করে। বাবা বাম্বাদেরকে বুঝিয়েছেন - শিব বাবা আসেনি ভারতে। তোমরা অল্প সংখ্যক বাম্বারা যারা ঔনাকে সহায়তা করো, তোমরা খুদাই খিদমদগার হও, তাদেরই পূজা ভক্তরা শালগ্রাম বানিয়ে করে থাকে, যজ্ঞ যারা রচনা করে, সেটা ছোট যজ্ঞও হয়, বড়ও হয়। বড় বড় বিত্তবানরা বড় যজ্ঞ রচনা করে। লাখ লাখ বানায়। ছোট যজ্ঞ হলে তখন ৫ - ১০ হাজার বানাবে। যেমন যেমন বিত্তবান সেই অনুসারে তত পরিমাণ শালগ্রাম বানাবে। শিব একটি বাকি হল শালগ্রাম, সেই পরিমাণ ব্রাহ্মণও তো চাই। তোমরা অনেকেই যজ্ঞ দেখে থাকবে। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের অর্থাৎ বাম্বাদের সেবা করেন, আমরা তারপর অন্যদের সেবা করি, সেইজন্যই পূজা হয়। এখন তোমরা পূজ্য হয়ে ওঠো। আত্মা বলে বাবা তুমি তো সদাই পূজ্য। আমাদেরকেও পূজ্য বানাচ্ছ। তোমরা পূজ্য আত্মারা শরীর গ্রহণ করলে বলা হবে পূজ্য দেব দেবী। আত্মাই পূজ্য অথবা পূজারী হয়। বাবা আসেনই এক বারই। তারপর আর কখনো (পুরো কল্পে) বাবা আত্মাদেরকে পড়াবেন - সেটা হবেই না। আত্মাই শোনে। যেমন আত্মা শরীরের দ্বারা শোনে, তেমনি পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রীম আত্মাও শরীরের আধার নিয়ে এনার (ব্রহ্মা বাবা) দ্বারা শোনে। এনার দ্বারা তোমাদেরকে রাজযোগ শেখান। ঔনার তো নিজের শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও নিজদের সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে। এখানে তো সকলের নিজের নিজের শরীর রয়েছে। এটা হলি সাকারী জগৎ। শিববাবা হলেন নিরাকার। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সূতের সাগর, ভালোবাসার সাগরও তিনি। তিনি এসে সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র বানান। এর মধ্যে প্রেরণার কোনো ব্যাপার নেই। আমাকে যদি প্রেরণার দ্বারা বানাতে হত, তবে এখানে এসে রথ নেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল। শিবের মন্দিরের সামনে ষাঁড় রাখা হয়। মানুষের বুদ্ধি একেবারেই প্রস্তরবুদ্ধি হয়ে যাওয়াতে কারণে কিছুই বুঝতে পারে না। ষাঁড়কে শিবের সামনে কেন রাখা হয়েছে ? গোশালা নাম তো শুনেছি, রেখে দিয়েছে ষাঁড়। এখন কথা হল ষাঁড়ের উপরে কে সওয়ার হয়েছে ! কৃষ্ণের আত্মা তো সত্যযুগে থাকে। তার কি ঠেকা পড়েছে যে জানোয়ারের উপরে গিয়ে বসবে। মানুষ কিছুই বোঝে না। দ্রৌপদীও কী একজনই ছিল নাকি। এইরকম অনেক আছে যারা ডাকতে থাকে। তারা তো একটা নাটক বানিয়ে দিয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বস্ত্র দিয়েই যাচ্ছিল। কোনো অর্থই তারা বোঝেনা। এখন তোমরা বাম্বারা বুঝতে পারো যে, তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য নগ্ন হতে হবে না। কোথাকার কথা তারা কোথায় নিয়ে গেছে। ভক্তি মার্গের তো অসংখ্য কাহিনী রয়েছে। তারা বলে থাকে এই সমস্ত গল্প কথা নাকি সবই নাকি অনাদি কালের। প্রতি জন্ম ধরে শুনে আছি। অনাদি কবে থেকে শুরু হয়েছে সেটাও জানা নেই। এও জানা নেই যে, রাবণের রাজত্ব কবে থেকে শুরু হয়। সেই ব্যাপারে কোনোই বর্ণনা কোথাও নেই। তোমরা কতো সেবা করছো। আকাশের চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তো সব সময়ই আছে। সত্যযুগও আছে, এখনও আছে। এসবের অদল - বদল হতে পারে না। তোমরা এখন নিমিত্ত হয়েছ ভারতকেই পুনরায় অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসতে। ভক্তি মার্গকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা বলা হয়। তোমাদের মহিমা রয়েছে, তোমরা হলে ধরিত্রীর নক্ষত্র। নক্ষত্র থাকলে চন্দ্র সূর্যও থাকার কথা।

এ হল তোমাদের আধ্যাত্মিক (রুহানী) তীর্থ। তোমরা এমন যাত্রাতে যাও যেখান থেকে আর তোমরা এই মৃত্যু লোকে আসবে না। এখন এটা হল মৃত্যুলোক, এখানেই অমরলোক হবে। দ্বাপর থেকে মৃত্যুলোক শুরু হয়। এখন তোমরা সত্যিকারের অমরকথা শুনছো - অমরলোকে যাওয়ার জন্য। তোমরা এটা বুঝতে পারো যে আমরা আত্মাদের এই যাত্রা হল সম্পূর্ণ পৃথক। তোমরা এখানে বসে যাত্রায় গমনের পুরুষার্থ করছো। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। জগতের মানুষ যে তীর্থ যাত্রায় যায় তাতে বিকর্ম বিনাশ কোথায় হয়। শূরা পানের এমন অভ্যাস করে ফেলেছে যে লুকিয়েও নিয়ে যায়। আজকাল তো তীর্থ যাত্রাতে অনেক খারাপ খারাপ কাজও হয়। সবাই পতিত যে। যেমন ব্রাহ্মণ পতিত, তেমনি যাত্রীরাও পতিত। পান্ডারা তীর্থ যাত্রা করায়, তারা কি পবিত্র নাকি ? সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হলে তোমরা। তোমাদের আত্মা পবিত্র থাকে। স্মরণের যাত্রাতেই তোমরা পবিত্র হও। সতোপ্রধান হতে হবে। বাবা বারেবারে বাম্বাদেরকে লেখেন - মিষ্টি বাম্বারা। এটা শিব বাবা বাম্বাদেরকে লিখছেন। আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। মাত্র এই ডায়রেকশনই হল মুখ্য। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না, তখন দন্ড ভোগ করতে হবে। বাবা তো বলেন, তোমরা যেখানেই যাও না কেন এই রুহানী উপার্জন করতে পার। ওঠো বসো, খাও দাও কেবল বাবাকে স্মরণ করো। এতেই তোমাদের উপার্জন রয়েছে। বাম্বাদের জন্য তো আরো সহজ। এতে তো অ্যাটেনশন ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। শ্রীনাথের মন্দিরে শ্রীনাথের স্মরণে বসে। ভোগ নিবেদন করে। সেটা তো পাথরেরই মূর্তি না ? ভোগ তাহলে কাকে নিবেদন করা উচিত ? অধিকারী তো কেবল একমাত্র শিব বাবাই। সকলের সম্ভ্রতি দাতা পতিত পাবন কেবল তিনিই। বাবা বলেন - আমি তো

ভোগ স্বীকারই করি না। আমার সামনে ভক্তরা ভোগ রাখে, কিন্তু তারা নিজেরাই তা ভাগ করে খেয়ে নেয়। তোমরা জানো যে, শিববাবাকে ভোগ তো অবশ্যই নিবেদন করতে হবে। তারপরেই তোমরা সেটা ভাগ করে নিয়ে খাও। এ হল কাউকে সম্মান দেও। আমরা শিব বাবাকে ভোগ নিবেদন করি। শিববাবারই তো ভান্ডারা এটা যে। যার ভান্ডার তার উদ্দেশ্যে তো ভোগ অবশ্যই নিবেদন করতে হয়। তোমরা ভোগ নিবেদন করে থাকো শিব বাবাকে, খাও তো তোমরা বাচ্চারাই। এই ব্রহ্মা খান, আমি খাই না। কিন্তু সুবাস তো আসবেই, তাই না ! খুব ভালো ভোগ প্রস্তুত করেছ। এ'কথা বলবার জন্য অরগ্যাঙ্ক তো আছে, তাই না ! এই ব্রহ্মা খেতে পারেন। এই শরীর তো ওনার, তাই না ! আমি কেবল ওনার মধ্যে এসে প্রবেশ করি। কথা বলার জন্য ওনার মুখটাকেই আমি ব্যবহার করি - তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে। গোমুখ কথাটা প্রচলিত আছে না ! তোমরা জানো যে, এনার দ্বারাই বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি অ্যাডপ্ট করি। ইনি মাতা - পিতা দুটোই। কিন্তু মাতাদেরকে সামলাবে কে ? সেইজন্য সরস্বতীকে নিমিত্ত রাখা হয়েছে - ডামার প্লান অনুসারে। মাতা গুরুরও তো মহিমা প্রয়োজন, তাই না ! গুরু হিসেবে এক নম্বরে তো ইনিই প্রসিদ্ধ। গুরু ব্রহ্মা কথাটা ঠিক। যেমন বাবা তেমনই বাচ্চা। তোমরা ব্রাহ্মণরাই সত্যিকারের গুরু হয়ে থাকো। সকলকে স্বর্গের সত্যিকারের কথ দেখিয়ে থাকো। আত্মাই মুখের সাহায্যে রাস্তা বলে দেয় যে, মন্মানাভব, মধ্যাজী ভব। বাবা, মা, বাচ্চারা সকলেই সেই রাস্তার কথাই বলে। এখানে তোমরা সামনে বসে আছো তাই স্মরণে থাকে। এরপর বাড়িতে চলে গেলে অনেক বাচ্চারাই ভুলে যায়। এখানে আনন্দের অনুভব হয়, বাবার কাছে এসেছি। বাবা বলেন, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে এই যুক্তি সকলকে দেখাও যে, মুক্তিধাম, বাবাকে আর স্বর্গে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারনিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে বা বাবাকে যথাযথ রিগার্ড দিতে হবে। বাবা যদিও অভোক্তা, কিন্তু যার ভান্ডারা থেকে লাভিত পালিত হয়ে থাকো, আগে অবশ্যই তাঁকে স্বীকার করাতে হবে।

২) পূজনীয় হওয়ার জন্য খুদাই খিদমৎগার হতে হবে। বাবার সাথে সেবাতে সহযোগী হতে হবে। যখন আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র হবে, তখন তোমাদের পূজা হবে।

বরদানঃ:- নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে যথার্থ বিধির দ্বারা কর্ম সম্পাদনকারী সম্পূর্ণ সিদ্ধি স্বরূপ ভব এই সময় তোমরা সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতিটি শ্রেষ্ঠ কর্ম সমগ্র কল্পের জন্য বিধান হয়ে যায়। অতএব নিজেকে বিধানের রচয়িতা মনে করো, এতে অসতর্কতার মনোভাব স্বভাবতই বিদায় নেবে। সঙ্গমযুগে আমরা হলাম বিধানের রচয়িতা, দায়িত্বশীল আত্মা - এই নিশ্চয়ের দ্বারা প্রতিটি কর্ম করলে যথার্থ বিধির দ্বারা করা কর্মের সম্পূর্ণ সিদ্ধি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

স্লোগানঃ:- সর্বশক্তিমান বাবা সাথে থাকলে মায়া পেপার - টাইগার হয়ে যাবে।

"ব্রহ্মা মাতা-পিতার তাঁর ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের প্রতি শুভ আশাগুলি"

আজ বিশ্বের সকল আত্মাদের সর্ব আশা পূরণকারী বাপদাদা তাঁর শুভ আশাগুলির রূহানী দীপকদেরকে দেখছিলেন। যেমন বাবা সকলের শুভ আশাগুলি পূরণকারী, তো বাচ্চারও হল বাবার শুভ আশাগুলিকে পূরণকারী। বাবা বাচ্চাদের আশাগুলিকে পূর্ণ করেন, বাচ্চারা বাবার। বাচ্চাদের প্রতি বাবার শুভ আশা কী, তা কী তোমরা জানো? প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মা হল বাবার আশার দীপক। দীপক অর্থাৎ সদা জাগ্রত জ্যোতি। সদা জাগ্রত দীপক খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু যদি বারে বারে নিভু নিভু হচ্ছে আবার জ্বলে উঠছে, তবে কেমন লাগবে! বাবার সকল আশাকে পূরণকারী অর্থাৎ সদা ঝলমল করে জ্বলতে থাকা দীপকদেরকে দেখে বাপদাদাও প্রফুল্লিত হন।

আজ বাপদাদা নিজেদের মধ্যে আন্তরিক বার্তালাপ করছিলেন। বাপদাদার সামনে সর্বদা কারা থাকে? বাচ্চারা তো থাকে। তাই আন্তরিক বার্তালাপ তো বাচ্চাদেরই তো করবেন তাই না! শিব বাবা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, বাচ্চাদের প্রতি এখনও পর্যন্ত কোনও শুভ আশা রয়েছে কী? তার প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা বাবা বললেন, বাচ্চারা নশ্বর অনুক্রমে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে, স্নেহ অনুসারে, অ্যাটেনশন অনুসারে সদা বাবার শুভ আশা গুলিকে পূরণ করতে তারা অবশ্যই তৎপর, প্রত্যেকের অন্তরের উৎসাহ উদ্দীপনাও অবশ্যই রয়েছে - যখন বাবা আমাদের সকল আশা পূরণ করেছেন, তাহলে আমরাও বাবার সকল আশাকে পূরণ করেই দেখাব। কিন্তু কর্ম সম্পন্ন করে ওঠার ক্ষেত্রে নশ্বরক্রম রয়েছে। ভাবা আর করে দেখানো - এতে প্রভেদ হয়ে যায়। কোনো কোনো বাচ্চা এমনও হয়, যারা ভাবা আর করে দেখানো - দুইয়েই সমান। কিন্তু সকলে এমন নয়। যে সময় বাবার স্নেহ আর বাবার দ্বারা প্রাপ্তি গুলিকে স্মৃতিতে নিয়ে আসে যে, বাবা আমাকে কি বানিয়ে দিয়েছেন আর কী দিয়েছেন, তো স্নেহ স্বরূপ হওয়ার কারণে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনায় উড়তে থাকে যে, বাবা যা যা বলেছেন তা আমি করে দেখাব। কিন্তু যখন সেবায় বা সংগঠনে আসে অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালি করার জন্য কর্মে আসতে হয়, এই যে বলা হয়েছিল সংকল্প আর কর্ম সমান হয়ে যায় অর্থাৎ সেই উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে, আবার কখনো কর্মে আসার সময়ে সংগঠনের সংস্কার বা মায়া বা প্রকৃতির দ্বারা আগত সারকমস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) রূপী পেপার কখনো কখনো কঠিন বলে অনুভব করায়। সেইজন্য স্নেহ থাকার কারণে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সংস্কার ছিল, সেটা পরিস্থিতির কারণে, সংস্কারের কারণে প্রভেদ সৃষ্টি করে দেয়। তারপর ভাবে - এটা না হলেই ভালো হত। 'এটা যদি হত', 'ওটা যদি হত' এই চক্রাবর্তের মধ্যে চলে আসে। এটা তো হওয়ার ছিল, কিন্তু হয়ে গেল ওটা, সেই কারণে এটা হল - এটা, ওটার চক্রাবর্তের মধ্যে পড়ে যায়। সেইজন্য উৎসাহ উদ্দীপনার সংকল্প আর প্র্যাকটিক্যাল কর্মের মধ্যে পার্থক্য এসে যায়।

ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদের প্রতি তাঁর বিশেষ দুটি আশার কথা বলছিলেন। কারণ ব্রহ্মা বাবাকে তো সাথে করে নিয়ে যেতে হবে আর সাথে থাকতেও হবে। শিব বাবাই নিয়ে যাবেন কিন্তু রাজস্ব সমগ্র কল্পে তিনি সাথে তো থাকবেন না। ব্রহ্মা বাবা সাথে থাকবেন আর শিব বাবা তো সাক্ষী হয়ে দেখবেন। তফাৎ তো আছেই। ব্রহ্মা বাবার বাচ্চাদের সদাই সমান বানানোর শুভ আশা গুলি ইমার্জ হতে থাকে। এমনিতে বাপদাদা দু'জনেরই দায়িত্ব, কিন্তু যেহেতু সাকার লোকে রচয়িতা তিনি, সেইজন্য সাকার রচয়িতার সাকার রচনার প্রতি স্নেহ স্বভাবতই থাকে। আগেও বলেছি না - বাচ্চা তো মা বাবা দু'জনেরই, তবুও বাচ্চার প্রতি মায়ের স্নেহ সহজাতভাবে বেশীই থাকে। কেননা মা'ই তো বাচ্চাকে লালন পালন করে। বাচ্চাদেরকে বাবার মতো গড়ে তোলেন তো মা'ই। সেইজন্যই তো মা এর মমতার কথা বলা হয়। এ হল শুদ্ধ মমতা, মোহ যুক্ত নয়, বিকার যুক্ত নয়। যেখানে মোহ থাকে সেখানে দুশ্চিন্তা থাকে আর যেখানে রূহানী মমতা বলো বা স্নেহ বলো - সেটা যদি থাকে, তবে বাচ্চাদের জন্য মায়ের তখন গর্ব হবে, দুশ্চিন্তা নয়। অতএব ব্রহ্মা মা বলো কিম্বা বাবা বলো - দুই রূপেই বাচ্চাদের প্রতি কীরূপ বিশেষ আশা রেখে থাকেন? এক তো বাবা হিসেবে আশা রয়েছে আর দ্বিতীয় হল ব্রাহ্মণ পরিবারের হিসেবে শুভ আশা রয়েছে। বাবার প্রতি শুভ আশা হল যে - যেমন বাপদাদা সাক্ষীও আবার সাক্ষীও, তেমনি বাপদাদার মতো সাক্ষী আর সাক্ষী, সময় অনুসারে দুটি ভূমিকাই সর্বদা পালনকারী মহান আত্মা যাতে হয়। অতএব বাবা হিসেবে শুভ আশা হল - বাপদাদার মতো সাক্ষী আর সাক্ষী যাতে হয়।

একটি বিষয়ে বাপদাদা উভয়েই বাচ্চাদের প্রতি পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট, সেটা কী? প্রতিটি বাচ্চার বাপদাদার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা রয়েছে, বাপদাদার প্রতি স্নেহ কখনোই ছিল হয় না আর স্নেহের কারণেই শক্তিশালী হয়েই হোক কিম্বা যথা শক্তি

হোক ধারণ করে চলেছে। ব্রাহ্মণ আত্মা রূপী মুক্তো হয়ে স্নেহের সুতোতে গাঁথা তো অবশ্যই হয়ে আছে। স্নেহের সুতো তো বেশ শক্তপোক্ত, সেটা ছিন্ন হতে পারবে না। স্নেহের মালা তো লম্বা, বিজয় মালা হল ছোট। বাপদাদার স্নেহের উপরে বাচ্চারা সমর্পিতও। কেউ বাবার স্নেহের থেকে যতই আলাদা করার চেষ্টা করণ না কেন, বাচ্চারা স্নেহে এতখানি ডুবে রয়েছে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়াই সম্ভব নয়। সকলের অন্তরের স্নেহ থেকে - "আমার বাবা" শব্দই নির্গত হয়। তো স্নেহের মালাতে তো সন্তুষ্ট কিন্তু বাবার সমান শক্তিশালী বা 'যদি', 'তবে'র চক্রাবর্ত থেকে বিযুক্ত - এতে সর্বদা শক্তিশালী না হয়ে যথাশক্তি রয়েছে। বাপদাদা এতে বাবার সমান সদা শক্তিশালী হয়ে ওঠার শুভ আশা সব বাচ্চাদের উপরে রাখেন। যেখানে সাক্ষী হতে হবে, সেখানে কখনো সাথী হয়ে যায় আর যেখানে সাথী হতে হবে, সেখান সাক্ষী হয়ে যায়। যে সময়ে যে রূপ হওয়ার প্রয়োজন সেই মতো হওয়া - একেই বলা হয় বাবার সমান হওয়া। স্নেহের মালা তো তৈরী আছেই কিন্তু বিজয় মালাও এত লম্বা তৈরী যেন হয়ে যায় - বাপদাদা এই শুভ আশাই রাখেন। ১০৮ কেন, বাপদাদা সম্মতি দিয়ে দিচ্ছেন - যত যত জন বিজয়ী হতে চাও, তত বড় বিজয় মালা প্রস্তুত হতে পারে। কেবল ১০৮ এর সীমাতেই থেকো না। আছেই তো কেবল ১০৮ নম্বর, আমি তো তাতে আসতেই পারব না - এমন কোনো ব্যাপার নেই। হও।

বিজয়ী হওয়ার জন্য এক ব্যালেন্সের প্রয়োজন। স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স তো সব সময়েই শুনতে থাকো, কিন্তু স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স চাইলেও থাকছে না কেন? বুঝতে পারা সত্ত্বেও কর্মে তা আসছে না কেন? তার জন্য আরও একটি ব্যালেন্সের প্রয়োজন রয়েছে, সেই ব্যালেন্সের বিষয়ে ব্রহ্মা বাবার দ্বিতীয় আশা রয়েছে। একটি আশা তো হল বাবার প্রতি - সমান হওয়ার। দ্বিতীয় আশা হল পরিবারের প্রতি, সেটা হল - প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার প্রতি সদা শুভ ভাবনা - শুভ কামনা কর্মে যেন থাকে, কেবল সংকল্পেই বা চাওয়াতেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। সেটা তো চাও ঠিকই তোমরা। কেউ কেউ বলেও, শুভ ভাবনা রাখতে তো চাই, কিন্তু করার সময় বদলে যায়। বিস্তারিত ভাবে এ বিষয়ে তো আগে বলেছি। পরিবারের প্রতি শুভ ভাবনা - শুভ কামনা কেন থাকে না, এর কারণ? যেমন বাবার প্রতি অন্তরের ভালোবাসা, প্রাণের ভালোবাসা রয়েছে আর অন্তরের প্রাণের স্নেহের নিদর্শন, তা হল 'অটুট'। বাবার বিষয়ে যতই কেউ ভুল বোঝানোর চেষ্টা করুক না কেন অথবা কেউ এসে যেমন কথাই বলুক না কেন বা কখনো সাকারে স্বয়ং বাবাও কোনো বাচ্চাকে অগ্রচালিত করবার জন্য কোনো ইশারা বা শিক্ষা যদি দেন, কিন্তু যেখানে স্নেহ থাকে সেখানে শিক্ষা বা পরিবর্তনের ইশারা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরী করবে না। সর্বদা এই ভাবনাই তখন থাকে বা ছিল যে, বাবা যা কিছুই বলবেন তাতেই কল্যাণ রয়েছে। কখনোই স্নেহের অভাব ঘটেনি, বরং আরোই নিজেকে বাবার হৃদয়ের অনুভব করে গেছ তোমরা, এই আপন অনুভব হওয়াই হল স্নেহ। একেই বলা হয় হৃদয়ের প্রাণের স্নেহ, যে স্নেহ ভাবনাকে পরিবর্তন করে দেয়। বাবার প্রতি তোমাদের এমন স্নেহ আছে না? ঠিক সেই ভাবেই ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যেও যেন আন্তরিক স্নেহ থাকে। যেমন বাবার প্রতি স্নেহের নিদর্শন হল - সর্বদা বাবা বললেন আর সাথে সাথেই "আপ্তে বাবা", অনুরূপ ভাবেই ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি সর্বদা এই রকমই আন্তরিক স্নেহ যেন থাকে, ভাবনা পরিবর্তনের বিধি যেন থাকে। তখন বাবা আর পরিবারের স্নেহের ব্যালেন্স, স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স স্বতঃতই প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাওয়া যাবে। তো বাবার স্নেহের পাল্লাটা ভারী কিন্তু সর্ব ব্রাহ্মণ পরিবারের স্নেহের পাল্লা বদলে যেতে থাকে। কখনো ভারী কখনো হালকা। কারো প্রতি ভারী, কারো প্রতি হালকা। বাবা আর বাচ্চাদের স্নেহের ব্যালেন্স যেন থাকে - এটা হল ব্রহ্মা বাবার দ্বিতীয় শুভ আশা। বুঝতে পেরেছ? এতে বাবার সমান হও।

স্নেহ হল এমন শ্রেষ্ঠত্ব, যাতে আমি করেছি, বা অন্য কেউ করেছে, এতে দুটোতেও খুশীর অনুভব যাতে হয়। বাপদাদা যেমন স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত হয়েছেন, কিন্তু বাচ্চাদেরকে যখন সেবার সাথী বানিয়েছেন, প্র্যাকটিক্যালি বাচ্চারা যদি বাবার থেকেও বেশী সেবা করে, করতে থেকেছে, তো বাপদাদা সর্বদা বাচ্চাদেরকে সেবাতে অগ্রচালিত করেছেন, স্নেহের কারণে খুশী হতেন। এই সংকল্প কখনোই হৃদয়ের স্নেহ-ভূমিতে উৎপন্ন হতেই পারে না যে, বাচ্চারা কেন সেবাতে এগিয়ে যাবে, নিমিত্ত তো আমি হয়েছি, আমিই তো একে নিমিত্ত বানিয়েছেন। স্বপ্নেও পর্যন্ত এই ধরনের ভাবনা উৎপন্ন হয়নি। একে বলা হয় - সত্যিকারের স্নেহ, নিঃস্বার্থ স্নেহ, রূহানী স্নেহ! সদা বাচ্চাদেরকে আগে নিমিত্ত বানাতে বাপদাদা আনন্দ পেয়েছেন। বাচ্চারা করল, কিম্বা বাবা করলেন, আমিই বোধই কখনো থাকেনি। এটা আমার কাজ, এটা আমার ডিউটি, আমার অধিকার রয়েছে, আমারই বুদ্ধি এতে, আমারই প্ল্যান - না। স্নেহ - এই আমিই বোধের অবসান ঘটিয়ে দেয়। তুমি করেছ মানেই আমি করেছি, আমি করেছি মানেই তুমি করেছ - এই শুভ ভাবনা বা শুভ কামনা, একে বলা হয় - অন্তরের স্নেহ। স্নেহ থাকলে কে আপন কে পর মনে হয় না। স্নেহ থাকলে স্নেহের বুলি সেটা অতি সাধারণই হোক কিম্বা সেটা যদি একটু বাঁকা শব্দও হয়, তাতে কোনো কিছুই ফিল হয় না। এই ফিলিংস আসবে না যে - ও কেন এ'কথাটা বললো? স্নেহী, স্নেহী আত্মার মনে কোনরূপ সংশয় বা অনুমানের জন্ম হতে দেবে না - এই রকম হবে, সেই রকম হবে! সদা স্নেহ ভাজনের

প্রতি ফেথ থাকার কারণে তার অতি লঘু কথাকেও মনে হবে, সে নিশ্চয়ই কিছু ভেবেই তো বলেছে। অকারণ বা ব্যর্থ বোল বলে মনে করবে না। যেখানে স্নেহ থাকবে, সেখানে ফেথ (বিশ্বাস) অবশ্যই থাকবে। স্নেহ না থাকলে বিশ্বাসও থাকবে না। তাই ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি স্নেহ বা ফেথ থাকা - একে বলা হয় ব্রহ্মা বাবার দ্বিতীয় আশাকে পূর্ণ করা। যেমন বাবার প্রতি স্নেহের কারণে বাপদাদা সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তেমনই ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি যে স্নেহের পরিভাষা শোনানো হল বা সেই বিধির দ্বারা প্রত্যক্ষ কর্মে তাকে নিয়ে আসা - এই সার্টিফিকেটও নিতে হবে। এই ব্যালেন্স থাকতে হবে। যতখানি বাবার প্রতি, ততখানিই বাচ্চাদের প্রতি - এই ব্যালেন্স না থাকার কারণে সেবায় যখন এগিয়ে যেতে থাকো, তখন নিজেরাই বলতে থাকো - সেবায় মায়া চলে আসে। আর কখনো বায়ুমন্ডলকে দেখে এও বলতে থাকো যে, এই রকম সেবার থেকে তো যোগ (স্মরণে থাকা) করাই ভালো ছিল, সবকিছুর পরিবর্তে বরং ভাঙিতে বসিয়ে দাও। সময়ে সময়ে তোমাদের মনে এই রকমের সংকল্প জাগে।

বাস্তবে সেবা মায়াজিৎ বানায়, মায়াকে ডেকে আনে না। কিন্তু সেবায় মায়া কেন আসে? এর মূল কারণ হল অন্তরের স্নেহ নেই, স্নেহ নির্ভর করে পরিবারের উপরে। কিন্তু আন্তরিক স্নেহ ত্যাগের ভাবনার উদ্ভেক করে। সেটা না থাকার কারণে কখনো কখনো সেবা মায়ার রূপ ধারণ করে আর এইরকম সেবাকে সেবার খাতায় জমা করা যাবে না - তা তিনি ৫০ - ৬০টি সেন্টার খোলার নিমিত্তই হোন না কেন! কিন্তু সেবার খাতে কিম্বা বাপদাদার হৃদয়ে সেবার জমা খাতা ততটাই হবে, যতটুকু মায়ার থেকে মুক্ত থেকে, যোগযুক্ত থেকে করবে। কারো হয়ত দুটি সেন্টার, দেখলে হয়ত মনে হবে কেবল দুটিই তো সেন্টারের ইঞ্চার্জ, আর কেউ হয়ত ৫০ টি সেন্টারের ইঞ্চার্জ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু দুটি সেবা কেন্দ্র যদি নির্বিল্প থাকে, মায়ার থেকে, অস্তিরতার থেকে, স্বভাব সংস্কারের রেশারেশির থেকে মুক্ত থাকে, তবেই দুটি সেন্টার রয়েছে যার, ৫০ টি সেন্টার না থাকলেও সেবার খাতায় বেশী জমা হবে। এতে খুশি হয়ে যেও না যে, আমার ৩০ টা সেন্টার আছে কি ৪০ টা সেন্টার আছে। বরং মায়ার থেকে মুক্ত সেন্টার ক'টি? সেন্টারও বাড়িয়ে যাচ্ছ, মায়াকেও বাড়িয়ে যাচ্ছ - এমন সেবা বাবার রেজিস্টারে জমা হয় না। তোমরা ভাবতে পারো - আমরা তো খুব ভালো সেবা করছি, দিন - রাত না ঘুমিয়ে সেবা করছি, খাওয়াও একবার কোনো রকমে বানিয়ে খেয়ে নিচ্ছি - এতটা ব্যস্ত থাকি! কিন্তু সেবার সাথে সাথে মায়াতেও বিজি থাকো না তো? এটা কেন হল, এটা কীভাবে হয়ে গেল, এ এইরকম করল কেন, আমি কেন করলাম না, আমার অধিকার, তোর অধিকার, কিন্তু বাবার অধিকার কোথায় গেল? সেবা অর্থাৎ যেখানে স্ব এর এবং সকলের সহযোগিতা বা সন্তুষ্টতার ফল প্রত্যক্ষ রূপে দেখতে পাওয়া যাবে। যদি সকলের শুভ ভাবনা শুভ কামনার সহযোগিতা বা সন্তুষ্টতা প্রত্যক্ষ ফলের রূপে প্রাপ্ত না হয়, তাহলে চেক করো - কারণ কী, কেন ফল প্রাপ্ত হল না? আর বিধিকে চেক করে চেঞ্জ করো।

এই রকম ভাবে সত্যিকারের সেবার বৃদ্ধি ঘটানোই হল সেবার বৃদ্ধি হওয়া। কেবল নিজেই মনে মনে খুশী হয়ে যেও না যে, আমি খুব ভালোই সেবা করছি। বরং বাবার হৃদয়কে খুশী করো আর ব্রাহ্মণ পরিবারের আশীর্বাদ পাও। একেই বলা হয় - "সত্যিকারের সেবা"। লোক দেখানো সেবা তো অনেক বড়সড় হয়, কিন্তু যেখানে হৃদয় দিয়ে সেবা হবে, সেখানে আন্তরিক স্নেহের সেবা অবশ্যই থাকবে। একেই বলা হয় পরিবারের প্রতি ব্রহ্মা বাবার আশা পূর্ণ করা। এই ছিল আজকের রুহ - রুহান (অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা)। বাদবাকি পরে আবার শোনাব। আজ হল ভারতবাসী বাচ্চাদের এই সীজনের লাস্ট চান্স। সেইজন্য বাপদাদা কী চান - সেটাই শোনালাম। একটা সার্টিফিকেট (শংসাপত্র) পাশের নিয়েছ, এখন দ্বিতীয় শংসাপত্রটি নিতে হবে। আচ্ছা! এখন বাবার আশার দীপক সদা যেন জ্বলন্তমান থাকে।

চতুর্দিকের সর্ব ব্রাহ্মণ কুল দীপক, সর্বদা বাপদাদার সকল শুভ আশাকে পূরণ করতে সমর্থ, সদা বাবার আর পরিবারের অন্তরের স্নেহের ব্যালেন্স রাখতে সমর্থ, সদা অন্তর দিয়ে সেবার দ্বারা সেবার খাতা বেশী পরিমাণে জমা করতে পারবে, এইরূপ বাবার সকল আশার দীপকদেরকে, সত্যিকারের অন্তর দিয়ে সেবা করে থাকা সেবাধারীদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- ড্রামার পয়েন্টের অনুভবের দ্বারা সর্বদা সাক্ষী ভাবের স্টেজে থাকা অচল অটল ভব
ড্রামার পয়েন্টের যে অনুভাবী হবে, সে সদা সাক্ষী ভাবের স্টেজে থেকে একরস, অচল, অটল স্থিতির অনুভব করতে থাকে। ড্রামার পয়েন্টের অনুভাবী আত্মা কখনোই খারাপের মধ্যে খারাপকে না দেখে ভালোটাকেই কেবল দেখবে অর্থাৎ স্ব-কল্যাণের রাস্তাই সে কেবল দেখতে পাবে। অকল্যাণের খাতা তার সমাপ্ত। কল্যাণকারী বাবার বাচ্চা তোমরা, যুগও হল কল্যাণকারী - এই নলেজ আর অনুভবের অথরিটির দ্বারা অচল - অটল হও।

স্লোগান:- সময়কে অমূল্য মনে করে যে সফল করে, সে কখনোই ধোঁকা খায় না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতন নিরহংকারী এবং নিষ্কাম সেবধারী কেউ নয়, সমগ্র বিশ্বের রাজস্ব বাচ্চাদের দিয়ে স্বয়ং বাণপ্রস্থে চলে যান"

*প্রশ্ন:- বাবার কোন্ সমাচার তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বকে অবগত করাতে হবে ?

*উত্তর:- সকলকে বলা যে তোমরা দুঃখহরণকারী-সুখপ্রদানকারী বাবার সন্তান। তোমরা কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না। তোমরা সুখপ্রদানকারী বাবাকে স্মরণ করো, তাঁকে অনুসরণ করো তবেই অর্ধেক কল্পের জন্য সুখধামে চলে যাবে। এই সমাচার সকলকে দিতে হবে। যে এই মেসেজ জীবনে ধারণ করবে সে ২১ জন্মের জন্য মায়ার অচৈতন্যভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

*গীত:- আমাদের তীর্থ সর্বকিছুর উর্ধ্বে (ন্যায়ারে).....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝে গেছে। উনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা। আত্মাই হলো মুখ্য। বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনেছো -- আমাদের আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে বসে রয়েছে। তোমাদের সোল, সুপ্রীম সোলের সম্মুখে বসে রয়েছে। তোমাদের নিজস্ব শরীর রয়েছে, ঐনার রয়েছে ধারণ করা শরীর। গুরুরা মানুষকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যায়। ভক্তিমার্গে রয়েছে অসংখ্য গুরু। ভারতে তো স্ত্রীরাও তাদের স্বামীদের গুরু, ঈশ্বর মনে করে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান -- তোমরা তো বাচ্চা, তাই না! তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান। অসীম জগতের উত্তরাধিকার পুনরায় প্রাপ্ত করতে এসেছি, এখন আমাদের সঙ্গতি প্রাপ্ত করতে হবে। এই নিশ্চয় তো রয়েছে, তাই না! সমগ্র দুনিয়া দুর্গতিতে রয়েছে, পতিত হয়ে গেছে। পবিত্র হওয়ার জন্যই আহ্বান করে। তাহলে ভারতে কত অগণিত গুরু রয়েছে। কারোর ১০০ জন শিষ্য, কারোর ৫০০, কারোর ৫০০ রয়েছে। কারোর আবার লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটিও হয়। যেমন ইসলামী গুরু আগা খান। ওনার কত ফলোয়ার্স, ওনাকে কত সম্মান করে। এটা কোনো ব্যাপার নয় যে সে কি করেছে কিন্তু ওনাকে কত সম্মান করে। ভক্তিমার্গে গুরু অনেক, তারাও আবার নশ্বরের অনুক্রমে হয়ে থাকে। কারোর উপার্জন পদমণ্ডল হয়। আগা খানের উপার্জন প্রচুর। ওনার শিষ্যরা ওনার ওজনের সমতুল পরিমানের হীরে দান হিসেবে দিয়েছিল। একদিকে হীরে অপরদিকে তাদের গুরু। হীরে দান করে থাকে, কত হীরে হবে। আজকাল অনেককে সোনার সমতুল ওজনে পরিমাপ করে। দ্বিতীয় হলো প্ল্যাটিনাম, তা হলো সোনার থেকেও দামী। তাও ওজন করে দিয়েছিল। দেখো, গুরুর কতখানি মান-মর্যাদা.... এইরকম গুরু প্রচুর রয়েছে। এই সঙ্করকে এখন তোমরা কি দেবে ? ওঁনাকে কি ওজন করবে ? হীরে ওজন করে দেবে ? ওঁনার ওজন কি হতে পারে ? স্বয়ং ওঁনার তো কোনো ওজনই নেই। শিব তো হলেনই বিন্দু, ওঁনাকে তোমরা কিভাবে ওজন করবে! তোমাদের এই গুরু কত ওয়ান্ডারফুল, সবচেয়ে হাফ্ফা। একদম সুস্বাদু। তোমাদের গুরু একজনই। তোমরা জানো যে শিববাবা হলেন দাতা। ঈশ্বর কখনও কিছু গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সকলেই যে দান করে, মনে করে -- পরজন্মে এর ফললাভ করবো। কামনা তো রাখাই। এখন ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। ঐনার মতন নিষ্কাম সেবা আর কেউ করতে পারে না। নিষ্কাম সেবাও কেমন! বাচ্চাদের বিশ্বের, সুখধামের মালিক করে দেন। বাবা স্বয়ং কি বিশ্বের মালিক হন নাকি, না তা হন না। ওঁনাকে বলা হয় -- সুখের সাগর, শান্তির সাগর, পবিত্রতার সাগর। বাচ্চাদের প্রত্যেকটি কথা ভালভাবে বোঝান হয়। অদ্বিতীয় পিতার থেকেই তোমরা জীবনমুক্তি পেয়ে যাও। বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ হয়। নিশ্চয় করো, ব্যস। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। ওঁনাকে বলা হয় -- জ্ঞানের সাগর। সমগ্র সাগরকে কালি মনে করো, সমগ্র জঙ্গলকে কলম হিসেবে ধরে নাও.... তবুও শেষ করতে পারবে না। তোমরা শুরুর থেকে যদি লিখতে থাকো তবে অসংখ্য বই হয়ে যাবে। এই নলেজ তো অতি মূল্যবান যা ধারণ করতে হবে। তোমরা জানো যে, এ তো পরম্পরাগতভাবে চলে না। বাবা এসে বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দেন, সেটাই অনেক বেশী। বাবার পরিচয় দিলে, রচয়িতাকে জানলেই রচনার জ্ঞানও এসে যায়। বুদ্ধি বলে, যারা সত্যযুগে আসবে তাদের পুনর্জন্ম হবে অধিকবার। চক্রতে যে প্রথমে এসেছে, সে-ই আসবে। এই চক্রকেও ভালভাবে বুঝতে হবে। গানেও শুনেছো, আমাদের তীর্থ সম্পূর্ণ আলাদা (ন্যায়ারে)। ওরা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে তীর্থ যাত্রা করে এসেছে। এ হলো তোমাদের কেবল এক জন্মের যাত্রা। এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় সামান্যতম কষ্টও নেই। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন একমাত্র সঙ্কর। সঙ্গতি তো কারোরই হয় না। উনি হলেন সুপ্রীম জ্ঞানের সাগর, সকলের সঙ্গতি হয়ে যায়। বাকি আর কি চাই! তত্ত্বও সত্যপ্রধান হয়ে যায়। এই স্থান হলো তমোপ্রধান, সেইজন্য বায়ু ইত্যাদিও তমোপ্রধান হয়ে যায়। কত ভূমিকম্পাদি হয়। সত্যযুগে কোনো দুঃখ দেওয়ার মতন বস্তু থাকবে না। বাবা

হলেনই দুঃখহরণকারী-সুখপ্রদানকারী। তোমরা হলে ওঁনার সন্তান, কাউকে দুঃখ দিও না। সকলকে এই পথ বলে দিতে হবে -- সুখের উত্তরাধিকার পাওয়ার। এখন বাবা বলেন -- তোমাদের সুখই দিতে হবে। বাবা তোমাদের অর্ধেককল্পের জন্য এমন সুখ দেন যে ওখানে দুঃখের নামও থাকে না। তোমরা জানো -- বাবার থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য আমরা এখানে এসেছি। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, তাই না! তোমাদের মনে(হৃদয়ে) রয়েছে যে আমরা শিববাবার থেকে স্বর্গের সুখ নিয়ে থাকি, তখন সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়। বাবা আমাদের সঞ্জীবনী বুটি দেন -- সচেতনায় ফিরে আসার জন্য। পুনরায় ২১ জন্ম কখনো মুর্ছিত হবে না। সেই সঞ্জীবনী বুটি হলো -- মন্মানাভব। সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন একমাত্র বাবা-ই। ওঁনাকে নিরাকার, নিরহংকারী বলা হয়ে থাকে। যে শরীরে আসেন তিনিও সাধারণ। বাবা বলেন -- ডিয়ার চিল্ড্রেন, আই এম ইয়োর ওবিডিয়েন্ট ফাদার(প্রিয় বাচ্চারা, আমি তোমাদের আশ্রয় বাবা)। বড়-বড় ব্যক্তির সর্বদা এভাবেই লেখে। আই এম ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। নিজেদের উদ্দেশ্য 'শ্রী'-শব্দটি কখনও লিখবে না। আজকাল তো লেখে শ্রী-শ্রী অমুক। নিজেরাই নিজের শ্রী-শ্রী লিখে থাকে। সেই বাবা হলেন নিরাকারী, নিরহংকারী। এখন তোমরা ওঁনার সম্মুখে বসে রয়েছে। তোমরা জানো যে, উনি হলেন আমাদের বাবা, শিক্ষক, সঙ্গুর, বাকি ভক্তিমাগে তো অনেক গুরু রয়েছে। গুরুদেরও গুরু রয়েছে। ওঁনার কোনো গুরু নেই। ইনি হলেন সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সঙ্গুর। তোমরা জানো যে আত্মাই সংস্কার ধারণ করছে। বাবাও তো আত্মা, তাই না! ওঁনার মধ্যেও গুণ রয়েছে। তোমাদের গুণ আলাদা-আলাদা হয়ে যায়। এইসময় তোমাদের যে গুণ আছে, বাবারও তাই-ই রয়েছে। পরে সত্যযুগে তোমাদের দৈবী-গুণ হয়ে যাবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। কৃষ্ণের মহিমা আলাদা। শিববাবাকে ১৬ কলা-সম্পূর্ণ বলতে পারবে না। তিনি তো স্থিতিশীলই। বাবা বলেন -- এই টাইটেল তোমরা আমাকে দিতে পারো না। আমি কি বিকারী হই নাকি, যে পুনরায় সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে। এনাদের মতন আমার মহিমা-কীর্তনও কি করবে নাকি! না তা করবে না। এই নলেজ যে কল্প-পূর্বে শুনেছে সে-ই আসবে, এসে বাবার থেকে শুনবে আর বাবাকে স্মরণ করবে। পরে হায়-হায় করে কান্নাকাটি করে তারপর জয়-জয়কার হয়। এখন তোমরা যাত্রার রহস্যও বুঝেছো। এই যাত্রার মাধ্যমে তোমরা পুনরায় কখনও মৃত্যুলোকে ফিরে আসোনা। ওই যাত্রায় তোমরা ঘরে ফিরে আসো। কত মানুষ স্নান করতে যায়। দেখা, ভক্তির বিস্তার কতখানি। যেমন বৃক্ষ কত অতিকায় বৃহৎ হয়, বীজ অতি ক্ষুদ্র। তেমনই ভক্তির বিস্তারও অনেক। জ্ঞানের এক ফোঁটাও সঙ্গতিতে নিয়ে যায়। ভক্তিতে নামতে-নামতে অর্ধেককল্প লেগে যায়। এখানে সিড়ি চড়তে তোমাদের এক সেকেন্ড লাগে -- লিফ্ট কত ভাল। নীচ থেকে একদম উপরে, নিজের ঘরে নিয়ে যায়। একেই বলা হয় -- আরোহণ-কলায় সকলের ভাল হয়। সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন একমাত্র বাবা-ই। এখন জ্ঞান, ভক্তির পার্থক্য দেখেছো! এ হলো জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, তাই না! সন্ন্যাসীদের হলো সসীম জগতের বৈরাগ্য। বাবা বুঝিয়েছেন -- বৈরাগী দুইপ্রকারের হয় -- এক হলো সসীম জগতের বৈরাগ্য যার দ্বারা কোনো সঙ্গতি হয় না। দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য -- যার দ্বারা তোমাদের সঙ্গতি হয়ে যায়। বাচ্চারা, সঙ্গতির জন্য এখন তোমরা শ্রীমত পাও -- শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ (সর্বশ্রেষ্ঠ) হওয়ার। এখন শ্রীমতানুসারে শ্রেষ্ঠ দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। এই ব্রষ্ট দুনিয়া রাবণের মতানুসারে নির্মিত হয়েছে। আমরা শ্রেষ্ঠ হতে চলেছি -- এ'কথা তোমরাই জানো। দুনিয়া তো একদমই জানে না। তোমাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে এই ব্রহ্মাকুমারীরা বিনাশ ঘটাবে। বিনাশ তো সত্যি করে হতেই হবে। এতেই কল্যাণ হবে। কল্যাণকারী বাবা যখন আসেন তখন অতি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। ওরা বলবে যে, বলেছিলাম না যে ব্রহ্মাকুমারীরা বিনাশ ঘটাবে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে, পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হবেই। আমরা নতুন দুনিয়া স্থাপন করি। পুরোনো দুনিয়ার পর নতুন অবশ্যই আছে। প্রতি কল্পে বিনাশ হয় তবেই ভারতে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। কিন্তু ওরা(অজ্ঞানী) বুঝবে কিভাবে? ভবিষ্যতে অনেকেই বুঝবে। বাবা যখন আসেন তখন সমগ্র পুরোনো দুনিয়া স্বাহা হয়ে যায়। তোমাদের এই যজ্ঞ তো ওয়াল্ডারফুল, যেখানে আহুতি পড়ে। এও তোমরাই জানো আর কেউ জানে না। পান্ডবরাই তো বিজীত হবে আর সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাকি তোমরা পান্ডবেরাই রয়ে যাবে পুনরায় নতুন দুনিয়ায় রাজ্য করবে। এই নলেজ অতি ওয়াল্ডারফুল। সকলের দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী, সঙ্গতিদাতা একমাত্র বাবা। কত মধুর, কত প্রিয় বাবা। তোমরা বলে এসেছো -- মিষ্টি বাবা, তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমার কাছে সমর্পিত হয়ে যাব। আমার তো কেবল তুমিই আছো অন্য কেউ নেই। এর অর্থ এই নয় যে ঘর-পরিবার ত্যাগ করে এখানে এসে বসবে। না, গৃহস্থী জীবনে অবশ্যই থাকো। ৭ দিনের কোর্স করে পুনরায় যেখানেই যাও -- মন্মানাভব। বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। ব্যস, স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে, এতেই বেড়া পার হয়ে যাবে। এও তোমরা জানো -- পবিত্র থাকতে হবে। অপবিত্র ভোজনাদি করা উচিত নয়। মুরলী তো পেয়েই যাও। কোনোসময় মুরলী নাও পাওয়া যেতে পারে, বিপদ আসবে, গোলমালাদি হয়ে যাবে তখন মুরলী সংগ্রহ করতে পারবে না। এই নয়ন দ্বারা তোমরা যাকিছু দেখছে তার কিছুই থাকবে না, সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। প্রলয় তো হয় না। জগৎ তো একই রয়েছে, নতুনই পুরোনো হয়। নিউ ওয়ার্ল্ড, ওল্ড ওয়ার্ল্ড বলা হয়। এখন বলবে, এ হলো ওল্ড ওয়ার্ল্ড, যার অল্প সময় বাকি রয়েছে। ওরা বলে -- কল্পের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর। কলিমুগের উদ্দেশ্যে বলা হয় এখনও ৪০ হাজার বছর বাকি রয়েছে।

বাস্তবে চক্র তো ৫ হাজার বছরের। তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র নলেজ রয়েছে। মানুষ তো সম্পূর্ণ প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে। অ্যাক্টর্স হয়ে যদি ড্রামার ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টরকে না জানে তাহলে তাদের কি বলা হবে! ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী কিভাবে পুনরাবৃত্ত হয় তা তো জানা উচিত, তাই না! যারা ভালভাবে জানে, বুদ্ধিতে ধারণ করে অন্যদেরও ধারণ করায়, তারা উচ্চপদ লাভ করে। বাবা বলেন -- যে নলেজ আমার কাছে রয়েছে তা আমি তোমাদের দিচ্ছি। ড্রামা প্ল্যানানুসারে আমি রিপীট করে থাকি। আমারও ড্রামায় ভূমিকা(পার্ট) রয়েছে। ভক্তিমার্গেও ভূমিকা পালন করেছে, এখন এসে তোমাদের নিজের এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দিয়ে থাকি। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। আমি আসিই একবার। নিজের পরিচয় দিতে এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাতে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার মতন ওবিডিয়েন্ট হতে হবে। কখনও কোনো বিষয়ে নিজের অহংকার প্রকাশ করা উচিত নয়। নিরাকারী এবং নিরহংকারী হয়ে থাকতে হবে।

২) বাবা, টিচার এবং সঙ্করর কন্ট্রাস্টকে বুঝে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক যাত্রায় থাকতে হবে।

বরদানঃ:- ব্যক্ত ভাবে(সাকারে) থেকেও সূক্ষ্ম ফরিস্তা-স্বরূপের সাক্ষাৎকার করানো শ্বেত-বসনধারী এবং শ্বেত-লাইটধারী ভব
যেমন চতুর্দিকে এই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে যে, এই শ্বেত-বসনধারীরা কারা এবং কোথা থেকে এসেছে ?
এখন চতুর্দিকে এইরকম ফরিস্তা-স্বরূপের সাক্ষাৎকার করাও -- একেই বলা হয় দ্বৈতসেবার স্বরূপ। যেমন মেঘ চতুর্দিকে ছেয়ে যায়, তেমনই ফরিস্তা রূপে চতুর্দিকে প্রকট হও, যেখানেই দেখে ফরিস্তাই যেন নজরে আসে। কিন্তু তা তখনই হবে যখন শরীর থেকে পৃথক হয়ে অন্তঃবাহক(সূক্ষ্ম) শরীরের দ্বারা পরিক্রমা করায় অভ্যস্ত হবে। মন(সঙ্কল্প) শক্তিশালী হবে।

স্লোগানঃ:- সর্বগুণ বা সর্বশক্তির আধার হতে গেলে আস্তাকারী হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিব বাবার এই লালসাও নেই যে, বাচ্চারা বড় হলে তখন আমার সেবা করবে, তিনি কখনো বৃদ্ধ হন না, বাবা হলেনই নিষ্কাম সেবাধারী"

*প্রশ্ন:- ভোলানাথ শিব বাবা আমাদের মতো সকল বাচ্চাদের খুব বড় গ্রাহক --- কিভাবে ?

*উত্তর:- বাবা বলেন, আমি এতো ভোলাভোলা গ্রাহক যে, তোমাদের সমস্ত পুরানো জিনিস কিনে নিই, আর তার পরিবর্তে আমি সমস্ত নতুন - নতুন জিনিস দিই। তোমরা বলো যে - বাবা, এই তন - মন এবং ধন সব তোমার, তখন এর পরিবর্তে তোমরা সুন্দর স্বাস্থ্য পেয়ে যাও, অগাধ ধন পেয়ে যাও।

*গীত:- ভোলানাথের মতো

ওম শান্তি। ভক্তি মার্গে এই গীত গাওয়া হয়। যে গানই আছে, সব ভক্তিমার্গের, তার অর্থও বাবা বুঝিয়ে বলেন। বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, ভোলানাথ কাকে বলা হয়। দেবতাদের ভোলানাথ বলা হবে না। এমন মহিমা আছে যে, সুদামা দু'মুঠি চাল দিয়েছিলো, পরিবর্তে মহল পেয়েছিলো। তাও কতো সময়ের জন্য? ২১ জন্মের জন্য। বাচ্চারা এখন বুঝতে পারেন যে, বরাবর বাবা এসে ভারতবাসীদের হীরে - জহরতের মহল দেন। কার পরিবর্তে দেন? বাচ্চারা বলে - বাবা, এই তন - মন - ধন সব তোমার। তোমারই দেওয়া। কারোর সন্তান জন্ম হলে বলে, ভগবান দিয়েছেন। ধনের জন্যও বলে, ভগবান দিয়েছেন। কে বলে? আত্মা। ভগবান অর্থাৎ বাবা দিয়েছেন। বাবা বলেন - সবকিছুই এখন তোমাদের দিতে হবে। এর পরিবর্তে আমি তোমাদের খুব সুন্দর তন ট্রান্সফার করে দেবো, অর্থাৎ ধন দেবো, কিন্তু কাকে দেবো? অবশ্যই বাচ্চাদেরই দেবো। লৌকিক বাবার কাছ থেকে অল্পকালের জন্য ধন পেয়েছো। অসীম জগতের বাবা আমাদের অসীমের উত্তরাধিকার প্রদান করবেন। বাবা বোঝান যে, জ্ঞান আর ভক্তিতে রাতদিনের তফাৎ। ভক্তিতে অল্পকালের জন্য পাওয়া যায়। অর্থ থাকলে সুখও আছে। অর্থ ছাড়া মানুষ কতো দুঃখী হয়। বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের অর্থাৎ ধন প্রদান করেন, তাই তারা সুখী হয়। সুখধামে তো সুখের কোনো কমতি নেই। প্রত্যেকেরই নিজের - নিজের রাজধানী থাকে। একে বলা হয় পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম। তাই বাবা কতো ভোলাভোলা, কি নেন আর পরিবর্তে কি দেন। বাবা কতো ভালো গ্রাহক। এমনিতে তো বাচ্চাদের জন্য বাবা গ্রাহকই। বাচ্চার জন্ম হলেই সমস্ত সম্পদ তার। ও হলো জাগতিক গ্রাহক, ইনি হলেন অসীম জগতের ভোলানাথ। অসীম জগতের বাচ্চাদের গ্রাহক। বাবা বলেন - আমি পরমধাম থেকে এসেছি। তোমাদের সকলের কাছ থেকে পুরানো সবকিছু নিয়ে নতুন দুনিয়াতে তোমাদের সবকিছুই দিই, তাই তাঁকে দাতা বলা হয়। এনার মতো দাতা আর কেউই নেই। ইনি নিষ্কাম সেবা করেন। বাবা বলেন - আমি নিষ্কামী। আমার কোনো লালসা নেই। আমি এমন তো বলি না যে, বাচ্চাদের কাজ হলো - বৃদ্ধ বাবার দেখভাল করা, কেননা আমি তোমাদের সুরক্ষা করেছি। তা নয়, এ হলো নিয়ম - বাবা বৃদ্ধ হলে বাচ্চারা তার সুরক্ষা করে। এই বাবা তো কখনোই বৃদ্ধ হন না, তিনি সদাই জোয়ান। আত্মা কখনোই বৃদ্ধ হয় না। এ তো জানো যে, লৌকিক বাবা বাচ্চাদের কাছে আশা করে যে, আমি যখন বৃদ্ধ হবো তখন বাচ্চারা আমার সেবা করবে। যদিও সবকিছুই বাচ্চাদের দিয়ে দেয়, তবুও সেবা তো হয়ই। এই শিব বাবা বলেন, আমি হলামই অভোক্তা। আমি কখনোই খাই না। আমি কেবল বাচ্চাদের জ্ঞান দান করতেই আসি। সুপ্রীম আত্মা, আত্মাদের বসে বোঝান। আত্মাই শোনে, আর প্রতিটি কথা আত্মাই বলে। সংস্কারও আত্মাই সঙ্গে নিয়ে যায়, যার আধারে আত্মা শরীর প্রাপ্ত করে। এখানে মানুষের অনেক মত। কেউ বলে, আত্মাই হলো পরমাত্মা। তার কোনো দাগ লাগে না। আত্মাকে নির্লিপ্ত বলে দেয়। আত্মা যদি নির্লিপ্ত হয় তাহলে কেন বলে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা। আত্মা যদি নির্লিপ্ত হয় তাহলে বলা হবে - পাপ শরীর, পুণ্য শরীর। তোমরা এখন জানো যে, সকল আত্মার আত্মিক পিতা এখন আমাদের মতো আত্মাদের এই শরীরের দ্বারা পড়াচ্ছেন। আত্মাকে তো ডাকেও, তাই না। বলে থাকে -- আমার বাবার আত্মা এসেছে, টেস্ট নিয়েছে। আত্মাই টেস্ট নেয়। বাবা তো এমন বলবেন না। তিনি তো অভোক্তা। আত্মাকে ডেকে ব্রাহ্মণদের খাওয়ানো হয়। কোথাও তো বিরাজমান থাকবে, তাই না। ব্রাহ্মণদের খাওয়ানো ভারতে খুব সাধারণ কথা। আত্মাকে ডাকে, তাকে জিজ্ঞেস করে, কোনো কোনো কথা তখন তার সত্যও হয়ে যায়। এই পিণ্ড আদি খাওয়ানো, এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ। এতে কোনো আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। বাবা সংক্ষেপে এই ড্রামার রহস্যকে বুঝিয়ে বলেন। বিস্তারিত ভাবে এতো বড় ড্রামাকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। এক একজনকে বোঝাতেই এক বছর লেগে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা খুব সহজ শিক্ষা পাও। এমন গেয়েও থাকে যে, হে পতিত পাবন, এসো, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও তাঁর নামই হলো পতিত পাবন। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে পতিত পাবন বলা যাবে না। বাবাকেই পতিত পাবন, উদ্ধারকর্তা বলা

হয়। দুঃখহতা - সুখকর্তাও তাঁকেই বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকার। শিবের মন্দিরে গিয়ে দেখো সেখানে লিঙ্গ রাখা আছে। অবশ্যই তিনি চৈতন্য ছিলেন, তাই তো পূজা করা হয়। এই দেবতারাও কখনো চৈতন্য ছিলেন, তাই তো তাঁদের এতো মহিমা। নেহেরু চৈতন্য ছিলেন, তাই তো তার ছবি রেখে এতো মহিমা করা হয়। কেউ কোনো ভালো কাজ করলে তার জড় চিত্র বানিয়ে মহিমা করা হয়। পবিত্রেরই পূজা করা হয়। কোনো মানুষেরই পূজা করা যাবে না। বিকারের দ্বারা জন্ম হয় তো, তাই তাদের পূজা হতে পারে না। পূজা দেবতাদেরই হয়, যাঁরা সর্বদার জন্য পবিত্র থাকেন। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছিলেন, আবার তিনি এই সঙ্গমে এসেছেন --- স্বর্গ স্থাপন করার জন্য। আবার দ্বাপর যুগ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হবে। রাবণ রাজ্য শুরু হলেই শীঘ্রই শিবের মন্দির তৈরী করে। এখন তো তিনি চৈতন্য অবস্থায় এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। তিনি হলেন সৎ এবং চৈতন্য। তাঁর মহিমারই গায়ন হয় --- নিরাকারের তো শরীরের প্রয়োজন, তাই না। তাই বাবা এসেই এই বিশ্বকে স্বর্গ করেন, আর তোমরা এখন সেই স্বর্গে রাজত্ব করার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরাই স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, কিন্তু তিনি কিভাবে শোনাবেন? তিনি বলেন - আমি এই শরীরে আসি, ড্রামাতে আমার এই পার্ট আছে। আমি প্রকৃতির আধার গ্রহণ করি। ইনি যে প্রথম নম্বরে আছেন, এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি এসে প্রবেশ করি, আর এনার নাম ব্রহ্মা রাখি। প্রথমে এইসব ভাঙিতে ছিলো, তখন অনেকেরই নাম দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু অনেকেই ছেড়ে দিয়েছিলো, তাই নাম রেখে কি লাভ? তোমরা যদি সেই নাম দেখো তাহলে আশ্চর্য হয়ে যাও। একই সাথে সব একত্রিত হয়ে ছিলো, কতো মনোরম নাম হতো। সন্দেশী নাম নিয়ে আসতো। সেই লিষ্টও অবশ্যই রাখা উচিত। সন্ন্যাসীরাও যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে তখন তাদেরও নামের পরিবর্তন হয়ে যায়। তারা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে। তোমরা তা ত্যাগ করো না। তোমরা এসে ব্রহ্মার হয়ে যাও। শিবের তো আছোই। তোমরা বলেই থাকো - বাপদাদা। সন্ন্যাসীদের এমন হয় না। যদিও তারা নাম পরিবর্তন করে, কিন্তু বাপদাদাকে পায় না। তারা কেবল গুরুকে পায়। হঠযোগী জাগতিক সন্ন্যাসী আর রাজযোগী অসীম জগতের সন্ন্যাসী, এতে রাতদিনের তফাৎ। এমন গায়নও আছে যে -- জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য। ওদেরও বৈরাগ্য থাকে কিন্তু ওদের হলো ঘরবাড়ির প্রতি বৈরাগ্য। তোমাদের হলো সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। ওরা জানেই না যে সৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য। এই সৃষ্টিকে খালি হতেই হবে। তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া তৈরী হচ্ছে। তোমাদের ওখানে যেতে হবে কিন্তু পবিত্র হওয়া ব্যতীত তো ওখানে যেতে পারবে না। তোমাদের হৃদয়ে বারবার মনে হতে থাকে যে, বরাবর নতুন দুনিয়াতে দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো, যা বাবা এখন স্থাপন করছেন। তোমরা জানো যে, শিব বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে। এ খুবই সহজ কিন্তু স্মরণ করতেই ভুলে যায়। ভক্তিমার্গের রীতি - নিয়ম সম্পূর্ণ আলাদা। নিজের ঘরে তো কেউ ফিরে যেতেই পারে না। সকলকে অবশ্যই পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় একই সময়ে। অমুকে মোক্ষ প্রাপ্ত করেছে, এ তো গল্পকথা। বাবা বলেন - কোনো আত্মাই মাঝপথে ফিরে যেতে পারে না। না হলে সম্পূর্ণ খেলা বিগড়ে যাবে। প্রত্যেকেই সত্য, রজো এবং তমোতে অবশ্যই আসতে হবে। মোক্ষের জন্য তো অনেকেই আসে, কিন্তু তাদের বোঝানো হয় যে, মোক্ষ তো হয়ই না। এ তো অনাদি বানানো ড্রামা। এর কখনোই পরিবর্তন হতে পারে না। মাছি যদি এখান দিয়ে চলে যায়, তাহলে পাঁচ হাজার বছর পরেও এমনভাবেই চলে যাবে। এ তো জানেই যে, বাবা কতো ভোলাভালা। পতিত পাবন বাবা নিজের পরমধাম থেকে এখানে অভিনয় করতে আসেন। তিনিই বোঝান যে, এই ড্রামা কিভাবে বানানো হয়েছে, এখানে মূখ্য কে কে। যেমন বলা হয় না, এই দুনিয়াতে সবথেকে বিত্তবান কে? এতেও নম্বরের ক্রমানুসারে নাম বের হয়। তোমরা জানো যে, সবথেকে বিত্তবান কে? ওরা বলবে - আমেরিকা, কিন্তু তোমরা জানো যে, স্বর্গে সবথেকে বিত্তবান এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়। তোমরা ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করো, সবথেকে বড় বিত্তবান হওয়ার জন্য। এ হলো রেস। এই লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো বিত্তবান কেউ হবে কি? আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্পও বানানো হয়। হাততালি দিলেই কুবেরের সম্পদের দরজা খুলে যায়। এমন অনেক ধরনের নাটক বানাতে থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে -- এই শরীর ত্যাগ করে এখন স্বর্গে যাবো। সেখানে অগাধ সম্পদ পাবো। বাবা বলেন যে -- আমাকে স্মরণ করলে মায়া একদম পালিয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করো না, তাই মায়া তোমাদের এতো বিরক্ত করে। তখন বলে - বাবা, আমার কাছে খুব মায়ার ঝড় তুফান আসে। আচ্ছা, খুব ভালোভাবে বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তুফান উড়ে যাবে। বাকি নাটক ইত্যাদি বসে বানিয়েছে। কথা কিছুই নয়। বাবা কতো সহজ করে বলেন -- তোমরা কেবল বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের মধ্যে যে খাদ আছে, তা বের হয়ে যাবে, তিনি আর কোনো কষ্ট দেন না। আত্মা, যা পবিত্র সোনা ছিলো, তা এখন নকল হয়ে গেছে, আবার তা আসল হবে এই স্মরণের অগ্নিতে। আগুনে নিষ্ক্ষেপ করা ছাড়া সোনা পবিত্র হতে পারবে না, একে যোগ অগ্নি বলা হয়। এ হলো স্মরণেরই কথা। ওরা তো অনেক প্রকারের হঠযোগ শেখায়। বাবা তো তোমাদের বলেন -- তোমরা উঠতে - বসতে স্মরণ করো। আসন ইত্যাদি তোমরা কতো করবে। এখানে তো চলতে - ফিরতে কাজ করতে করতে স্মরণে থাকতে হবে। যদি অসুস্থও হও, তাহলে এখানে শুয়েও বাবাকে স্মরণ করতে পারো। শিব বাবাকে স্মরণ করো আর চক্রকে ঘোরাও,

ব্যস । ওরা তো আবার লিখে দিয়েছে - গঙ্গার তট হোক, মুখে অমৃত থাকুক । গঙ্গার পারে তো গঙ্গা জলই পাওয়া যায়, তাই মানুষ হরিদ্বারে গিয়ে বসে । বাবা তো বলেন, তোমরা যেখানেই বসো, যদি অসুস্থও হও, কিন্তু কেবল বাবাকেই স্মরণ করো । সুদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো তখনই প্রাণ তন থেকে বের হবে । এই অভ্যাস করতে হবে । ওই ভক্তিমার্গের কথায় আর এই জ্ঞানমার্গের কথায় কতো রাতদিনের তফাৎ । বাবার স্মরণে তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । ওরা তো জাগতিক যোদ্ধাদের বলে, যে যুদ্ধের ময়দানে মারা যাবে, সে স্বর্গে যাবে । বাস্তবে যুদ্ধ এখানেই । ওরা তো কৌরব - পাণ্ডবদের যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে । মহাভারত যুদ্ধের পর কি হলো ? রেজাল্ট কিছুই নেই । এ সম্পূর্ণ ঘোর অন্ধকার, কিছুই বুঝতে পারে না তাই অজ্ঞান অন্ধকার বলা হয় । বাবা এখন আলোর প্রকাশ দিতে এসেছেন । তাঁকে জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল বলা হয় । এখন তোমরাও সম্পূর্ণ জ্ঞান পেয়েছো । সে হলো মূল বতন, যেখানে তোমরা আত্মারা থাকো, তাকে ব্রহ্মাণ্ডও বলা হয় । এখানে রুদ্র যন্ত্র রচনা করা হয়, তাই বাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আত্মাদেরও পূজা করা হয়, কেননা তোমরা অনেকের কল্যাণ করো । বাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা প্রধানত ভারতের আর সাধারণ ভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মিক সেবা করো, তাই বাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মতো বাচ্চাদেরও পূজন হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মায়ার ঝড় তুফানকে দূর করার জন্য বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে । আত্মাকে যোগ অগ্নির দ্বারা প্রকৃত সোনা বানাতে হবে ।

২) অসীম জগতের বৈরাগী হয়ে এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে । দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে, নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে, তাই এর থেকে সন্ন্যাস নিতে হবে ।

বরদানঃ:- জ্ঞানের পয়েন্ট গুলিকে প্রতিদিন রিভাইজ করে সমাধান স্বরূপ হয়ে বেগমপুরের বাদশাহ ভব জ্ঞানের পয়েন্টস, যা ডায়রীতে বা বুদ্ধিতে থাকে, তা প্রতিদিন রিভাইজ করো, আর তাকে অনুভবে নিয়ে এসো, তাহলে যে কোনো প্রকারের সমস্যার সহজ সমাধান করতে পারবে । কখনোই ব্যর্থ সঙ্কল্পের হাতুড়ি দিয়ে সমস্যার পাথরকে ভেঙ্গে ফেলার প্রচেষ্টায় সময় নষ্ট করো না । "ড্রামা" শব্দের স্মৃতিতে হাই জাম্প দিয়ে এগিয়ে যাও । তখন এই পুরানো সংস্কার তোমাদের দাস হয়ে যাবে, কিন্তু প্রথমে বাদশাহ হও, হৃদয় সিংহাসনে আসীন হও ।

স্লোগানঃ:- প্রত্যেককে সম্মান দেওয়াই সম্মান প্রাপ্ত করা ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - সমগ্র দুনিয়াকে শান্তি দেওয়া এটা এক বাবারই কাজ, এইজন্য বলা হয় যে - হে শান্তিদাতা, তাই প্রাইজও বাবারই প্রাপ্ত হওয়া উচিতঃ”

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা বাবাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে পারে?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা বাবার সমান পবিত্র হয় - তারাই সম্পূর্ণরূপে বাবাকে অনুসরণ করতে পারে।

২- যারা পাক্ষা প্রেমিকা হয় তারাই এই প্রেমিককে অনুসরণ করতে পারে। এইরকম প্রেমিকাদেরই আমি সাথে করে নিয়ে যাই, এইজন্য শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে - গরুর লেজ ধরে পার হয়ে যায়। এখন এখানে গরুর বা লেজের তো কথাই নেই।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর...

ওম্ শান্তি । বাপ-দাদা দু'জনেই আছেন, তাই না ! এখন এটা তো বাচ্চারা জানে যে আত্মাদের বাবা হলেন শিব বাবা। এটাও তোমরা জানো যে, আমি হলাম পতিত-পাবন, আমি হলাম নিরাকার। তোমরাও হলে নিরাকার, শান্ত স্বরূপ। নিরাকার বাবাও হলেন শান্ত স্বরূপ, আত্মাও হলো শান্ত স্বরূপ। আত্মার স্বধর্মই হল শান্তি। তোমাদের বাসস্থান হলো শান্তিধাম। যখন যজ্ঞ ইত্যাদি রচনা হয়, তখন বলা হয় শান্তিদাতা কেননা শান্তির সাগর হলেন সেই পরমাত্মা। সমগ্র দুনিয়াকে শান্তি প্রদানকারী হলেন সেই বাবা। এই রকম অনেকেই আছে যাদেরকে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাইজ দেওয়া হয়। কখনো কাউকে প্রাইজ দেওয়া হলে তো বলবে এ' শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে বড়-বড়দের নাম নেওয়া হয়। এখন শান্তি তো চাই সমগ্র দুনিয়াতে। না হলে তো অশান্তিতে যারা থাকে তারা অন্যদেরকেও অশান্ত করবে। এটা হলই রাবণ রাজ্য। রাবণ হল শত্রু তাই না, রামকে শত্রু বলা হয়না। রামের কখনো কুশপুতলিকা দাহ করা হয় না। না ত্রৈলোক্য রামের, না পরমপিতা পরমাত্মার। রামরাজ্য তো সবাই চায় কিন্তু রাম রাজ্য কাকে বলা যায়, এটাও কেউই জানে না। কেবল বলে নতুন দুনিয়া হবে, নতুন দিল্লিতে রামরাজ্য হবে। নতুন দিল্লি বলে থাকে, নাম তো অনেক রাখা যায়। দিল্লি সকলের ক্যাপিটাল থাকে। দিল্লিই পরিস্থান ছিল। রাধাকৃষ্ণকেও সেখানেই দেখানো হয়। এঁনারা দুজনেই হলেন মুখ্য প্রিন্স প্রিন্সেস। কেবল দুজনেই নয় অবশ্যই আরো অনেকেই হবে। ৮ রাজগদির কথা গাওয়া হয়ে থাকে, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। সত্যযুগে অবশ্যই রাজস্ব আরো অনেকের থাকবে। এখানেও দেখা অনেক রাজস্ব আছে, বুদ্ধি হতে হতে অনেক হয়ে যায়। অমুক-অমুক গ্রামের মহারাজা, ছোট-ছোট গ্রামও অনেক আছে, তাই না! সত্যযুগে এতগুলো খোড়াই ছিল। সেখানে তো লক্ষ্মী-নারায়ণের নাম প্রখ্যাত ছিল। আড়াই হাজার বছর তাদের রাজ্য চলেছে। মনুষ্য বলে দেয় লক্ষ বছর হয়েছে, বিবেচনা করার বিষয়। এটা হল আত্মাদের জন্য ভোজন। বাবা এই আধ্যাত্মিক ভোজন প্রদান করছেন - তোমাদের বুদ্ধিকে, আত্মাকে। তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। ঋষি-মুনি ইত্যাদি সবাই বলেছিলেন যে - আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না। এখন বাচ্চারা তোমরা এই রকম বলবে না। তোমরা তো রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তকে জেনে গেছো। তোমরা নিজেদের ৮৪ র চক্রকেও জেনে গেছ। আদিতে তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে। পুনরায় মধ্যতে রাবণের প্রবেশতা হওয়ার কারণে বিকারী হয়ে গেছ। এখন হলো অন্ত। তোমরা জানো এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে পুনরায় আদি থেকে শুরু হবে। আদিতে হবে রামরাজ্য। মধ্য থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। এখন রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হয়ে পুনরায় রামরাজ্য শুরু হবে। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে তাইনা। এই হল সত্যনারায়ণের কথা। তোমরা জানো যে সকল শাস্ত্রের শিরোমনি হলো শ্রীমৎ গীতা। শ্রীমৎ পাওয়া যায় - শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। শ্রী বলা হয় শ্রেষ্ঠকে। বাচ্চারা জানে যে, এক গীতা শাস্ত্রই আছে যাকে দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা যায়, যার দ্বারা দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়, সঙ্গমে। সত্যযুগে তো কোনো পতিত হয় না যে পবিত্র বানাবে। এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন - গীতাকে পতিত-পাবনী বলা যায়না। গীতার দ্বারা পবিত্র হতে পারবে না। গীতার ভগবানকে পতিত-পাবন বলা হয়। এটা ভালোভাবে স্মরণ করো। গীতা হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। গীতার সময়েই মহাতারী মহাতারত লড়াই লেগেছিল, যার দ্বারা অনেক ধর্ম বিনাশ হয়ে এক ধর্ম স্থাপন হয়েছিল। গীতার জন্য বলা হয় - দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র বলা হয় না। ব্রাহ্মণের নাম গীতাতে নেই। পরমপিতা পরমাত্মাই এসে ব্রহ্মার দ্বারা এই সকল বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির সার বলেন। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে সত্য যুগে তো ব্রাহ্মণ হয় না। সেখানে হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ, দেবতার, ব্রহ্মার পর হল বিষ্ণু। চিত্রতেও দেখানো হয়েছে - ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুত্রীর স্থাপনা। ব্রহ্মা বিষ্ণু একত্রে থাকতে পারেন না। ব্রহ্মার দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হবে। এটা বিস্তারিত ভাবে বোঝার বিষয়। এখন বাচ্চারা তোমরা

শিব বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিষ্ক। তোমরা হলে অধিকারী তাইনা! মুখ্য ধর্মশাস্ত্র হলো চারটি, শ্রীমদ্ভগবদগীতা হলো প্রথম নম্বর শাস্ত্র, যার দ্বারা নম্বর ওয়ান ধর্মের স্থাপনা হয়। তারপরে আসে ইসলামী, বৌদ্ধি। এক গীতাই আছে যেখানে শ্রীমদ্ভগবদ গীতা লেখা হয়েছে। আর কোনও শাস্ত্রে শ্রীমৎ নেই। শ্রীমৎ ইসলামী বা শ্রীমৎ বৌদ্ধি শাস্ত্র বলা যায়না। শ্রীমদ্ভগবদ গীতা হলো এক। তার দ্বারা কোন ধর্ম স্থাপন করেছেন? আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা হয়েছে, আর এই স্থাপনা হয় অন্তিম সময়ে। এটা হল বোঝার বিষয়। এখন বাবা আমাদেরকে শিক্ষকের রূপে পড়াচ্ছেন - এটা বুদ্ধিতে থাকা চাই। বাবা আমাদের বাবা আবার টিচারও। বাবা পড়াশোনার দ্বারা সকলের সঙ্গতি করেন তাই তিনি সদ্ধরুও হয়ে গেলেন। বাবাকে সবাই স্মরণ করে। এখন গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তিনি তো জ্ঞানের সাগর নন। তাকে জ্ঞানের সাগর বাবা এইরকম বানিয়েছেন, তাই তিনি হয়ে গেলেন টিচার। এখানে তোমরা নতুন কথা শুনছো। শাস্ত্র ইত্যাদি তো অনেক পড়েছো শুনেওছো। এখন তোমরা বাবার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শুনছো। আগে তোমরা শরীরধারী মানুষের দ্বারা শুনেছিলে। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে - আমি আত্মা আসলে অশরীরী ছিলাম। পরবর্তীকালে পুনরায় শরীর ধারণ করেছি। বাবাও হলেন অশরীরী। শিবলিঙ্গ বানায় তাইনা। আত্মা শরীর দ্বারা তাঁকে পূজা করে। বলেও থাকে, হে পরমপিতা পরমাত্মা এসে আমাদের পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। লিপ্সের পূজা করতে থাকে। কিন্তু এটা খোড়াই বুঝতে পারে যে ইনিই হলেন পতিত-পাবন বাবা, যাকে আমরা আহ্বান করেছি। শিব হলেন ভগবান, ঈশ্বর। ব্যস, এইরকমই স্মরণ করতে থাকে। তাকে বাবা বলে তো বুদ্ধিতে আসে যে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। আমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাই আমরা পূজা করি। ভারতবাসীদের উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। কবে প্রাপ্ত হয়, এটাই ভুলে গেছে। এখন বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পেরেছ, বাচ্চারা বলে আমরা বাবার কাছে এসেছি। শিব বাবা ব্রহ্মা শরীরে এসে বোঝাচ্ছেন। ত্রিমূর্তি নাম প্রখ্যাত আছে। ত্রিমূর্তি মার্গ নাম রেখে দিয়েছে। বাবার মহিমা অনেক আছে। গানেও শোনা হয় - তিনি হলেন প্রেমের সাগর..., সকলের সঙ্গতি দাতা। সকলের সুখ শান্তিদাতা। সকলের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন। সকলের প্রিয় তাইনা। তাঁর থেকে প্রিয় জিনিস আর কিছু হতেই পারেনা। যে বাবা স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন তিনি অবশ্যই সকলের প্রিয় হবেন তাই না। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা। বলেন যে, বাচ্চারা, আমার থেকে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয় তাই না। তোমরা আত্মারা হলে ভাই-ভাই। এখন বাবার দ্বারা শুনছো। সকল আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে, বাবা এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। এখন আত্মা বলে যে, বাবা এসে গেছেন পবিত্র বানাতে। বলেন যে বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমাদেরকে পবিত্র বানাতে এসেছিলাম। এখন এই বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমাদের সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বলেও থাকে যে - হে পতিত-পাবন এসো অথবা তালি বাজাতে থাকে, চিৎকার করে কাঁদতে থাকে - হে পতিত-পাবন সীতারাম... নিজেকে পতিত মনে করে তাই না। এটা হলই নরক। একে রৌরব নরক বলা যায়। গরুড় পুরাণে তো অনেক ভয়ঙ্কর কথা লিখে দিয়েছে যে এসব করলে এটা হবে, এটা হবে...পুনরায় বলে দেয় - গরুর লেজ ধরলে স্বর্গে চলে যাবে। এইরকম কিছু লেখা আছে। এখন জানোয়ারের তো ব্যাপারই নেই। তোমরা হলে গোমাতা, তাই না। তোমাদের লেজ বা তোমাদের পিঠ যতক্ষণ কেউ না ধরে ততক্ষণ রাস্তা প্রাপ্ত হতে পারেনা। লেজ তো নেই। বলেও থাকে তোমার লেজ ধরে পার হয়ে যাবে। এখন এখানে লেজ তো ধরতে হয় না, কিন্তু ফলো করতে হয়। সন্ন্যাসীদের অনুসরণকারী তো অনেক আছে কিন্তু অনুসরণ করা অর্থাৎ পবিত্র হওয়া। তোমরাই তো হলে সত্যিকারের অনুসরণকারী। শিব বাবা বলেন যে আমি এসেছি তোমাদের সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। পবিত্র না হলে অনুসরণ করতে পারবে না। শিব বাবাকে সম্পূর্ণরূপে ফলো করতে হবে। তোমরা এখানে বসে আছো অনুসরণ করার জন্য। ভক্তি মার্গেও আমাকে স্মরণ করেছিলে। তোমরা জানো আত্মারাই হলো প্রেমিকা, পরমাত্মা হলেন প্রেমিক। আত্মারা তাঁকে স্মরণ করে আর তিনি এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি বলেন যে আমাকে অনুসরণ করো তাহলে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে যাব। কিভাবে অনুসরণ করবে সেটাও বুঝিয়ে দেন - আমি হলাম পবিত্র, তোমরা হলে পতিত। তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। বিকারী তো অনুসরণ করতে পারেনা। অনুসরণ করার জন্য আমার সমান পবিত্র হও। আমি কি পতিতদেরকে নিজের সাথে শান্তিধামে নিয়ে যাব। এত সব মানুষ ভক্তি, তপস্যা, দান, পূণ্য ইত্যাদি করে এসেছে - মুক্তি পাওয়ার জন্য কেননা এখানে দুঃখ আছে আর তারা চায় - আমরা নিজের বাড়ি ফিরে যাব। বাবা বলেন যে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। আমি হলাম পবিত্র, তবেই তো তোমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছি। আমি আসিও ব্রহ্মার শরীরে। আমি হলাম রচয়িতা, আমি এই ব্রহ্মার শরীরে আসি। দেখানো হয় যে ব্রহ্মার দ্বারা বাবা দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। তোমরা হলে বি.কে। এখন জানো যে শিব বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। বাবা বলেন যে - আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি - পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাব। আর অন্য কোনও উপায় নেই। বলে যে - পতিত-পাবন বা দৃষ্টি উপরে যায় কিংবা জলের দিকে তাকায়। গঙ্গা তো পতিত-পাবনী নয়। এ' তো সাগর থেকে নির্গত হওয়া নদী। এখন লেজ তো তোমাদের ধরতে হবে।

বাবা বলেন যে - তোমাদেরকে পবিত্র হতেই হবে, আমাকে ফলো করতে হবে, তবেই সাথে যেতে পারবে। বাবা বলেন যে - তোমরা আমার সাথে ছিলে, এখন ৮৪ র চক্র লাগিয়ে পতিত হয়ে গেছে। এখন পুনরায় আমাকে স্মরণ করো তাহলে পবিত্র হবে। সন্ন্যাসীও গৃহস্থীকে বলে যে ফলো করতে হলে তো ঘর-বাড়ি ত্যাগ করো। বাবা বলেন যে - আমি পরমধামে থাকি, তোমরাও যাবে, নাকি এখানেই বিষয়ে সাগরে থাকতে ভালো লাগছে। তোমরা তো ডেকে এসেছ - হে পতিত-পাবন এসো। এখন বাবা এসেছেন সাথে নিয়ে যেতে। প্রতি কল্পে এসে তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাই। পুনরায় সত্যযুগে তোমরা অনেক সুখি থাকবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন তাই না। এঁাদেরকে এতো সুখ কে দিয়েছেন? হেভেনলি গডফাদার। বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তোমরা আমার জয়ন্তী পালন করে থাকো। পরমপিতা পরমাত্মার জয়ন্তী সকল ভারতবাসীরাই পালন করে। এটাই হলো আমার জন্মভূমি। খ্রিস্টানরা খোড়াই পালন করবে। তারা তো যীশু খ্রীষ্টকে মান্যতা দেয়। শিব জয়ন্তী ভারতবাসীরাই পালন করে। এটা হল সকলের পতিত-পাবন বাবার জন্মভূমি। বাবা সবাইকে সুখ প্রদান করেন। সকলকে মুক্তি দেন। তাই ভারত কতইনা মহান।

বাবা জানেন যে ড্রামা অনুসারে যখন আমার বাচ্চারা অনেক দুঃখী হয়ে যায়, তখন আমি আসি - উত্তরাধিকার প্রদান করতে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর... বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। তিনি বলেন যে - আমাকে অনুসরণ করো। এটা জানো যে আমি আত্মা বিকারী হয়ে গেছি। এই জন্য শরীরও বিকারী হয়ে গেছে। সত্য যুগে আত্মা পবিত্র থাকে তাই শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বলছেন যে বাচ্চারা - পবিত্র হও। স্মরণের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য “আমি আত্মা হলাম ভাই-ভাই”- এটা পাকা করতে হবে। অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে থাকতে হবে। যেরকম বাবা হলেন প্রিয়'র থেকেও প্রিয়তম, সেই রকমই প্রিয় হতে হবে।

২) বাবার সমান পবিত্র হয়ে বাবাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে। বাবার সাথে পুনরায় বাড়িতে শান্তিধামে যাওয়ার জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ-

স্মরণের আধারে মায়ার নোংরার থেকে দূরে থেকে সর্বদা চিয়ারফুল ভব যেকোনও বিষয়ই সামনে আসুক, তা কেবল বাবার উপর ছেড়ে দাও। হৃদয় থেকে বলো - “বাবা”। তাহলে সব কথার অবসান হয়ে যাবে। এই বাবা শব্দ হৃদয় থেকে বলাই হল জাদু। মায়া সবার প্রথমে বাবাকেই ভুলিয়ে দেয়, সেইজন্য কেবলমাত্র এই কথার উপর একাগ্র হও তাহলে কমল পুষ্পের মতো নিজেকে অনুভব করবে। স্মরণের আধারে মায়ার সমস্যাগুলির নোংরা থেকে সর্বদা উপরে থাকো। কখনো কোনও কথাতে দোলাচলে আসবে না। সর্বদা একটাই মুড হবে চিয়ারফুল।

স্লোগানঃ-

পবিত্রতার ধারণা বা ধর্মকে জীবনে যে ধারণ করে, সে-ই হল মহান আত্মা।

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমরা বিকারকে দান করে দিলে তোমাদের উপর থেকে রাহু নেমে যাবে, বিকারকে দান করে গ্রহণ থেকে মুক্ত হও"

- *প্রশ্ন:- বৃষ্ণপতি পিতা তাঁর বাচ্চাদের ভারতবর্ষের উপর বৃহস্পতির দশাকে অধিষ্ঠিত করার জন্য কোন্ স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেন ?
- *উত্তর:- হে ভারতবাসী বাচ্চারা, তোমাদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম অতি শ্রেষ্ঠ ছিল, তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে। তোমরা সাগরের সন্তান কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছে, তোমাদের উপর গ্রহণ লেগেছে। এখন আমি পুনরায় তোমাদের সুন্দর করে তুলতে এসেছি, এই স্মৃতি দ্বারাই বৃহস্পতির দশা অধিষ্ঠিত হবে।
- *গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি । কার মহিমা শুনছ ? অসীম জগতের পিতা যিনি উচ্চ থেকে উচ্চতর পরমপিতা পরমাত্মা তাঁর মহিমা। লৌকিক পিতার জন্য একথা বলা হয় না। বাচ্চারা জানে সমস্ত আত্মাদের পারলৌকিক পিতা - তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর। তাঁর নাম শিব। নাম রূপ ছাড়া কোনো জিনিস হতে পারে না। এই সময় সবার উপরেই রাহুর গ্রহণ লেগেছে, সেইজন্যই একে আয়রন এজ ওয়ার্ল্ড বলা হয়। দশাও অনেক রকম হয়। বৃহস্পতির দশা, শুক্রের দশা....এখন তোমাদের উপর বৃহস্পতির দশা চলছে। যাঁর মহিমা শুনছ, উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবান শিববাবা। ওঁনার প্রকৃত নাম শিব। এছাড়াও অনেকানেক নাম রাখা হয়েছে (ভক্তি মার্গে)। প্রকৃত নাম শিববাবা। বাবা বোঝান আমি চৈতন্য বীজ রূপ। সত্য চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বলা হয় আবার সুখের সাগর, আনন্দের সাগর, শান্তির সাগরও বলা হয়। সম্পূর্ণ মহিমা শুধুমাত্র তাঁর জন্যই। ভারতবাসীরা মহিমা করে কিন্তু কিছুই জানে না। তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পাথর হয়ে গেছে। কে বানিয়েছে পাথরবুদ্ধি ? রাবণ। সত্যযুগে ভারতবাসীরা পারশবুদ্ধির ছিল, আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে এই ভারতবর্ষ পারশপুরি ছিল, যেখানে দেবী-দেবতারা বাস করত। ভারত অবিনাশী খন্ড গাওয়াও হয়ে থাকে। ভারতেই পারশবুদ্ধির দেবতারা ছিল, এই সময় পাথরবুদ্ধি পতিতদের বাস। কিভাবে পতিতে পরিণত হয়, একথাও বাবা বুঝিয়েছেন। দ্বাপর থেকে যখন কাম চিতায় বস তখনই কালো হয়ে যাও। কাম অগ্নিতে সব ভস্ম হয়ে গেছে (পবিত্রতা)। প্রধানত ভারতের জন্যই এ'কথা বলা হয়। ভারতে পারশবুদ্ধি দেবতাদের রাজ্য ছিল, তাকে বিষ্ণুপুরী, রামরাজ্যও বলা হয়। এ'সবই বাবা এসে বলেন। তিনি বলেন মিষ্টি-মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা তোমরা যখন সত্যযুগে ছিলে, সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে। এই ছিল তোমাদের মহিমা। ওখানে বিকার নেই। দ্বাপর থেকে রাবণ এবং ৫ বিকারের রাজ্য শুরু হয়েছে। রামরাজ্য পরিবর্তন হয়ে রাবণ রাজ্যে পরিণত হয়। এখন গ্রহণ লেগেছে। ভারত সম্পূর্ণ রূপে কালো হয়ে গেছে। বৃহস্পতির দশা সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতে বৃহস্পতির দশা ছিল সত্যযুগে। তারপর ত্রেতায় শুক্রের দশা শুরু হলে দুই কলা কমে যায়। সেই যুগকে বলা হয় সিলভার এজ। তারপর দ্বাপর এবং কলিযুগ আসে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেই শনির দশা শুরু হয়েছিল। এই সময় সবার উপরেই রাহুর দশা চলছে, সূর্য গ্রহণ লাগলে বলা হয় দান দিলে গ্রহণ ছেড়ে যাবে।

এখন অসীম জগতের পিতা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন — এ হলো রুহানী (আত্মিক) জ্ঞান। এটা কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান নয়। শাস্ত্রের জ্ঞানকে ভক্তি মার্গ বলা হয়। সত্যযুগ, ত্রেতায় ভক্তি হয়না। জ্ঞান আর ভক্তি তারপর আসে বৈরাগ্য অর্থাৎ এই পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হয়। এখন হলো শূদ্র বর্ণ। ওরা বিরাট রূপে চিত্র নির্মাণ করে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্বিয়, বৈশ্য, শূদ্র দেখিয়ে থাকে। এ'হলো ভারতের কাহিনী। বিরাট রূপ তৈরি করে কিন্তু পাথরবুদ্ধি হওয়ার কারণে কিছুই জানে না। কেন হয় পাথরবুদ্ধি? কেননা পতিত হয়ে যায়। ভারতবাসীরাই পারশবুদ্ধির ছিল, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, তখন অন্য কোনো খন্ড ছিল না। বাবা সব বুঝিয়ে বলেন। রাজযোগ কে শেখান? শিবাচার্য। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। কোনো মানুষকে জ্ঞানের সাগর, সবার পতিত-পাবন বলা যেতে পারে না। সবার মুক্তিদাতা একজনই বাবা। বাবা স্বয়ং আসেন — রাবণ থেকে মুক্ত করতে, তারপর স্বয়ং গাইড হয়ে নিয়ে যান। তাঁকে রুহানী পান্ডাও বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন — আমি সব আত্মাদের পান্ডা, সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমার মতো গাইড কেউ হতে পারে না। বলাও হয়ে থাকে গডফাদার ইজ লিবরেটর (মুক্তিদাতা), গাইড (পথ প্রদর্শক), ব্লিসফুল (সুখদাতা)... তিনি সবাইকে দয়া করেন। কেননা সাগরের সন্তানরা কাম চিতায় বসে পুড়ে মরেছে। এই কথা বিশেষভাবে

ভারতের জন্য। বাবা বলেন — তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে। এখন কাম চিতায় বসে তোমরা কি হয়ে গেছ ! এখন আবারও বাবা এসেছেন। বৃক্ষপতি বাবা এসে মানুষ মাত্রেই সবার উপর বৃহস্পতির দশা শুরু করেন। বিশেষ করে ভারত। সাধারণ বিশ্বের উপর এই সময় রাত্রির গ্রহণ চলছে। বাবা বলেন — আমি এসেই বিশেষ রূপে ভারত এবং অবশিষ্ট দুনিয়ার গতি-সদ্বৃতি করিয়ে থাকি।

তোমরা এখানে এসেছ পারশবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার জন্য। সর্বাধিক প্রিয় পিতা — সমস্ত প্রেমিদের একমাত্র প্রিয়জন। সমস্ত ধর্মের মানুষ লিঙ্গ অবশ্যই নির্মাণ করে কারণ তিনি সকলের পিতা। শিবের মন্দিরও ভারতে অনেক আছে, যাকে শিবালয় বলা হয়, থাকার জায়গা। সত্যযুগে দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ বাস করে, কিন্তু ঐ ধর্ম কবে ছিল, তাদের রাজ্য কখন ছিল... কিছুই জানা নেই। সত্যযুগের আয়ু দীর্ঘ বলে লিখিত আছে। বাবা বসে বোঝান তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা বসেছে - ২১ জন্মের জন্য। বৃক্ষপতি হলেন জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন, যাঁকে সবাই আহ্বান করে থাকে। তুমিই মাতা-পিতা আমরা তোমার সন্তান, সবাই তাঁর মহিমা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষেই সত্য এবং ত্রেতাযুগে অগাধ সুখ ছিল। যখন বাবাই হেভেনলি গড ফাদার, স্বর্গের রচয়িতা তখন তো আমাদেরও স্বর্গে থাকা উচিত। বাবা বোঝান তোমরাও স্বর্গবাসী ছিলে, এখন নরকবাসী হয়ে গেছ। ভারতেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। যেমন খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা তাদের খ্রীস্টান ধর্ম নিয়েই চালিয়ে যেতে থাকে। বাবা বলেন — তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা নিজের ধর্মকে কিভাবে ভুলে গেলে ! তোমরা তো দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে।

বাবা মনে করিয়ে দেন— তোমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কর্ম ছিল । এখন তোমরা নীচ, পাপী, কাণ্ডাল হয়ে পড়েছ, তোমরাই হলে দেবতাদের পূজারী, তবে নিজেদের হিন্দু কেন বল ? ভারতের আজ এই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। যারা দেবতা ধর্মের ছিল তারাই আজ বিকারগ্রস্ত হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা বলতে পারে না। বাবা বলেন — এখন এই পতিত দুনিয়ার অন্তিম সময়, মহাভারতের লড়াই প্রস্তুতির পথে । ভগবানুবাচ — আমি তোমাদের সত্যযুগের জন্য রাজযোগ শেখাই। ভগবান তো একজনই, আমরা তাঁর সন্তানরা শালিগ্রাম । বাবা বলেন — তোমরা যারা পূজ্য ছিলে তারাই ভক্ত পূজারী হয়ে গেছ। এখন আবার ঈশ্বরীয় জ্ঞান ধারণ করছ পূজ্য দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। তারপর আবারও দ্বাপরে এসে পূজ্য থেকে পূজারি হবে। তোমরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে তারাই এসে ব্রহ্মা কুমার কুমারী হবে। ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা -- গাওয়াও হয়ে থাকে। প্রজাপিতা যখন নিশ্চয়ই অসংখ্য বাচ্চাও হবে। অবশ্যই এখানে হওয়া উচিত। কত অসংখ্য প্রজা। এই ব্রাহ্মণদেরই দেবতা হতে হবে। বাবা এসে শূদ্রদের পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করেন। এই সঙ্গম যুগেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। এটা হলো কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ। এই লড়াইকেই কল্যাণকারী বলা হয়। এই বিনাশের পরেই স্বর্গের গেট খোলে। তোমরা এখানে এসেছ স্বর্গ বাসী হতে বা বিষ্ণুপুরীতে যেতে। বাচ্চারা তোমাদের উপর এখন অবিনাশী বৃহস্পতির দশা। একে ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা হয়। তারপর যখন দুই কলা কমে যায় তখন শুক্রের দশা শুরু হয়। সত্যযুগে বৃহস্পতির দশা থাকে তারপর ত্রেতায় শুক্রের দশা শুরু হয়। তারপর নিচে নামতে-নামতে যেমন অধঃপতন হয়, শুরু হয় মঙ্গলের, শনির, রাত্রির দশা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে অশুভ দশার ঘূর্ণন অব্যাহত রয়েছে। এখন বাবা দ্বারা বৃহস্পতির দশা শুরু হয়েছে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। উনি তোমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গরক্ষ। বাকি সবকিছু মিথ্যে, কেউ সদ্বৃতি দিতে পারে না। একে বলে বিকারগ্রস্ত দুনিয়া। সত্যযুগ বিকারহীন দুনিয়া। এই বিকারগ্রস্ত দুনিয়াতে সবাই দুখী। লড়াই মারামারি ইত্যাদি কত কি হয়েই চলেছে, একে বলে বিনা কারণে রক্তপাত কোনো কারণ ছাড়াই কিই না কি করে চলেছে। একটা বোমা নিষ্ক্ষেপ করলেই সব শেষ হয়ে যাবে। এখন সেই সময় সঙ্গম যুগ। তোমরা দেবতাদের জন্য নতুন দুনিয়া প্রয়োজন। সুতরাং বাবা বলেন — মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা মন্বনাতব। এই কথা কোন বাবা বললেন? শিববাবা। তিনি হলেন নিরাকার। নিরাকার তো তোমরাও। কিন্তু তোমাদের পুনর্জন্মে আসতে হয়, আমাকে আসতে হয় না। এই সময় সবাই পতিত, একজনও পবিত্র নয়। পতিত হতেই হবে। সত্যো-রজো-তমোর মধ্য দিয়ে নামতে হবে। এই সময় সম্পূর্ণ কল্প বৃক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। দুনিয়া সম্পূর্ণ রূপে পুরানো হয়ে গেছে। এখন পুনরায় তাকে নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। পতিত দুনিয়াতে দেখো কত মানুষ। পবিত্র দুনিয়াতে অল্প সংখ্যক রাজত্ব করবে। সেখানে একটাই ধর্ম অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। ভারতকেই হেভেন বলা হয়। গাওয়াও হয়ে থাকে — প্রত্যেকের মধ্যে একটি সূর্য, একটি চাঁদ....। সত্যযুগে ৯ লক্ষ থাকবে, পরে ধীরে-ধীরে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। প্রথমে ফুলের গাছ খুব ছোট হয়, কাঁটার বন-জঙ্গল কত বড় হয়। দিল্লিতে মুঘল গার্ডেন দেখো কত সুন্দর। ওর থেকে বড় গার্ডেন নেই। ফরেস্ট অনেক বড় হয়। সত্যযুগের গার্ডেনও খুব ছোট। তারপর বৃদ্ধি পেতে-পেতে বড় হতে থাকে। এখন তো কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। রাবণ এলেই কাঁটার জঙ্গলে পরিণত হয়। এখন হলো কাঁটার জঙ্গল। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে একে অপরকে মারতে

থাকে। তাদের এতো রাগ, যে তাদের বানরের থেকেও নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করা হয়। সুতরাং বাবা বলেন — আমার প্রিয় বাচ্চারা তোমাদের উপর এখন বৃক্ষপতির দশা। এখন দান (৫ বিকার) দিলে গ্রহণ ছেড়ে যাবে। সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানেই হতে হবে।

তারপর এই শরীর ত্যাগ করে শিবালয়ে যাবে। শিবালয়ে অতিব সুখ। সেখানে দেবী-দেবতাদের রাজ্য। সত্যযুগকেই বলা হয় শিবালয়, কলিযুগকে বলা হয় বেশ্যালয়। এই বেশ্যালয় রাবণ দ্বারা স্থাপন হয়েছে। এখন বাবা বলছেন — পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে, কিভাবে হবে? ত্রিবেণীতে, গঙ্গায় স্নান করলেই কি পবিত্র হতে পারবে? এটা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে এসেছে। কোটি সংখ্যক মানুষ ওখানে স্নান করে। অসংখ্য নদী, পুকুর ইত্যাদি আছে, যেখানেই জল দেখে গিয়ে স্নান করে কেননা নিজেকে পতিত মনে করে। এখন পারশনাথ তোমাদের পারশবুদ্ধি করে তুলছেন। সুতরাং এমন পারশনাথ বাবাকে কত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের বাগিচায় যাওয়ার জন্য যা কিছু কাঁটা (বিকার) আছে তাকে বের করে দিতে হবে। পারশবুদ্ধি করে তুলছেন যিনি সেই বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে।

২) এই কল্যাণকারী সঙ্গম যুগে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, তারপর দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। রাহুর গ্রহণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিকারকে দান করতে হবে।

বরদানঃ-

সংগঠনে একমত আর একরস স্থিতির দ্বারা সফলতা প্রাপ্তকারী প্রকৃত স্নেহী ভব
সংগঠনে একজন কিছু বলল আর অপরজন সেটা মানল— একেই বলে প্রকৃত স্নেহের রেসপন্স। এমনই স্নেহী বাচ্চাদের দৃষ্টান্ত দেখে আরও অনেকেই সম্পর্কে আসার জন্য সাহস অর্জন করে। সংগঠনও সেবার সাধন হয়ে যায়। যেখানে মায়া দেখে যে এদের ইউনিটি মজবুত এবং ভালো, সেখানে প্রবেশাধিকারের সাহস দেখায় না। একমত আর একরসের সংস্কারই সত্যযুগে এক রাজ্যের স্থাপনা করে থাকে।

স্লোগানঃ-

কর্ম আর যোগের মধ্যে ভারসাম্য বজায়কারীরাই হলো সফল যোগী।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো, তোমরা বাবার দ্বারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো, তাই তোমরা হলে ঈশ্বরে বিশ্বাসী”

*প্রশ্ন:- বাবার কোন্ টাইটেল ধর্মস্থাপকদের প্রদান করা যাবে না ?

*উত্তর:- বাবা হলেন সন্ন্যাসী । কোনো ধর্ম স্থাপককে গুরু বলা হবে না, কারণ গুরু দুঃখ থেকে মুক্ত করেন, সুখের জগতে নিয়ে যান। ধর্ম স্থাপকদের অনুসরণ করে তাদের ধর্মের আত্মারা উপর থেকে নীচে আসে, তারা কাউকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। বাবা যখন আসেন তখন সব আত্মাদের ঘরে অর্থাৎ পরমধাম নিয়ে যান তাই বাবা হলেন সকলের সদগুরু।

*গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চলো....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রুপী বাচ্চারা গানের লাইন শুনলো। এ হল পাপের দুনিয়া। বাচ্চারাও জানে, এ হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। নিশ্চয়ই পুণ্য আত্মাদের কোনো দুনিয়াও ছিলো, যাকে স্বর্গ বলা হয়। পাপ আত্মাদের দুনিয়াকে বলা হয় নরক। ভারতেই স্বর্গ ও নরকের খুব আলোচনা হয়। মানুষ মরলে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে, এর অর্থ হল নরকবাসী ছিল। পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় গেছে। কিন্তু মানুষ তো কিছুই জানে না, যা ইচ্ছা হয় তাই বলে। যথার্থ অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনা।

বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদেরকে আশা দেন যে এখন একটু ধৈর্য ধরো। তোমরা পাপের ভারে খুব ভারী হয়েছে। এখন তোমাদেরকে পুণ্য আত্মা হয়ে এমন দুনিয়ায় নিয়ে যাই, যাকে স্বর্গ বলা হয়। সেখানে না আছে পাপ, না কোনো দুঃখ হবে। বাচ্চারা ধৈর্য শক্তি প্রাপ্ত করেছে। আজ এইখানে আছে কাল শান্তিধাম, সুখধামে যাবে। যেমন রুগী মানুষ একটু সুস্থ হয়ে উঠলে ডাক্তার ধৈর্য ধারণ করতে বলে - খুব শীঘ্র তুমি ভালো হয়ে যাবে। এখন এই হল অসীমের ধৈর্য। অসীম জগতের পিতা বলেন - তোমরা তো দুঃখী পতিত হয়েছে। বাচ্চারা, এখন আমি তোমাদেরকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে দিচ্ছি। তারপর রচনার পরিচয়ও দেন। ঋষি মুনি ইত্যাদি বলে এসেছে আমরা রচয়িতা ও রচনাকে জানি না। তাহলে কে জানে। কবে ও কীভাবে জানতে পারা যাবে, সে কথা কেউ জানেনা। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কথা কেউ জানেই না। বাবা বলেন - আমি সঙ্গমযুগে এসে ড্রামা অনুসারে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদেরকে সর্বপ্রথম ঈশ্বরে বিশ্বাসী বানাই তারপরে তোমাদেরকে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলি অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলি। তোমরা জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত করো। চোখের জ্যোতি হারিয়ে গেলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। এই সময় মানুষের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। মানুষ হয়ে পিতা এবং পিতার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে না জানলে তাকে বুদ্ধি হীন বলা হবে। গানেও আছে - এক অন্ধের সন্তানও অন্ধ। অন্য জন সুন্দর। দেখানো হয় - মহাভারত যুদ্ধ হয়েছিল এবং এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল। বাবা এসে আত্মাদেরকে রাজ যোগ শিখিয়ে ছিলেন - সত্যযুগী স্বরাজ্য প্রদান করার জন্য। আত্মারা বলে আমি রাজা, আমি ব্যারিস্টার। তোমাদের আত্মা এখন জানে - আমরা বিশ্বের স্ব রাজ্য প্রাপ্ত করছি - বিশ্বের রচয়িতা পিতার দ্বারা। উনি কিসের রচয়িতা ? নতুন দুনিয়ার। বাবা নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। উনি হলেন ক্রিয়েটর তার ওঁনার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রি একজনও জানে না। কারো কাছে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। বাবা ব্যতীত কেই জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করতে পারে না। বিশ্বের হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতন.... এই সব তোমরা জানো। মূল বতন হল আত্মাদের সৃষ্টি। সন্ন্যাসী বলে আমরা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবো বা জ্যোতি জ্যোতিতে বিলীন হবে। এমন নয়। তোমরা জানো ব্রহ্ম তত্ত্ব গিয়ে বাস করবো। ওই হল শান্তিধাম আমাদের ঘর। তারা বলে ব্রহ্ম হল ভগবান, কতখানি তফাৎ। ব্রহ্ম তো হল তত্ত্ব। যেমন আকাশ তত্ত্ব, তেমনই ব্রহ্মও হল তত্ত্ব। যেখানে আমরা আত্মারা এবং পরম পিতা পরমাত্মা বাস করেন, তারই নাম সুইট হোম। ওটা হল আত্মাদের ঘর। বাচ্চারা জেনেছে, ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব কোনো আত্মা বিলীন হয়ে না এবং আত্মারা কখনো বিনাশ প্রাপ্ত করে না। আত্মারা হল অবিনাশী। এইরূপ ড্রামা নির্দিষ্ট আছে। এই ড্রামাতে বিভিন্ন রকমের অভিনেতা আছে। এখন হল সঙ্গমযুগ, যখন সব অভিনেতার উপস্থিতি আছে। নাটক পূর্ণ হয় তখন সব অভিনেতার, ক্রিয়েটর ইত্যাদি সবাই এসে স্টেজে হাজির হয়। এই সময় এই অসীমের ড্রামাও পুরো হচ্ছে যা পুনরায় রিপিট হবে। ওই জাগতিক নাটকে পরিবর্তন হতে পারে। ড্রামা পুরানো হয়ে যায়। এই অসীমের ড্রামা হল অনাদি অবিনাশী। বাবা ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী বানান। দেবতার ত্রিকালদর্শী নয়। শূদ্র বর্ণের মানুষও ত্রিকালদর্শী হয় না।

ত্রিকালদর্শী তো কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই হও। যতক্ষণ ব্রাহ্মণ হবে না ততক্ষণ জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হবে না। তোমরা বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে, সব ধর্মকে জানো। তোমরাও মাস্টার নলেজফুল হয়ে যাও। বাবা বাচ্চাদেরকে নিজের মতন বানাবেন তাইনা। জ্ঞানের সাগর তো হলেন একমাত্র বাবা, উনি সব আত্মাদের পিতা। সব বাচ্চাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে ত্রিকালদর্শী বানান। বাচ্চারা, এখন সবাইকে তোমরা এই কথা বলবে যে শিববাবা এসেছেন, তাঁকে স্মরণ করো। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয় তারা বাবাকে ভালোবাসে। তোমাদের জন্য বাবারও ভালোবাসা আছে। তোমাদেরকে স্বর্গের অধিকার দেন। গায়ন আছে বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনাশক্তি এবং বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী। গীতায় কোনো কোনো শব্দ প্রকৃত সত্য। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা হল সর্বোত্তম শাস্ত্র। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। এই কথাও বোঝানো হয়েছে মুখ্য ধর্ম শাস্ত্র হল ৪-টি এবং অন্য ধর্ম যেগুলি আছে তারা আসে কেবল ধর্ম স্থাপন করতে। রাজস্বের কথা নেই। তাদেরকে গুরুও বলা যাবে না। গুরুর কর্তব্য হল - সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। ইব্রাহিম, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ইত্যাদি তো আসেন পরে তাদের অনুসরণ করে তাদের বংশধররাও আসে। গুরু দুঃখ থেকে মুক্ত করেন এবং সুখের জগতে নিয়ে যান। তারা তো কেবল ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। এখানে তো অনেককে গুরু বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও গুরু বলা হবে না। একমাত্র শিববাবা ই হলেন সর্বের সদগতি দাতা। আহবানও করে একমাত্র রামকে। শিববাবাকও রাম বলা হয়। অনেক ভাষা আছে, তো নামও অনেক রেখেছে। আসলে নাম হল শিব। তাঁকে সোমনাথও বলা হয়। সোমরস পান করালেন অর্থাৎ জ্ঞান ধন প্রদান করেন। যদিও পানীয় জল ইত্যাদির কোনো কথা নেই। তোমাদেরকে সম্মুখে নলেজফুল, ক্লিসফুল বানাচ্ছেন। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের নদী বানাও। সাগর হয় একটি। একটি সাগর থেকে অনেক নদীর জন্ম হয়। এখন তোমরা হলে সঙ্গমে। এই সময় সম্পূর্ণ পৃথিবী জুড়ে রাবণের স্থান। শুধুমাত্র একটি লক্ষা ছিল না, সম্পূর্ণ পৃথিবীতে রাবণের রাজত্ব আছে। রামরাজ্যে খুব কম মানুষ হবে। এই কথা শুধু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবা বুঝিয়েছেন - আমি ৩-টি ধর্ম স্থাপন করি - ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়। তারপরে বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে অন্য সবাই এসে নিজের-নিজের ধর্ম স্থাপন করে। অনেক ধর্মের বিনাশও বাবা করেন। ভারতে ত্রিমূর্তির চিত্রও বানানো হয়েছে। কিন্তু তাতে শিবের চিত্র লুপ্ত করে দিয়েছে। শিবের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরম পিতা পরমাত্মা শিব ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণু দ্বারা পালনা অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ করান, তাঁকেই করনকরাবনহার (যিনি করান) বলা হয়। বাবা নিজেও কর্ম করেন, বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদেরকেও শেখান। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিও বুঝিয়ে দেন। রাবণ রাজ্যে তোমরা যা কর্ম করো সেসব বিকর্ম হয়ে যায়। সত্যযুগে যে কর্ম করো তা অকর্ম হয়ে যায়। এখানে বিকর্ম ই হয় কারণ এই হল রাবণের রাজ্য। সত্যযুগে ৫ বিকার থাকে না। এক একটি কথা বুঝতে হবে এবং সেকেন্ডে বোঝানো হয়। ওম - শব্দের অর্থ তারা বিস্তারিত ভাবে বোঝায়। বাবা বলেন - ওম অর্থাৎ অহম্ আত্মা এবং এই হল আমার শরীর। কতখানি সহজ। তোমরা ভাবছো আমরা সুখধামে যাই। কৃষ্ণের মন্দিরকে সুখধাম বলা হয়। বলাও হয় কৃষ্ণ পুরী। মাতারা কৃষ্ণপুরী যাওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করে। তোমরা এখন ভক্তি করোনা। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো অন্য কোনো মানুষ মাত্রই এই জ্ঞান নেই। আমি তোমাদেরকে পবিত্র করে নিয়ে যাই, তাহলে পতিত কে বানায় ? এই কথার উত্তর কেউ দিতে পারে না। মেল অথবা ফিমেল সবাই হল ভক্তি, সবাই হল সীতা। সকলের সদগতি করেন বাবা। সবাই রাবণের কারাগারে আছে। এই হল দুঃখ ধাম। বাবা তোমাদেরকে সুখধামের মালিক বানিয়ে দেন। এমন বাবাকে ৫ হাজার বছর পরে শুধুমাত্র তোমরা দেখছো। লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মার ও এখন নলেজ আছে। আমরা শৈশবে এমন রূপে থাকি (কৃষ্ণ রূপে) তারপরে বড় হই, এমন করে শরীর ত্যাগ করবো। পরের জন্ম যাবো কারো এই নলেজ নেই।

বাবা বলেন - তোমরা সবাই হলে পার্বতী, শিববাবা তোমাদেরকে অমর কাহিনী শোনাচ্ছেন - অমর বানানোর জন্য, অমরলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই হল মৃত্যু লোক। তোমরা সবাই পার্বতী, তোমরা অমরনাথের দ্বারা অমরকাহিনী শুনছো। তোমরা সত্য স্বরূপে পরিণত হও শুধু বাবাকে স্মরণ করে তোমাদের আত্মা অমর হয়, যেখানে দুঃখের কোনো কথা নেই। যেমন সর্প এক খোলস ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। এইসব দৃষ্টান্ত হল সঙ্গমের। ভ্রমরির দৃষ্টান্তও হল এখানকার। তোমরা ব্রাহ্মণরা কি করো ? বিকারগ্রস্ত কীট গুলিকে পরিবর্তন করে দেবতা বানাও। মানুষের কথাই বলা হচ্ছে। ভ্রমরির এই হল একটি দৃষ্টান্ত। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন বাবার দ্বারা অমর কাহিনী শুনছো, অন্যদেরকে বসে নলেজ শোনাছো, যাতে মানুষ থেকে দেবতা, স্বর্গের পরী হতে পারে। এমন নয় যে মান সরোবরে ডুব দিয়ে কেউ পরী হয়ে যাবে। এইসব হল মিথ্যা। তোমরা মিথ্যা কথা শুনে এসেছো, এখন বাবা সত্য কথা বলে দিচ্ছেন। এখন বাবা বলছেন - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা বুঝেছো নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা এই মুখ দ্বারা (ব্রহ্মার মুখ দ্বারা) জ্ঞান শোনাচ্ছেন। আমরা এই কান দিয়ে শুনছি। আত্ম-অভিমানী হতে হবে, সেই কথা পরমাত্মাও রিয়লাইজ করিয়ে দেন। আমি কে ? অন্য কেউ আত্ম - অভিমানী করতে পারে না। একমাত্র বাবা ব্যতীত কেউ বলতে পারে না যে তোমরা আত্ম - অভিমানী হও। শিব জয়ন্ত্রীও পালন করে কিন্তু তাঁর জয়ন্ত্রী কিভাবে হয়, সে কথা জানে না। বাবা নিজে এসে বোঝান -

আমি সাধারণ বৃদ্ধ দেহে প্রবেশ করি। তা নাহলে ব্রহ্মা আসবে কীভাবে ? পতিত দেহ ই চাই। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মায় বিরাজমান হয়ে তো আর ব্রাহ্মণ রচনা করা হবে না। উনি বলেন আমি পতিত দেহ, পতিত দুনিয়ায় আসি। গায়ন আছে - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। যা স্থাপনা করেন, যারা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে তারা দেবতায় পরিণত হয়। মানুষ ব্রহ্মার চিত্র দেখে কনফিউজ হয়। তারা বলে এই চিত্রটি তো দাদা লেখরাজের চিত্র। প্রজাপিতা ব্রহ্মা অবশ্যই এইখানে থাকবে। সূক্ষ্মবতনে প্রজা রচনা করবেন কীভাবে। প্রজাপিতার সন্তান হাজার হাজার ব্রহ্মা কুমার - কুমারী আছে। মিথ্যে নয়। আমরা শিববাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে উনি হলেন অব্যক্ত ব্রহ্মা। প্রজাপিতা তো সাকারে চাই। এই পতিত -ই পবিত্র হয়। তৎস্বম্। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আত্ম - অভিমानी হয়ে এই কান দিয়ে অমর কথা শুনতে হবে। জ্ঞানের ভুঁ ভুঁ করে অর্থাৎ জ্ঞান শুনিয়ে নিজ সম বানাতে হবে।

২) বাবার মতন নলেজফুল, ব্লিস ফুল হতে হবে। সোমরস পান করতে হবে এবং করাতে হবে।

বরদানঃ:- ফলো ফাদার এবং সী ফাদারের মহামন্ত্রের দ্বারা একরস স্থিতি নির্মাণ করে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী ভব "সী ফাদার - ফলো ফাদার" এই মন্ত্র সদা সামনে রেখে উত্তরণ কলায় চলতে থাকো, উড়তে থাকো। কখনও আত্মাদেরকে দেখবে না, কারণ আত্মারা হল সবাই পুরুষার্থী, পুরুষার্থীদের মধ্যে কিছু ভালো কিছু খারাপ জিনিস থাকে, তারা সম্পন্ন নয়। তাই ফলো ফাদার করো, ফলো ব্রাদার সিস্টার নয়। অতএব যেমন ফাদার হলেন একরস, যারা ফলো করবে তারাও তেমন একরস স্বরূপে স্বতঃতই পরিণত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- পরচিন্তনের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে শুভ চিন্তনকারী শুভচিন্তকমণি হও।

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান সাগর বাবা তোমাদেরকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করতে এসেছেন, যার দ্বারা আত্মার জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে”

*প্রশ্ন:- বাবাকে করন-করাবনহার কেন বলা হয়েছে ? তিনি কী করেন এবং কী করান ?

*উত্তর:- বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে মুরলী শোনানোর কাজ করি। মুরলী শোনানো, মন্ত্র দেওয়া, তোমাদেরকে সুযোগ্য বানানো আর তারপর তোমাদের দ্বারা স্বর্গের উদ্ঘাটন করাই। তোমরা পয়গম্বর (বার্তা বাহক) হয়ে সকলকে বার্তা দিয়ে থাকো। বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে ডায়রেকশন দিই, এটাই হল আমার কৃপা বা আশীর্বাদ।

*গীত:- কে এল আজ সকাল বেলায়...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে। আমরা বাচ্চাদেরকে সকাল সকাল জাগাতে কে এসেছে - যে আমাদের তৃতীয় জ্ঞান - নেত্র একদম খুলে গেল ? জ্ঞানের সাগর, পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা আমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে। বলাও হয় বাবা জ্যোতি জাগান। কিন্তু তিনি বাবা - সে'কথা কেউই জানে না। ব্রহ্ম - সমাজী বলে, তিনি হলেন বহিঃশিখা, জ্যোতি। মন্দিরে সব সময় তারা জ্যোতি জ্বালিয়েই রাখেন। কেননা তারা পরমাত্মাকে জ্যোতি স্বরূপ বলে মানে, সেইজন্য সেখানে মন্দিরে দীপ জ্বলতেই থাকে। এখন বিষয় হল বাবা তো কোনো দেশলাইয়ের দ্বারা দীপ জ্বালান না। এই বিষয়টিই তো একেবারে সব কিছু থেকে আলাদা। গাওয়াও হয়ে থাকে - গতি মতি অনুপম। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো বাবা সঙ্গতির জন্য এসে জ্ঞান - যোগ শেখান। শেখানোর মতো কাউকে তো থাকতে হবে, তাই না ! শরীর তো শেখাতে পারে না। আত্মাই সব কিছু করে। আত্মাতেই ভালো বা খারাপ সংস্কার থাকে। এই সময় রাত্রির প্রবেশ ঘটানোর কারণে মানুষের সংস্কারও খারাপ অর্থাৎ ৫ বিকারের প্রবেশ রয়েছে। দেবতাদের মধ্যে এই ৫ বিকার থাকে না। ভারতে যখন দৈবী স্বরাজ্য ছিল, তখন খারাপ সংস্কার ছিল না। সর্ব গুণ সম্পন্ন ছিল, কতো ভালো সংস্কার ছিল দেবী দেবতার, যা এখন তোমরা ধারণ করছো। বাবাই এসে সেকেন্ডে সকলকে সঙ্গতি প্রদান করেন। বাকি গুরু গোসাই ইত্যাদি তো ভক্তি মার্গে চলে আসছে, যারা কিনা একজনকে গতি সঙ্গতি করতে পারে না। বাবার আসার কারণেই সকলের সঙ্গতি হয়ে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মাকে মানুষ আহ্বান করে, সেইজন্যই তিনি এসে পতিত দুনিয়ার বিনাশ করে পবিত্র দুনিয়ার উদ্ঘাটন করো বা দ্বার খোলো। বাবা এসে গেট খোলান - শিব শক্তি মাতাদের দ্বারা। বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়ে থাকে। এই সময় কোনো মাতাদের বন্দনা করা হয় না, কেননা কেউই শ্রেষ্ঠাচারী মাতা নেই। শ্রেষ্ঠাচারী তাদেরকেই বলা হয় যাদের জন্ম যোগবলের দ্বারা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয়। ভারতে দেবী - দেবতা যখন ছিল তখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। এই বিষয় গুলোকে মানুষ জানেই না। তারা নিজেদেরই প্ল্যান বানাচ্ছে। গান্ধী রাম-রাজ্য চাইতেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখন হল রাবণ রাজ্য। ভারত এখন পতিত। কিন্তু রাম-রাজ্য স্থাপন করবার জন্য তো বেহদের বাপু জী চাই, যিনি রাম-রাজ্য স্থাপন এবং রাবণ রাজ্যের বিনাশ করবেন। বাচ্চারা জানে - রাবণে এখন আগুন লাগবে। সব আত্মারা অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। তোমরা জানো আমরাও ঘুমিয়ে ছিলাম, বাবা এসে আমাদেরকে জাগিয়েছেন। ভক্তির রাত সম্পূর্ণ হয়েছে, দিন শুরু হবে। রাত শেষ হয়ে এখন দিন শুরু হচ্ছে। বাবা সঙ্গমযুগে এসেছেন। বাচ্চাদেরকে দিব্য দৃষ্টি আর জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন, যার সাহায্যে তোমরা বিশ্বকে জেনেছ। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এটা বসেছে যে, এ হল পূর্ব নির্মিত অবিনাশী ড্রামা, যা আবর্তিত হতেই থাকে। এখন তোমরা কতখানি জেগে উঠেছ, সমগ্র জগৎ এখনও নিদ্রিত।

এখন বাচ্চারা, তোমাদের সমগ্র বিশ্বের আদি - মধ্য - অন্ত, মূল লোক, সূক্ষ্ম লোক, স্থূল লোকের বিষয়ে জানা আছে। বাকি জগৎ তো কুস্কর্ণের অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত। এটা কারোরই জানা নেই যে, পতিত পাবন কে। মানুষ ডাকে, হে পতিত পাবন এসো। এটা বলে না যে, এসে সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তের রহস্য বুঝিয়ে দাও। বাবা বলেন - তোমরা এই সৃষ্টি চক্রকে বুঝতে পারলেই চক্রবর্তী রাজা হতে পার। স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হও তোমরা। তোমরা এটাও জানো যে, বিনাশ সামনে উপস্থিত, যুদ্ধও হওয়ারই। কিন্তু কৌরব আর পান্ডবদের কোনো যুদ্ধ হয়নি। পান্ডব কারা ছিল ! এও কারো জানা নেই। সেনা ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। তোমাদের তরফে হলেন সাক্ষাৎ পারলৌকিক পরমপিতা। সেই বাবার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা জেনে গেছ যে, কৃষ্ণের আত্মা ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন পুনরায় বাবার থেকে

উত্তরাধিকার নিচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের হিস্টি জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের সত্যপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে। গাওয়াও হয়েছে ভগবানুবাচ : গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এই এক জন্ম পবিত্র হও। পাস্ট ইজ পাস্ট। এ তো ড্রামাতে রয়েছে। সৃষ্টিকে সত্যপ্রধান হতেই হবে, এটাই ড্রামার ভবিষ্যৎ। ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ নয়, ড্রামার ভবিষ্যৎ এমনই রচিত হয়ে রয়েছে। তাই তো বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। অর্ধ কল্প যখন শেষ হয়, তখন বাবা আসেন। শিবরাত্রি বলা হয় না ? শিবের পূজারীরা রাত্রিকে মানে। গভর্নমেন্ট তো শিব জয়ন্তীর হলি ডে পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। নাহলে তো কম করে এক মাসের হলি ডে চলা উচিত। কারোরই জানা নেই যে, শিব বাবা হলেন সদ্গতি দাতা। তিনিই সকলের দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। ওঁনার জয়ন্তী তো বড়ই ধুমধামের সাথে এক মাস সব ধর্মের মানুষদের পালন করা উচিত। প্রধানতঃ ভারতকে বাবা ডায়রেক্ট এসে সদ্গতি দিয়ে থাকেন। যখন ভারত স্বর্গ ছিল, তখন দেবী - দেবতাদের রাজত্ব ছিল, সেই সময় আর কোনো ধর্ম ছিল না। দেবতারা বিশ্বের মালিক ছিল। কোনো পার্টিশান ইত্যাদি ছিল না, সেইজন্য বলা হয় অটল, অখন্ড, সুখ - শান্তি, সম্পত্তির দৈবী রাজ্য আবারও আমরা প্রাপ্ত করছি। বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের উত্তরাধিকার ৫ হাজার বছর পূর্বেও প্রাপ্ত হয়েছিল। সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজ্যে কোনোই দুঃখের নাম ছিল না। কীর্তনও করা হয় - রাম রাজা, রাম প্রজা, রাম... ★সেখানে অধর্মের কোনো ব্যাপারই নেই। বাবা তোমাদেরকে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর বিষয়েও বুঝিয়েছেন যে, এই দুইয়ের মধ্যে কী সম্বন্ধ রয়েছে। ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু উৎপন্ন... এটা কেমন বিস্ময়কর চিত্র বানানো হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন - এই লক্ষ্মী-নারায়ণই শেষে এসে ব্রহ্মা সরস্বতী, জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা হন, এই দুইজনই আবার বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। বাবা বসে বোঝান যে, তোমরা যে যে চিত্র গুলি দেখো - এগুলির কোনোটাই যথার্থ নয়। শিবের বড় বড় চিত্র বানায়, সেগুলিও অযথার্থ। ভক্তির কারণে বড় বানিয়েছে। নাহলে বিন্দুর পূজা কীভাবে করবে ! আচ্ছা নাহলে তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের বিষয়েও বুঝতে পারবে না। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালন.... এও বলে কিন্তু ব্রহ্মা তো স্থাপনা করেন না। স্বর্গের স্থাপনা ব্রহ্মা করবেন ? না। স্বর্গের স্থাপনা তো পরমপিতা পরমাত্মাই করেন। এই আত্মা তো পতিত, এনাকে ব্যক্ত ব্রহ্মা বলা হয়। এই আত্মাই পবিত্র হয়ে যাবে আর তারপর চলে যাবে। এরপর সত্যযুগে গিয়ে নারায়ণ হবেন। তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো নিশ্চয়ই এখানেই চাই, তাই না ? কিন্তু চিএ ওখানে দেখিয়ে দিয়েছে। যেমন এই জ্ঞানের অলংকার বাস্তুবে হল তোমাদের, কিন্তু বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছে। নবধা ভক্তিতেও সাক্ষাৎকার হয়। মীরার নামের তো গায়ন করা হয়। পুরুষদের মধ্যে নম্বর ওয়ান ভক্ত হল নারদ। মাতাদের মধ্যে মীরার নাম প্রসিদ্ধ। তোমরা এখন নারায়ণ বা লক্ষ্মীকে বরণ করবার জন্য এই জ্ঞান শুনছো। তোমাদেরই স্বয়ম্বর হয়। নারদের জন্যও দেখানো হয় - সভায় এসে বলে বসে, আমি লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি। এখন লক্ষ্মীকে বরণ করবার জন্য তোমরা তৈরী হচ্ছে। বাদবাকি এ'সবই হল ভক্তি মার্গের কাহিনী। বাবা রিয়াল কথা এখন বসে বোঝাচ্ছেন। লক্ষ্মী সত্যযুগে, নারদ ভক্ত দ্বাপরে। সত্যযুগে তাহলে নারদ কোথা থেকে এল ? রাধা - কৃষ্ণেরই স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম হয়। এও ভারতবাসী জানে না। কতখানি অজ্ঞানতার অন্ধকার রয়েছে। বাবা হলেন কল্যাণকারী। তোমাদেরকেও কল্যাণকারী বানান। এখন বিচার সাগর মন্থন করা উচিত যে, অন্যদেরকেও কীভাবে বোঝাব ? তো বাবা বোঝান যে, চিত্র ইত্যাদি কীভাবে বানানো হয়েছে। গান্ধীর নাভি থেকে নেহেরু বেরিয়েছে, এখন কোথায় সেই বিষ্ণু দেবতা, কোথায় মানব.... এই সব বিষয় গুলিই এখন বাচ্চারা তোমরা জানো। নম্বর অনুক্রমে তোমাদের মধ্যে খুশী থাকে। বেহদের বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এ'কথা তো কখনো তোমরা শোনোনি, কেননা গীতাতে তো কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। ভগবান কখন এসেছেন, কখন এসে গীতা শুনিয়েছেন ! তিথি তারিখ তো কিছু নেই। কল্পের আয়ুই লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। কারো বুদ্ধিতেই আসে না। এখন বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। ব্রাহ্মণদের বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। অসংখ্য পাতা আসতেই থাকবে। তোমরা বাচ্চারা জানো বর্ণ কীভাবে আবর্তিত হয়। তোমাদের ব্রাহ্মণদের বর্ণ হল সব থেকে উচ্চ। আমরা হলাম ভারতের গুপ্ত সত্যিকারের রুহানী সোস্যাল ওয়ার্কার। পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে দিয়ে সেবা করাচ্ছেন। আমরা রুহানী সেবা করি। মানুষ জাগতিক সেবা করে। আর তোমাদেরকে বলে যে, তোমরা ভারতের কী সেবা করো ? তাদেরকে বলে, আমরা হলাম রুহানী সেবাধারী। স্বর্গের উদ্ঘাটন করছি আমরা, স্থাপনা করছি। শিববাবা হলেন করনকরাবনহার, যিনি আমাদেরকে দিয়ে করাচ্ছেন। তিনি নিজেও করেন। মুরলী কে চালায় ? তিনি এই কর্মই করেন। তোমাদেরকেও শেখান যে, এইভাবে চালাও। তিনি মহামন্ত্র দেন - "মন্মনাভব"। এইভাবে কর্ম শেখালেন ! এরপর তোমাদেরকে বলেন অন্যদেরকেও শেখাও। সেইজন্যই ওঁনাকে করন-করাবনহার বলা হয়। তোমরা বাচ্চারাও এই শিক্ষাই প্রদান করে থাকো। বাবাকে স্মরণ করো আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বাচ্চারা তোমাদেরকে এই বার্তাই (পয়গাম) সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এই রকম নয় যে অন্যদেরকে পয়গাম দিলে আর নিজেই স্মরণে থাকলে না, তাহলে কী হবে ! অন্যরা পুরুষার্থ করে উঁচুতে উঠে যাবে আর যে বার্তা দিচ্ছে সে-ই রয়ে গেল ! স্মরণের পুরুষার্থ না করলে এত উচ্চ পদ পেতে পারবে না। অন্যরা স্মরণের যাত্রার দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়। যেই রকম বাবা বন্ধনে রয়েছে

যারা (বান্ধেলী), তাদের উদাহরণ দেন। তারা স্মরণে বেশী থাকে। বাবাকে না দেখেই পত্র লেখে। বাবা আমি তোমার হয়ে গেছি, আমি অবশ্যই পবিত্র থাকব। বাচ্চারা, তোমাদের হল প্রীত বুদ্ধি তোমাদেরই মালা তৈরী হয়েছে। বিষ্ণুর মালা আর রুদ্রাক্ষের মালাতে উপরে হল মেরু। মালা হাতে নিলেই প্রথমে ফুল দুটি দানা হাতে আসে, তাকে নমস্কার করে। তারপরে হল মালা। তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছ, অতএব এই মালাই হল তোমাদের স্মরণিক। বাবা এই গীতা জ্ঞান যন্তু রচনা করেছেন, এতে সমগ্র দুনিয়া স্বাহা হবে। বাবা হলেন মোস্ট বিলাভড ফাদার। তোমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সদা সুখের উত্তরাধিকার দেন - ২১ জন্মের জন্য। যারা পূর্ব কল্পে বর্সা নিয়েছিল তারা অবশ্যই আসবে, ডামার প্ল্যান অনুসারে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, সুখধামে যদি যেতে চাও তাহলে পবিত্র হতে হবে। আমাকে স্মরণ করো, কিছুই চাইতে হবে না যে, কৃপা করো বা সাহায্য করো। না। আমি তো সকলকেই সাহায্য করি। পুরুষার্থ তো তোমাকে করতে হবে। আশীর্বাদের কোনো ব্যাপার নেই। বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো। স্মরণ করা তোমাদের কাজ। ডায়রেকশন দেওয়া - এটাই হল কৃপা। বাদবাকি খাও - দাও, ঘোরো ফেরো.... পবিত্র আহারই তোমাদের করতে হবে। আমরা দেবী দেবতা হতে চলেছি, সেখানে পেঁয়াজ ইত্যাদি থাকবে নাকি ! এই সব কিছু এখানেই ছাড়তে হবে। এই সব জিনিস ওখানে থাকে না। বীজই নেই। যেমন সত্যযুগে অসুখ বিসুখই হয় না। এখন দেখো কতো অসুখ বিসুখ বেরিয়েছে। ওখানে তমোগুণী কোনো জিনিসই হয় না। প্রতিটি জিনিস সতোপ্রধান। এখানে দেখো মানুষ কীই না খায়। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন - আমাকে স্মরণ করো, অন্য সব সঙ্গকে ত্যাগ করে আমার সঙ্গে সঙ্গ জোড়ো, তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্ৰভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পাস্ট ইজ পাস, যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাকে ভুলে গিয়ে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বিনাশের পূর্বে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

২) ভারতকে স্বর্গ বানানোর সত্যিকারের সেবাতে তৎপর থাকতে হবে। খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত শুদ্ধ রাখতে হবে। পবিত্র আহারই গ্রহণ করতে হবে।

বরদানঃ:- রুহে গোলাপ হয়ে অতি দূর দূর পর্যন্ত রুহানী সৌরভ ছড়িয়ে দিতে পারা রুহানী সেবাধারী ভব রুহানী রুহে গোলাপ তার আত্মিক (রুহানী) বৃত্তির দ্বারা আত্মিকতার (রুহানিয়ত) সৌরভ অনেক দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। তাদের দৃষ্টিতে সদা সুপ্রিম আত্মা (রুহ) সমায়িত হয়ে থাকে। আমি আত্মার করাবনহার হলেন সুপ্রিম আত্মা, এই রকম প্রতিটি সেকেন্ড হজুরকে হাজির অনুভবকারী সদা আত্মিক সৌরভে অবিনাশী আর একরস থাকে। এটাই হল রুহানী সেবাধারীর নম্বর ওয়ান বিশেষত্ব।

স্লোগানঃ:- নির্বিল্ল হয়ে সেবায় সামনের দিকের নম্বর নেওয়া অর্থাৎ নম্বর ওয়ান ভাগ্যবান হওয়া।

★ রাম রাজা, রাম প্রজা, রাম... এর অর্থ হল রাম রাজত্বে প্রজারাও বিত্তশালী হবে। তাদের মধ্যেও দাতার সংস্কার থাকবে। তার ফল স্বরূপ ধর্মেরই উপকার হয়।

"সদা উৎসাহে থেকে উৎসব পালন করো"

আজ বিশ্বেশ্বর বাবা বিশ্বের আপন শ্রেষ্ঠ রচনা এবং শ্রেষ্ঠ আদি রত্নদের সাথে, অতি স্নেহী আর সমীপ বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। বিশ্বের সকল আত্মাই তো বিশ্বেশ্বর বাবার বাচ্চা, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মারা অতি স্নেহী নিকটস্থ আত্মা, কারণ ব্রাহ্মণ আত্মারা আদি রচনা। বাবার সাথে সাথে ব্রাহ্মণ আত্মারাও ব্রাহ্মণ জীবনে অবতরিত হয়ে বাবার কার্যে সহযোগী আত্মা হয়। সেইজন্য বাপদাদা আজকের দিনে বাচ্চাদের ব্রাহ্মণ জীবনের অবতরণের জন্ম-দিন উদযাপন করতে এসেছেন। বাচ্চারা বাবার জন্মদিন উদযাপনের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনায় খুশিতে নাচছে। কিন্তু বাপদাদা উৎফুল্ল হচ্ছেন বাচ্চাদের এই ব্রাহ্মণ জীবনকে দেখে, কীভাবে তারা স্নেহ আর সহযোগে বাবার সঙ্গে সর্বকার্যে মনোবলের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে ! তাইতো তোমরা বাপদাদার বার্থ-ডে উদযাপন করো আর বাবা বাচ্চাদের বার্থ-ডে উদযাপন করেন। তোমরা সব ব্রাহ্মণেরও তো বার্থ-ডে, না ! সেইজন্য বাপদাদা, জগৎ-অম্মা এবং অ্যাডভান্স পার্টির বিশেষ শ্রেষ্ঠ আত্মা-তোমাদের সব সাথীর থেকে স্নেহ স্বর্ণালী পুষ্পের বর্ষণের পাশাপাশি তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের জন্য অভিনন্দন, অভিনন্দন। এই অভিনন্দন হৃদয়ের, শুধু মুখ-শব্দের অভিনন্দন নয়। কিন্তু দিলারাম বাবার হৃদয়ের অভিনন্দন সকল শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, হয় তারা সমুখে বসে আছে, অথবা মন থেকে, চারিদিকের বাচ্চাদের অভিনন্দন, অভিনন্দন।

আজ এই দিনে, ভক্ত আত্মাদের বাবার বিন্দুরূপের বিশেষ স্মৃতি থাকে। শিব জয়ন্তী অথবা শিব রাত্রি সাকার রূপের স্মারক নয়, কিন্তু মাহাত্ম্য সেই নিরাকার বাবা জ্যোতি-বিন্দুর, যাকে শিবলিঙ্গ রূপে পূজা করা হয়। তোমাদের সকলের হৃদয়েও বাবার বিন্দু রূপের স্মৃতি সদা থাকে। তো তোমরাও বিন্দু আর বাবাও বিন্দু তাইতো আজ এই দিনে ভারতে প্রত্যেক ভক্ত আত্মার মধ্যে বিন্দু রূপের বিশেষ মাহাত্ম্য থাকে। বিন্দু যত সূক্ষ্ম ততই শক্তিশালী, সেইজন্য বিন্দু বাবাকেই শক্তি, গুণ ও জ্ঞানের সিন্ধু বলা হয়ে থাকে। তাইতো আজ সব বাচ্চার হৃদয়ে উৎপন্ন জন্মদিনের বিশেষ উৎসাহের তরঙ্গ অমৃতবেলা থেকেই বাপদাদার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা বিশেষ সেবার্থে স্নেহস্বরূপ হয়ে বাবার পতাকা উত্তোলন করেছ, বাবা কোন পতাকা উত্তোলন করেছেন ? তোমরা সবাই তো শিববাবার পতাকা উত্তোলন করেছ, বাবা কি এই পতাকা উত্তোলন করবেন ? বাচ্চারা, সাকার রূপের সেবার এই দায়িত্ব তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবা পতাকা উত্তোলন করেছেন, কিন্তু কোন ধরনের আর কোথায় উত্তোলন করেছেন ? বাপদাদা তাঁর হৃদয়ে সব বাচ্চাদের স্নেহের বিশেষত্বের পতাকা উত্তোলন করেছেন। কতো পতাকা হবে তিনি উত্তোলন করেছেন ? এই দুনিয়ায় এত পতাকা কেউ উত্তোলন করতে পারে না ! সে' দৃশ্য কতো সুন্দর হবে !

প্রত্যেক বাচ্চার বিশেষত্বের পতাকা বাপদাদার হৃদয়ে উড়ছে। শুধু তোমরাই পতাকা উত্তোলন করনি, বাপদাদাও কিন্তু উত্তোলন করেছেন। এই পতাকা যখন উত্তোলন করো তখন কী হয় ? ফুলের বর্ষা। বাপদাদাও যখন বাচ্চাদের বিশেষত্বের স্নেহের পতাকা উত্তোলন করেন তখন কিসের বর্ষা হয় ? প্রত্যেক বাচ্চার উপরে 'অবিনাশী ভব', 'অমর ভব', 'অনড়-অটল ভব' - এই সকল বরদানের বর্ষা হয়। এই বরদানই বাপদাদার অবিনাশী অলৌকিক পুষ্প। বাপদাদার এই অবতরণ দিবসের অর্থাৎ শিব জয়ন্তী দিবসের খুশি বাচ্চাদের থেকেও অধিক, খুশির মধ্যে খুশি ! কারণ প্রতি বছর এই অবতরণ দিবসের স্মরণিক উদযাপন তো করা হয়, কিন্তু যখন সাকার ব্রহ্মা তনে বাবার অবতরণ হয় তখন বাপদাদার বিশেষতঃ শিববাবার এর মধ্যে বিশেষ এই বিষয়ের খুশি থাকে - কতো সময় ধরে নিজের সমীপ স্নেহী বাচ্চাদের থেকে পরমধামে আলাদা থেকেছেন, পরমধামে আরও আত্মারা ছিল বটে, কিন্তু প্রথম রচনার আত্মারা, যারা বাবা সমান হওয়া সেবাসাথী আত্মা, তারা কতো কাল পরে অবতরিত হয়ে আবারও মিলিত হয় ! কতো কালের বিচ্ছিন্ন হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মারা আবার এসে মিলিত হয় ! বিচ্ছিন্ন হওয়া অতি স্নেহী কাউকে যদি পাওয়া যায় তাহলে বিশেষ খুশিতে খুশি তো হবেই তাই না ! অবতরণ দিবস অর্থাৎ আদি রচনার সাথে আবার মিলিত হওয়া। তোমরা ভাববে- আমরা আমাদের বাবাকে পেয়েছি আর বাবা বলেন আমি আমার বাচ্চাদের পেয়েছি ! তাইতো নিজের আদি রচনার জন্য বাবার গর্ব। সবাই তোমরা প্রথম রচনা, তাই না ! ঋত্রিয় তো নও ? সবাই তোমরা সূর্যবংশী আদি রচনা। ব্রাহ্মণ থেকে তোমরা দেবতা হও, তাই না ? সুতরাং ব্রাহ্মণ আত্মারা আদি রচনা। অনাদি রচনা তো সবাই, সারা বিশ্বের আত্মারা রচনা। যতই হোক, তোমরা অনাদি ও আদি রচনা। তাহলে ডবল নেশা থাকে, না ?

আজ এই দিনে বাপদাদা বিশেষ এক স্লোগান দিচ্ছেন। আজকের দিনকে উৎসবের দিন বলা হয়ে থাকে। লোকে শিবরাত্রি অথবা শিবজয়ন্তী উৎসব হিসেবে পালন করে। উৎসবের দিনের এই স্লোগান মনে রেখো যে ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উৎসবের মুহূর্ত। ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ সদা উৎসব পালন করা, সদা উৎসাহে থাকা আর সদা তোমাদের সর্বকর্ম দ্বারা আত্মাদের উৎসাহ দেওয়া। সুতরাং, তোমাদেরকে উৎসব পালন করতে হবে, উৎসাহে থাকতে হবে এবং উৎসাহ দিতে হবে। যেখানে উৎসাহ থাকে সেখানে কখনো কোনও রকমের বিঘ্ন উৎসাহী আত্মাকে তার সেই উৎসাহ থেকে সরাতে পারে না, যেভাবে অল্পকালের উৎসাহে অন্যরা সব ব্যাপার ভুলে যাও। যখন কোনো উৎসব পালন করো তো সেই সময়ের জন্য খুশি ব্যতীত অন্য কিছু মনে থাকে না। সুতরাং ব্রাহ্মণ জীবনে প্রতিটা মুহূর্ত উৎসব অর্থাৎ প্রতিটা মুহূর্ত উৎসাহে অতিবাহিত হয়। তাহলে অন্য বিষয় আসতে পারে কি ? যদি কোনও সীমিত পরিসরের উৎসবে যাবে তো সেখানে তারা কী করে ? নাচ, গান, খেলা আর খাওয়া - এটাই তো হয়, তাই না ? তাহলে, ব্রাহ্মণ জীবনের উৎসবে সারাদিন তোমরা কী করো ? সেবাও যদি করো তো খেলা মনে করে করো, নাকি বোঝা মনে হয় ? আজকালকার দুনিয়ায় কোনও অ-জ্ঞানী আত্মা সামান্য একটু মাথার কাজ করবে তো বলবে - খুব পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি, মাথার ওপরে কাজের অনেক বোঝা ! আর তোমরা সেবা করে আসছ তো তোমরা কী বলো - সেবার মেওয়া খেয়ে এসেছি, কারণ তোমরা যতই বড় থেকে বড় সেবার নিমিত্ত হও, সেবার প্রত্যক্ষ ফল ততই খুব সুন্দর আর বড় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ফল খাওয়ায় আরও শক্তি এসে যায়, তাই না ! খুশির শক্তি বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য শরীরের ক্ষেত্রে তা' যতই শক্ত কাজ হোক না কেন অথবা প্ল্যান বানানোতে মাথার কাজ হোক, ক্লান্তি কিন্তু হবে না। এমনকি রাত না দিন সেটাও তোমাদের বোধগম্য হয় না, তাই না ! যদি তোমাদের কাছে ঘড়ি না থাকে তাহলে কী তোমরা জানতে পার যে ক'টা বেজেছে ? তোমরা কিন্তু উৎসব পালন করছ, সেইজন্য সেবা তোমাদের উৎসাহ দেয় আর উৎসাহ অনুভব করায়।

ব্রাহ্মণ জীবনে এক হয় সেবা, দ্বিতীয় কী হয় ? মায়া আসে। মায়ার উল্লেখ করা হয়েছে বলে হাসছ, কেননা তোমরা বুঝতে পারছ যে তোমাদের সাথে মায়ার ভালোবাসা বেশি ! তার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা নেই, তার আছে। উৎসবে খেলাও দেখা যায়, আজকাল কোন খেলা সবার বেশি পছন্দ ? তোমরা মিকি-মাউসের খেলা অনেক খেল। এমনকি মিকি-মাউসের খেলাতে অ্যাডভার্টাইজ্ দেখানো হয়। হয় ম্যাচ পছন্দ করে, না হয় মিকি-মাউসের খেলা। তাহলে এখানেও মায়া যখন আসে তো তার সাথে ম্যাচ খেল, তাকে নিশানা বানাও। খেলায় তোমরা কী কর ? বল আসে আর তোমরা সেটাকে খেলে অন্য দিকে পাঠিয়ে দাও, অথবা যদি ক্যাচ লোফার হয়, লুফে নিতে পারলেই তখন তোমরা বিজয়ী হয়ে যাও। মায়ার বলও এ'রকমই - কখনো 'কাম'-এর রূপে আসে, কখনো ক্রোধ'-এর রূপে। তখন সেটাকে ক্যাচ করো যে এ হল মায়ার খেলা। যদি মায়ার খেলাকে খেলা মনে করো তো উৎসাহ বাড়বে আর যদি মায়ার কোনও পরিস্থিতিকে শত্রু ভাবে দেখ তো ঘাবড়ে যাও। মিকি-মাউস খেলায় কখনো বাঁদর এসে যায়, কখনো বিড়াল, কখনো কুকুর, কখনো ইঁদুর আসে কিন্তু তোমরা ঘাবড়ে যাও কি ? দেখতে মজা লাগে, তাই না ! সুতরাং এখানেও উৎসব রূপে মায়ার বিভিন্ন পরিস্থিতির খেলা দেখ। খেলা দেখতে দেখতে কেউ যদি ঘাবড়ে যায় তবে কী বলবে ! খেলা দেখতে দেখতে কেউ যদি ভেবে নেয় যে বল আমার দিকেই আসছে, আমারই না আঘাত লাগে, তাহলে খেলা দেখতে পারবে ? অতএব, খুশিতে আনন্দে খেলা দেখ, মায়াকে ভয় পেও না। মনোরঞ্জন মনে করো। যদি তা' বাঘরূপে আসে, তুমি ভীত হ'য়োনা। এই স্মৃতি এবং উৎসাহ বজায় রাখ যে ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উৎসব। তার মধ্যে এই খেলা দেখছ, খুশিতে নাচছ আর বাবার ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষত্বের, গুণের গীত গাইছ আর আনন্দের সাথে ব্রহ্মা ভোজনও খাচ্ছ।

তোমাদের মতো শুদ্ধ ভোজন, স্মরণের ভোজন বিশ্বে কারও প্রাপ্ত হয়নি ! এই ভোজনকেই বলা হয় - দুঃখভঞ্জন ভোজন। স্মরণের ভোজন সব দুঃখ দূর ক'রে দেয়, কারণ শুদ্ধ অন্ন দ্বারা মন আর তন দুইই শুদ্ধ হয়ে যায়। যদি অশুদ্ধ ধনাগম হয়, তাহলে সেই অশুদ্ধ ধন খুশি অদৃশ্য করে দেয়, তোমাদের চিন্তিত ক'রে তোলে। অশুদ্ধ ধন যত আসে, মনে করো তুমি ধন পেলে এক লাখ কিন্তু তার সঙ্গে চিন্তা আসবে পদমগ্ন আর চিন্তাকে তো সবসময় চিতা বলা হয়ে থাকে। তাহলে কেউ চিতায় বসে কীভাবে কখনো খুশি হতে পারে ! অথচ শুদ্ধ অন্ন মনকে শুদ্ধ বানায় আর সেই কারণে তোমাদের ধনও শোধন হয়ে যায়। স্মরণে থেকে বানানো অন্নকে মাহাত্ম্য দেওয়া হয়, সেইজন্য ব্রহ্মা ভোজনের মহিমা। যদি স্মরণে না বানাও আর খাও তো সেই অন্ন তোমাদের স্থিতি নিচে-ওপরে করতে পারে। স্মরণে বানানো আর স্বীকার করা (গ্রহণ) অন্ন ওষুধেরও কাজ করে আবার আশীর্বাদের কাজও করে। স্মরণের অন্ন কখনো ক্ষতি করতে পারে না, সেইজন্য প্রতিটা মুহূর্ত উৎসব পালন করো, মায়া যে রূপেই আসুক না কেন ! আচ্ছা ! মোহ রূপে যদি আসে তাহলে মনে করবে বাঁদরের খেলা দেখাতে এসেছে। খেলাকে সাক্ষী হয়ে দেখ, মায়ার ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে ঠেলে দিও না। যদি ঘূর্ণাবর্তে পড়ো তো তোমরা ঘাবড়ে যাও। আজকাল ছোট ছোট বাচ্চাদের দিয়ে এমন মনোরঞ্জনের খেলা করায় যে তাদের উঁচুতেও উঠাবে, নিচেও

নামাবে। সুতরাং এটা মনোরঞ্জন, খেলা। যেকোন রূপে আসুক, সেটা মিকি-মাউসের খেলা হিসেবে দেখ। যা আসে তা চলেও যায়। মায়া যেকোন রূপে আসে, এই মুহূর্তে এলো তো পরমুহূর্তে চলে গেল। তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ স্থিতি থেকে মায়ার সঙ্গে চলে যেও না, মায়াকে আসতে দাও। তোমরা তার সাথে কেন চলে যাও ? খেলাতে এ'রকমই হয় - কিছু আসবে, কিছু যাবে, কিছু বদলাবে। যদি সীন না বদলায় তাহলে খেলা ভালোই লাগবে না। মায়াও যেকোন রূপে আসতে পারে, যে সীনই আসে, অবশ্যই তার বদল হতে হবে। অতএব, সীন বদল হতে দাও, কিন্তু তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতি বদল হতে দিও না। যদি কেউ কোনও খেলায় পার্ট প্লে করেছে তাহলে তোমরাও তার সঙ্গে সেইভাবে দৌড়াদৌড়ি করবে কি ? যারা দর্শক তারা তো শুধু দেখতে থাকে, তাই না ! তাহলে মায়া যদি তোমাদের নিচে ফেলে দিতে আসে কিংবা যে কোনও স্বরূপে আসে, তোমরা কিন্তু তার খেলা দেখো। কীভাবে নিচে ফেলে দিতে এসেছে, তার রূপকে ক্যাচ করো আর খেলা মনে করে সেই দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখ। ভবিষ্যতের জন্য এবং স্ব-স্থিতিকে মজবুত বানানোর শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাও।

সুতরাং শিবরাত্রির উৎসব অর্থাৎ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আসার উৎসব, শুধু আজকের দিনের জন্য নয়, বরং তোমাদের জন্য সদাই উৎসব আর উৎসাহ-উদ্দীপনা তোমাদের সাথেই আছে। এই স্লোগানকে সদা স্মরণে রাখ আর অনুভব করতে থাকো। এর বিধি শুধু দুটো বিষয়ে - সদা সাক্ষী হয়ে দেখা আর বাবার সাথী হয়ে থাকা। সদা বাবার সাথী হয়ে থাকলে বাবার সঙ্গে সাক্ষী হয়ে দেখতে দেখতে সহজেই মায়াজিত হয়ে অনেক জন্মের জন্য জগৎজিত হয়ে যাবে। তাহলে বুঝেছ, কী করতে হবে ? স্বয়ং বাবা সব বাচ্চাকে গোল্ডেন অফার দিচ্ছেন সাথ দেওয়ার জন্য, সেইজন্য সদা সাথে থাকো। সাধারণতঃ, ডবল ফরেনার্স একলা থাকতে পছন্দ করে। তারা সাথে এইজন্য থাকে না কারণ কোনো বন্ধনে তারা বেঁধে না যায়, যেন স্বতন্ত্র থাকতে পারে। কিন্তু এই সঙ্গে সাথে থেকেও স্বতন্ত্র, বন্ধন অনুভব হবে না। আচ্ছা !

সুতরাং আজ এই দিন ডবল উৎসবের। বাস্তবে, জীবনও উৎসব আর স্মরণিকও উৎসব। বাপদাদা বিদেশের সব বাচ্চাকে সদা স্মরণ করেন আর আজও বিশেষ দিনের স্মরণ দিচ্ছেন, কেননা যে যেখান থেকেই এসেছে, সবার স্মরণ-পত্র নিয়ে এসেছে। তোমরা কার্ড, পত্র, টোলি এনে থাকবে। সুতরাং যে বাচ্চারা হৃদয়ের উৎসাহের স্মরণ-স্নেহ অথবা যে কোনো রূপে নিজের স্মরণ-চিহ্ন পাঠিয়েছে, তাদের সব বাচ্চাকে বাপদাদাও বিশেষ স্মরণের পদমণ্ডল রিটার্ন দিচ্ছেন আর বাপদাদা দেখছেন যে প্রত্যেক বাচ্চার ভিতরে সেবার এবং সদা মায়াজিত হওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা খুব ভালো। প্রত্যেক বাচ্চা নিজের শক্তি থেকেও সেবায় এগিয়ে যাচ্ছে আর এগিয়েই যেতে থাকবে। আর যারা প্রকৃত হৃদয় থেকে হৃদয়ের সমাচার বাবাকে দেয়, তো বাবাও প্রকৃত হৃদয়ের প্রতি খুশি হন, সেইজন্য সমাচারে হৃদয়ের যে কোনও ছোট ছোট বিষয় যাই আসে সে'সব বাবার বিশেষ স্মরণের বরদান দ্বারা সমাপ্ত হয়েই যাবে। বাবার খুশি হওয়া অর্থাৎ বাবার সহায়তায় সহজে তোমাদের মায়াজিত হওয়া, সেইজন্য তোমরা বাবাকে যা দিয়ে দিয়েছ, তা' সমাচার রূপে, বা পত্র রূপে, অথবা মনখোলা অধ্যাত্ম বার্তালাপের রূপে, যখন বাবার সামনে রেখে দিয়েছ, দিয়ে দিয়েছ তো যে জিনিস কাউকে দেওয়া হয় সেই জিনিস নিজের থাকে না, তা' অন্যের হয়ে যায়। যদি তোমার দুর্বলতার সঙ্কল্পও বাবার কাছে রেখে দিয়েছ, তবে সেই দুর্বলতাও তোমার থাকে না। তুমি দিয়ে দিয়েছ মানে তার থেকে মুক্ত হয়ে গেছ, সেইজন্য এটা স্মরণে রাখতে হবে, আমি বাবার কাছে রেখেছি মানে দিয়ে দিয়েছি। আর তো বিদেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার তরঙ্গ ভালো চলছে। বাপদাদা বাচ্চাদের নির্বিঘ্ন হওয়ার উদ্যম আর সেবায় বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর উদ্যম দেখে উৎফুল্ল হন। আচ্ছা !

যারা, সদা অনাদি আর আদি রচনার আধ্যাত্মিক নেশায় থাকে, সদা প্রতি মুহূর্ত উৎসব সমান উদযাপন করে, সদা স্মরণ আর সেবার উৎসাহে থাকে, সদা মায়ার প্রতিটা পরিস্থিতিকে খেলা মনে ক'রে সাক্ষী হয়ে দেখে, সদা বাবার সাথে প্রতি কদমে সাথী হয়ে চলে, এই রকম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের অলৌকিক জন্মের অভিনন্দনের সাথে সাথে স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার। সবাই অতি স্নেহী, হৃদয় সিংহাসনাসীন বাচ্চাদের পবিত্র শিব জয়ন্তীর পদমণ্ডল স্মরণ-স্নেহ আর অভিনন্দন।

বরদানঃ- কারও খামতি, দুর্বলতা না দেখে আপন গুণ-শক্তির সহযোগ দিয়ে মাস্টার দাতা ভব সেই মাস্টার দাতা যে সদা এই অধ্যাত্ম ভাবনায় থাকে - সব আত্মা আমার সমান অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হোক। কারও খামতি বা দুর্বলতা না দেখে, তারা নিজের ধারণ করা গুণের, শক্তির সহযোগ দেয়। এতো এ'রকমই - এই ভাবনার পরিবর্তে একেও বাবা সমান বানাই, এই শুভ ভাবনা হোক। সেই সঙ্গে এই শ্রেষ্ঠ কামনা হোক, এই সকল আত্মা কাঙাল, দুঃখী, অশান্ত হওয়া থেকে শান্ত, সুখ-রূপ অপার ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠুক - তবেই বলা যাবে মাস্টার দাতা।

স্লোগানঃ- মম্বা, বাচা, কর্মণা সেবা যে করে সে-ই নিরন্তর সেবাধারী, তার স্বাসে সেবা সমাহিত হয়ে আছে।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, বাবার সব বাচ্চা সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ টা পর্যন্ত নিজের বিশেষ আকার স্বরূপে স্থিত হয়ে বাপদাদার সাথে উঁচু লাইটের পাহাড়-চূড়ায় দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্রতার কিরণ দিয়ে প্রকৃতি সহ সকল আল্লাকে সতঃপ্রধান হওয়ার সেবা করবেন।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জীবিত অবস্থাতেই এই শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাও, অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, একেই বলা হয় মৃত্যুর নীরবতা(ডেড সাইলেন্স)"

- *প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা এখন নিজেদের ভিত (ফাউন্ডেশন) দৃঢ় করছো, দৃঢ়তা কোন্‌ আধার থেকে আসে ?
- *উত্তর:- পবিত্রতার আধার থেকে। আত্মা যত পবিত্র অর্থাৎ খাঁটি সোনায়ে পরিণত হতে থাকে, ততই দৃঢ়তা আসে। এখন বাবা স্বরাজ্যের ভিত এত শক্ত করে স্থাপন করেন যে অর্ধেককল্প পর্যন্ত সেই ভিতকে কেউ নড়বড়ে করে দিতে পারে না। তোমাদের রাজ্যকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।
- *গীত:- ওঁম নমঃ শিবাযঃ.....

ওম্ শান্তি । বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ করো অর্থাৎ অশরীরী হও অর্থাৎ ডেড সাইলেন্স। যেমন মানুষ মারা গেলে ডেড সাইলেন্স হয়ে যায়। বলে যে, এনার শরীর শান্ত হয়ে গেছে। শরীর এবং আত্মা পৃথক হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখানেও যখন তোমরা বসো তখন একে ডেড সাইলেন্স বলা হয়। জীবিত থেকেও অশরীরী হয়ে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা জানো যে, এ'টাই হলো সত্যিকারের শান্তি। সেই মানুষেরা (অজ্ঞানীরা) শান্তি কি তা জানে না। ডেড সাইলেন্সের অর্থ তো জানেই না। ডেড সাইলেন্স কেন বলা হয় ? স্মরণ করায় -- উনি মারা গেছেন, শান্ত হয়ে গেছেন। তোমরাও মৃতবৎ হয়ে যাও, শান্ত হয়ে যাও। বড়-বড় ব্যক্তির গান্ধীজীর সমাধিস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে বলবে -- ডেড সাইলেন্স অর্থাৎ শান্তিতে বসো। তোমরাও জানো -- আমরা অর্থাৎ আত্মারা শান্ত-স্বরূপ, দুনিয়া এ'সব জানেই না। আমরা নিজেদের স্বরূপে স্থির থাকি, আমাদের স্বধর্ম হলো শান্তি। আমাদের আত্মা শান্ত-স্বরূপ। তাদের এ'সব জানাই নেই সেইজন্য শান্তি চাইতে থাকে। আত্মা বলে -- শান্তি চাই। আত্মা নিজের স্বধর্মকে ভুলে গেছে। বাস্তবে আত্মার ধর্মই শান্তি। তাহলে আত্মা কেন বলে -- অশান্তি রয়েছে। অশরীরী হয়ে বসে পড়ো। ওরা তো জেদবশতঃ প্রাণায়াম করে যেন মারা গেছে, একে বলা হয় আর্টিফিসিয়াল শান্তি। বাচ্চারা, তোমাদের তো জানা রয়েছে যে আমাদের ধর্ম শান্তি। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা স্বরাজ্য গ্রহণ করছো। আত্মাই সর্বকিছু ধারণ করে। আত্মাই ব্যারিস্টার হয়। আত্মা বলে -- আমাদের রাজ্য চাই। পূর্বেও বাবার থেকে রাজ্য প্রাপ্ত করেছিলাম, এখন পুনরায় নিতে এসেছি। মানুষ দেহ-অভিমাণে রয়েছে সে'জন্য দুঃখে রয়েছে। এখন তোমরা বোঝ যে, আমরা হলাম আত্মা, নিজেদের পরমপিতা পরমাত্মার কাছে থেকে স্বরাজ্য প্রাপ্ত করতে এসেছি। আত্মা-রূপী তোমাদের রাজত্ব চাই। এইসময় আত্মা স্বরাজ্য চায় -- অসীম জগতের পিতার থেকে। শ্রীকৃষ্ণের তো স্বরাজ্য ছিল, পরে তা হারিয়ে গেছে। এখন বাবা এসে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রাজ্য প্রদান করেন, একেই রাজযোগ বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগ শেখান। মানুষ দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে বলে যে -- আমি অমুক। "আমি" দেহকেই মনে করে থাকে। বাস্তবে "আমি" "আমি" -- আত্মা বলে। আত্মা বলে যে আমি এই বস্তুটি তুলছি। ফিমেল বলবে আমি এই তুল। বাস্তবে আত্মা তো পুরুষ। আমি আত্মা, বাবার সন্তান। আত্মা বলে -- বাবা আমরা তোমার থেকে স্বরাজ্য গ্রহণ করছি। আত্মাকে স্বরাজ্য দেয় পরমাত্মা। ভক্তি এবং জ্ঞানে দেখা কত পার্থক্য। শিবের মন্দিরও হয়। সর্বাধিক ঘন্টাধ্বনি শিবের মন্দিরেই বাজে। ওদের জাগায়। জাগরিত করে সকলকেই। সকাল-সকাল ব্যান্ড বাজে। এখানে বাবা বাচ্চাদের জাগরিত করে দেবতায় পরিণত করেন। এখানে ঘন্টা বাজানোর কোনো কথাই নেই। বাবা বলেন -- তোমরা স্বরাজ্য চাও তো প্রথমে পবিত্র হও। এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে থাকে। স্টুডেন্টরা বলবে -- আমরা এই ম্যাট্রিক পাশ করে তারপর এই করবো। সল্যাসীরা চাইবে -- আমরা যেন শান্তি পাই। একটি গল্পও রয়েছে, তাই না -- রানী গলায় হার পড়ে রয়েছে, আর খুঁজছিল বাইরে। আর ওরাও (সল্যাসী) শান্তি বাইরে খোঁজে। কিন্তু আত্মা তো স্বয়ং শান্ত-স্বরূপ। আত্মা নিজের স্বরূপকে ভুলে স্বয়ং-কে শরীর মনে করে বসে রয়েছে। বাবা পুনরায় স্মৃতি ফেরান যে -- তোমরা হলে আত্মা। তোমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছো। এ'সময় কথা অন্যরা বোঝাতে পারে না। বাবা বলেন -- তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না, আমি বলে দিই। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। বাবা বোঝান -- পবিত্রতার জ্ঞান ব্যতীত ধারণা আসতে পারে না। কথিত রয়েছে, তাই না -- বাঘের দুধের জন্য সোনার পাত্র চাই। এখানেও তো সোনার পাত্র চাই। বাবাকে স্মরণ করলেই আত্মা সোনা হয়ে যায়। বাবাও খাঁটি সোনা। আত্মা যখন বাবাকে স্মরণ করে তখন জ্ঞান লাভ করে। তোমরাও খাঁটি সোনা, পবিত্র ছিলে -- জ্ঞানের এরকম ফল লাভ কারোরই হয় না। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের স্বরাজ্য প্রদান করি। এই স্বরাজ্য তখনই পাওয়া যাবে যখন পুরোনো সৃষ্টির অন্ত এবং নতুন সৃষ্টির আদি অর্থাৎ প্রারম্ভ হবে। মানুষের কাছে পার্থিব জগতের

রাজত্ব রয়েছে। অসীম জগতের রাজত্ব মানুষ কখনও পায় না। বিশ্বের মালিক হতে পারে না। বাবার মাধ্যমে তোমরা হও। তোমাদের ৮৪ জন্মের কথা কেবল ঈশ্বর-পিতারই জানা রয়েছে। দেবতারা নিজেদের জন্মকে জানতে পারে না। যদি জেনে যায় তবে দুঃখী হয়ে পড়বে, সিঁড়িতে কি নীচে নেমে যাব ! রাজত্বের সুখই হারিয়ে যাবে। এখানে তোমরা তা জানো। জানো যে আমরা হলাম আত্মা, এখানে সংশয়ের কোনো কথা নেই। একে-অপরের থেকে শূন্য-শূন্যে বৃদ্ধি হতেই থাকে। এ দৈবী ধর্মের বৃক্ষ স্থাপিত হচ্ছে। তোমরা বুঝতে পারো -- যে এসেছে সে হলো আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের। সে ভক্তি সম্পূর্ণ করেছে সেইজন্য বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে এসেছে। জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তারপর ভক্তি শুরু হয়। এ'কথা কারোর জানা নেই। বাড়ীও নতুন-পুরোনো হয়, তাই না! কাঁচা বাড়ীর আয়ু অবশ্যই কম হবে। আজকাল ঘর-বাড়ী অত্যন্ত পাকাপোক্ত করে নির্মাণ করে। ভূমিকম্পাদি এলেও যাতে ঘর-বাড়ী না পড়ে, ক্ষয়ক্ষতি না হয়, তাই অত্যন্ত শক্ত করে তৈরী করা হয়। ভিত(ফাউন্ডেশন) অত্যন্ত পাকা করে তৈরী করে। এখন ফাউন্ডেশন তৈরী হচ্ছে -- স্বরাজ্যের। আত্মা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য লাভ করে। এখানকার রাজত্ব তো কিছুই নেই। আজ রাজত্ব আছে, কাল কেউ আক্রমণ করলো, সমাপ্ত। কারোরই ফাউন্ডেশন নেই। মানুষেরও ফাউন্ডেশন নেই, আজ আছে কাল মারা যায়। বাবা এখন তোমাদের ফাউন্ডেশন পাকা করে তৈরী করেন, যার ফলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা রাজ্য-ভাগ্য লাভ করো। তোমাদের রাজত্বের ফাউন্ডেশন বাবা পাকাপোক্ত করে স্থাপন করেন। জগতের কোনোপ্রকারের ঝড়-ঝঞ্ঝা তোমাদের নাড়িয়ে দিতে পারবে না। গীতাতেও বলা রয়েছে যে বাবা আমাদের স্বরাজ্য প্রদান করেন, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এমন বাদশাহী দেন যে তাতে দুঃখের সামান্যতম কথাও থাকে না। আত্মার কত খুশি হওয়া উচিত। নিশ্চয় তো রয়েছে, তাই না! নিশ্চয় না থাকলে সে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য নয়। এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বৃদ্ধি হতেই থাকে। তোমরা জানো যে, জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন আমাদের পড়িয়ে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ওরা আবার বলে কৃষ্ণ শিখিয়েছে। এ'কথা কিভাবে বুঝবে যে শিববাবা মনুষ্য শরীরে এসে বুদ্ধি দিয়ে থাকেন। ভারতই পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র পতিত হয়ে গেছে। দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে তাদের মহিমা-কীর্তন করে। শিবের সম্মুখে কখনও এভাবে গাইবে না -- তুমিই সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা-সম্পূর্ণ। শিবের মহিমা আলাদা। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতিদাতা, সকলের ঝুলি পরিপূর্ণ (মনস্কামনা) করা ভোলানাথ। এমন বাবাকে সকলে ভুলে গেছে। পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করে যে, তুমি এসে দুঃখ দূর করো, সুখ দাও।

দুঃখহরণকারী-সুখপ্রদানকারী তো একজনই। ঔনার মতই শ্রেষ্ঠ। তা হলো শ্রী-শ্রী ভগবানের মত, যার দ্বারা তোমরা বাম্ভারা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাও। গভর্নমেন্টও বলে যে, এ হলো ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। এখন শ্রেষ্ঠ কে বানাবে, তা জানা নেই। মনে করে যে সাধুরা, কিন্তু তারা তো শ্রেষ্ঠে পরিণত করতে পারবে না। এ তো বাবারই কাজ, তাই না! পূর্বে একজন রাজার আদেশানুসারে চলা হতো, সত্যযুগে তোমাদের পরামর্শদাতা ইত্যাদি কেউই থাকে না। রাজাদেরও শক্তি থাকে। পরামর্শদাতার(উজীর) নামের গায়নই হয় না। তোমরা বোঝ যে আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে রাজ্য পরিচালনা করেছি। এভাবেই গিয়ে পরিচালনা করতে হবে, যেভাবে পরিচালনা করেছিলাম। সত্যযুগে অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তাই না! প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা রাজধানী পাবে। কৃষ্ণের নিজস্ব রাজধানী থাকবে। অন্য রাজারাও তো থাকে, তাই না! কমপক্ষে ৮ জন তো থাকবে, তাই না! তারপর ৮ বা ১০৮ তা পরে জানতে পারা যাবে। এমনও নয়, যে জ্ঞান পরে দেবেন তা এখনই দিয়ে দেবেন। যে জীবিত থাকবে, বাবা জ্ঞান দান করতে থাকবেন। দিতেই হবে। ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। পরমাত্মার ভূমিকা এখনই রয়েছে। এই জ্ঞান প্রদানের ভূমিকা এখনই নির্ধারিত করা রয়েছে। বাবা বলেন -- ভবিষ্যতে তোমরা অনেককিছু বুঝতে পারবে। প্রতিদিনই বোঝাতে থাকেন। এও জানতে পারবে যে আমরা সেখানে কিভাবে রাজত্ব করি ! স্বয়ম্বর কেমন করে হয়ে থাকে। তোমরা যখন ধ্যানে বসো তখন তো বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখেও থাকো। সেখানকার সোনার প্রাসাদ কেমন। সোনাই সোনা। নিজেকে পারশপুরীতে দেখো। সোনার ইঁটের ঘর-বাড়ী নির্মিত হচ্ছে। মনে ভাবে যে -- অল্পকিছু ইট নিয়ে যাব। পুনরায় যখন নেমে আসো তখন নিজেকে এখানেই দেখো। ধ্যানে মীরাও নিজেকে দেখতো যে কৃষ্ণের সঙ্গে রাসলীলা করছে। তোমরা সূক্ষ্মলোকে যাও, সেখানে হাড়-মাংস(শরীর) থাকে না, ফরিস্তা হয়ে যায়। ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরও দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই ফরিস্তা হয়ে যায়। তোমরা বাগিচাদি দেখে থাকো। এ'সব বাবা সাক্ষাৎকার করান। তোমরা বলো, বাবা আমাদের শুবীরস(স্বর্গের একপ্রকারের পেয় অমৃত) পান করান। এখন সূক্ষ্মলোকে তো পান করাতে পারবে না। বৈকুণ্ঠে ফল-ফুল অতি উৎকৃষ্ট মানের হয়। সূক্ষ্মলোকে তো বাগান থাকে না। তোমরা বলো যে -- বাগানে গিয়েছিলাম, সেখানে প্রিন্স ছিল, সে তো বৈকুণ্ঠ হয়ে গেলো, তাই না! বৈকুণ্ঠের বৈভব এখানে পাওয়া যাবে না। ওখানকার বৈভব অতি উচ্চমানের(ফার্স্টক্লাস)। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের বৈকুণ্ঠের মালিক করে দিই। এখানে তো দুঃখই দুঃখ। কোনো এমন মানুষ নেই যে এরকম বলবে যে -- হে ঈশ্বর, দুঃখ থেকে মুক্ত করো। দুঃখেই স্মরণ করে। কৃষ্ণের পূজারীরা বলবে -- কৃষ্ণ বলো, হনুমানের পূজারীরা বলবে হনুমানের জয়..... এখানে বাবা বলেন

আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এমনভাবে স্মরণ করো যাতে অন্তিম সময়ে আর কারোর স্মৃতি না আসে। পাপ স্মরণের জন্য কাশীতে গিয়ে কাঁটা, শূল দ্বারা বিশেষভাবে নির্মিত এক কুঁয়ায় ঝাঁপ দিত (কাশী কলবট), সেখানে পূর্বের কৃতপাপের জন্য এমন অনুভব হতো -- যেন জন্ম-জন্মান্তরের পাপের সাজাভোগ করছে। অনেক পাপ করেছে। একে বলাই হয় পাপাত্মাদের দুনিয়া। আত্মা হলো পাপী। আত্মাই বাবাকে ডাকে -- হে পরমপিতা পরমাত্মা, হে পরমধাম-নিবাসী শিববাবা, ওঁনার প্রকৃত নাম তো একটাই। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। রুদ্রের সঙ্গে শালগ্রাম শব্দটি শোভনীয় নয়। শিব এবং শালগ্রাম শোভনীয়। মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরী করে থাকে তখন শালগ্রামও তৈরী করে। পতিত-পাবন তো তিনিই, তাই না! এখানে যজ্ঞও রচনা করে। ভারতই হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ কিন্তু দেবতা ধর্মকে ভুলে গেছে। তোমাদের হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। সে তো চলতে থাকাই উচিত। হিন্দু কারোর ধর্ম হয় নাকি, না তা হয় না! দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই সত্যো-রজো-তমোতে আসে। যখন তমো-তে আসে তখন আর নিজেদের দেবতা বলতে পারে না। বাস্তবে হিন্দু কোনো ধর্ম নয়। সেইজন্য বোঝানো হয় যে তোমরা দেবী-দেবতা হতে পারো, এসে বোঝ। তখন বলে অবসর কোথায়! বাবা বলেন -- আমি তোমাদের আপন করে নিই -- শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। কোনো পরিবারে পরস্পর একত্রিত হয়ে থাকে, অত্যন্ত প্রেমপূর্বক চলে। সকলের উপার্জন একত্রিত করা হয়। কোনো গোলমাল হয় না, কিন্তু একে তো স্বর্গ বলা যাবে না, তাই না! সত্যযুগে একটি ঘরেও রোগ, দুঃখ থাকে না। নামই হলো স্বর্গ। সেখানে সকলেই সুখে থাকে। বাবার থেকে তোমরা সর্বদা সুখের উত্তরাধিকার নিতে এসেছো। তোমরা জ্ঞান পেয়েছো। তারা বলে -- বাবা তুমি পতিত-পাবন। আমাদেরকেও পবিত্র করো। বাবার সঙ্গে তোমরাও হলে ঈশ্বরের সহযোগী। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য পবিত্রতার ভিত্তিকে এখন থেকেই সুদূত করতে হবে। বাবা যেমন পতিত-পাবন তেমনই বাবার সমান হতে হবে।

২) নিজের শান্ত স্বধর্মে অবস্থান করতে হবে। যতখানি সম্ভব দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হয়ে থাকতে হবে। ডেড সাইলেন্স অর্থাৎ অশরীরী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজ অনাদি-আদি স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা নির্বন্ধন হওয়া এবং অন্যদেরকেও বানানো মরজীবা (জীবন্মুত) ভব
বাবা যেমন (ব্রহ্মা তনকে) ধার নেন তেমনই জীবনে থেকেও মৃতবৎ হয়ে থাকা বাচ্চারা শরীরের, সংস্কারের, স্বভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত হও। যখন চাইবে যেমনভাবে চাইবে তেমনভাবেই নিজের সংস্কার গঠন করে ফেলো। বাবা যেমন নির্বন্ধন তেমনই নির্বন্ধন হও। মূললোকের (শান্তিধাম) স্থিতিতে স্থির হয়ে পুনরায় নীচে এসো। নিজের অনাদি-আদি স্বরূপের স্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে থাকো, অবতরিত আত্মা মনে করে কর্ম করো তবেই অন্যরাও তোমাকে অনুসরণ করবে।

স্লোগানঃ:- স্মরণের বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী করে তোলা -- এটাই হলো মম্মা সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সভাতে বহির্মুখী হয়ে বোসো না, তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে, মিত্র - সম্বন্ধী অথবা কাজ - কারবারকে স্মরণ করলে বায়ুমণ্ডলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের আত্মিক ড্রিলের বিশেষত্ব কি, যা অন্য মনুষ্য করতে পারে না ?

*উত্তরঃ - তোমাদের এই আত্মিক ড্রিল হলো বুদ্ধির, এর বিশেষত্ব হলো এই যে, তোমরা প্রেমিকা (আশিক) হয়ে প্রিয়তমকে (মাশুক) স্মরণ করো । এর ইঙ্গিত গীতাতেও এসেছে -- মন্মনাভব, কিন্তু মানুষ তার প্রিয়তম (মাশুক) পরমাত্মাকে জানেই না, তাহলে ড্রিল কিভাবে করতে পারবে । ওরা তো একে অপরকে শরীরের ড্রিল শেখায় ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারাও বুঝতে পারে আর বাবাও বুঝতে পারেন যে, বাচ্চারা (যারা যোগ শেখায়) এখানে কি শেখায় । তারা স্মরণের যাত্রার ড্রিল করাচ্ছে । মুখে কিছুই বলতে হবে না । কার স্মরণ ? পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার । তাঁর স্মরণে থাকলে আমাদের যা বিকর্ম আছে, তা ভস্ম হয়ে যাবে, আর যে যতো স্মরণের ড্রিল করবে, সে ততই বিকর্মজিৎ হয়ে যাবে । এ হলো আত্মার ড্রিল, শরীরের নয় । ভারতে যে সব ড্রিল শেখানো হয়, সে সব হলো শরীরের, এ হলো আত্মিক ড্রিল । এই আত্মিক ড্রিল তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না ।

আত্মিক ড্রিলের ইঙ্গিত অবশ্যই গীতাতে আছে । ভগবান উবাচঃ অথবা ভগবানের বাচ্চাদেরও বাণী আছে । তোমরা তো এখন ভগবান শিব বাবার বাচ্চা হয়ে গেছো, তাই না । বাচ্চারা নির্দেশ পেয়েছে - -মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । বাবাও ড্রিল শেখান । বাচ্চারাও এই ড্রিল শেখায় । পূর্ব কল্পেও বাবা এই বলেছিলেন যে, আমাকে স্মরণ করো । এতে প্রতি মুহূর্তে বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবুও বলতে হয় । এখানে বসে কেউ যদি মিত্র - সম্বন্ধী, কাজ - কারবারের কথা মনে করে, তাহলে বিঘ্ন উৎপন্ন করে । বাবা বলেন - এখানে যেমন তোমরা স্মরণে বসে আছো, তেমনই চলতে - ফিরতে, কর্ম করার সময়ও স্মরণে থাকতে হবে । প্রিয়তমা প্রিয়তম যেমন একে অপরকে স্মরণ করে । তাদের ওই স্মরণ হলো শরীরের । তোমাদের হলো আত্মিক স্মরণ । ভক্তিমার্গেও আত্মা আশিক হয় এক পরমপিতা পরমাত্মা মাশুকের, কিন্তু না তারা মাশুককে জানে আর না আত্মাকে জানে । মাশুক অর্থাৎ প্রিয়তম বাবা এখন এসেছেন । ভক্তি মার্গ থেকে শুরু করে আত্মা আশিক হয়ে গেছে । এ হলো আত্মা আর পরমাত্মার কথা । বাবা বাচ্চাদের সম্মুখে বলেন -- তোমরা প্রিয়তমারা, আমি প্রিয়তমকে স্মরণ করো যে, বাবা এসো । তুমি এসে আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করো আর নিজের সঙ্গে শান্তিধামে নিয়ে চলো । তোমরা জানো যে, এখন এই দুঃখধাম, মৃত্যুলোকের বিনাশ হতে হবে । অমরলোক জিন্দাবাদ, মৃত্যুলোক মূর্দাবাদ । তোমরা এখন ব্রাহ্মণ বাচ্চা হয়েছো, তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসার আছে । বাচ্চারা, তোমাদেরও সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকা উচিত যে, আমরা এখন ২১ জন্মের জন্য নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হচ্ছি । কেউ মারা গেলে বলে - স্বর্গবাসী হয়েছে, কিন্তু কতো সময়ের জন্য স্বর্গবাসী হয়েছে, এ কেউই জানে না । তোমরা এখন স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । একথা কে নিশ্চিত করান । তিনি হলেন গীতার ভগবান, কিন্তু তিনি তো এক এবং নিরাকার । মানুষ মনে করে -- নিরাকার তো নিরাকারই । তিনি কিভাবে এখানে এসে শেখাবেন ? বাবাকে না জানার কারণে ড্রামা অনুসারে ভুল করে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । কৃষ্ণ আর শিবের সম্বন্ধ এই সময় কাছাকাছি । শিব জয়ন্তী হয় সপ্তমের সময় । এরপর আগামীতে হবে কৃষ্ণ জয়ন্তী । শিব জয়ন্তী হলো রাতে আর কৃষ্ণ জয়ন্তী হলো সকালে, তাকে প্রভাত বলা হবে । শিব রাত্রি যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী । এই কথা কেবল বাচ্চারাই বুঝতে পারে । নিয়ম হলো - এখানে এই সভাতে

কেউ যেন বহির্মুখী না হয় । তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে । মানুষ ডাকতেও থাকে -- হে পতিত পাবন, এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও, কিন্তু ডামা অনুসারে যারা পাথর বুদ্ধির, তারা কিছুই বোঝে না । যদি জানতো, তাহলে বলে দিতো । ওরা এও জানে না যে, এখন এই কলিযুগের অন্তিম সময়, এরপর যখন বাবা আসেন, তখন আদি শুরু হয় । মানুষ তো রীতিমত ঘোর অন্ধকারে আছে । মানুষ মনে করে, কলিযুগের প্রায় এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে । অসীম জগতের পিতা বোঝান যে, জাগতিক পিতা কখনো পতিত - পাবন হতে পারেন না । বাপু নাম তো অনেকেরই রেখে দিয়েছে । বয়স্ক মানুষদের বাপু অথবা পিতাজী বলা হয় । এই আত্মিক পিতাশ্রী তো একজনই, যিনি পতিত পাবন এবং জ্ঞানের সাগর । বাচ্চাদের পবিত্র হওয়ার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন । জলে স্নান করলে তো কেউ পবিত্র হবেই না । তোমরা জানো যে, শিব বাবা আমাদের সামনে এই তনে প্রত্যক্ষ । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ওরা তো অর্জুনের প্রতি ভগবান উবাচঃ বলে দেয় । ব্রাহ্মণদের নাম - নিশানাও নেই । এমন মহিমা আছে যে -- ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা আর বিষ্ণুর দ্বারা পালনা । স্থাপনা তো ব্রহ্মার দ্বারাই করবেন, বিষ্ণুর দ্বারা বা শঙ্করের দ্বারা তো নয় । বাচ্চারা, তোমরা এখন এই কথা বুঝতে পেরেছো । বাবাকেই এখানে আসতে হয়, কোনো আত্মাই তো আর ফিরে যেতে পারে না । যারাই আসে, তাদের সতো, রজো আর তমো অতিক্রম করতে হয় । কৃষ্ণ ও সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করে আর সম্পূর্ণ পাঁচ হাজার বছর অভিনয় করে । এখন আত্মা যদিও বা পেটে থাকে, তবুও তো জন্ম হলো, তাই না । কৃষ্ণের আত্মা যখন সত্যযুগে আসে, তখন গর্ভে প্রবেশের পর থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার বছরে তাঁকে ৮৪ জন্ম অভিনয় করতে হবে । যেমন শিব জয়ন্তী পালন করা হয়, তখন এনার মধ্যে তো বসে থাকেন, তাই না । কৃষ্ণের আত্মা যখন গর্ভে প্রবেশ করেছিলো, যখন নড়াচড়া শুরু হয়েছিলো, সেই সময় থেকে শুরু করে ৫ হাজার বছরের হিসাব শুরু হয় । যদি কিছু তফাৎ হয়, তখন ৫ হাজার বছরের কম হয়ে যায় । এ খুবই সূক্ষ্ম বোঝার মতো কথা । বাচ্চারা জানে যে, আবার কৃষ্ণ হওয়ার জন্য কৃষ্ণের আত্মা আবারও এই জ্ঞান নিচ্ছেন । তোমরাও কংসপুরী থেকে কৃষ্ণপুরীতে যাও । এই কথা বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান ।

বাবা বলেন -- মায়া খুবই জবরদস্ত । খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও হারিয়ে দেয় । জ্ঞান নিতে নিতে কোথা থেকে গ্রহের দোষ বসে যায় । সকলেরই রাহুর গ্রহণ লেগে আছে । এখন তোমাদের উপর বৃহস্পতির দশা শুরু হয়েছে, আবার চলতে - চলতে কারোর উপর রাহুর গ্রহণ লেগে যায়, তখন বলা হয় মহান বোকা যদি এই দুনিয়ায় দেখতে হয়, তাহলে এখানে দেখো । তোমাদের আত্মা বলে - আমরা বাবার কাছ থেকে সদা সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । বাবা, তোমার কাছ থেকে পূর্ব কল্পেও এমনই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলাম । আমরা আবার এখন বাবার কাছ এসেছি । বাবা বুঝিয়েছেন যে -- বাইরে তোমাদের সেন্টারে অনেকেই আসবে বোঝার জন্য । এখানে এ হলো ইন্দ্রসভা । ইন্দ্র হলেন শিব বাবা, যিনি জ্ঞানের বর্ষণ করেন । তাই এমন সভাতে কোনো পতিত আসতে পারে না । সবুজ পরী, পোখরাজ পরী, যে ব্রহ্মাণীরা পাণ্ডা হয়ে আসে, তাদের বলবে, তোমাদের সঙ্গে কোনো বিকারী ব্যক্তিকে আনতে পারবে না । না হলে উভয়েই দায়ী হয়ে যায় । কোনো বিকারীকে সাথে নিয়ে এলে তার উপর অনেক দাগ লেগে যায় । তখন অনেক বেশী সাজা ভোগ করতে হয় পরীদের উপর অনেক দায়িত্ব । বলা হয় -- মানস সরোবরে স্নান করলে পরী হয়ে যায় । বাস্তবে এ হলো জ্ঞান মানস সরোবর । বাবা মনুষ্য তনে এসে জ্ঞানের বর্ষণ করান । তিনি তো জ্ঞান সাগর, তাই না । তোমরা নদীও, সরোবরও । জ্ঞান সাগর এনার মধ্যে বসে বাচ্চাদের স্বর্গে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত বানান । স্বর্গে থাকে শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গের এইম অবজেক্ট । তাঁরা বলেন যে, আমরা দুইজন জ্ঞান চিতায় বসে লক্ষ্মী - নারায়ণ হবো । উঁচু পদ তো পেতে হবে, তাই না । অর্ধেক কল্প ধরে আত্মা ছটফট করতে থাকে । বাবা এসো, এসে আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানাও । বাবা ইঙ্গিত করেন । ভারতবাসী, যারা দেবী - দেবতাকে মানে, তারা অবশ্যই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছে । যারা দেবী - দেবতার ভক্ত, তাদের চেষ্টা করে বোঝাও । বাবা কিভাবে এসে ৩ ধর্ম স্থাপন করেন । ব্রহ্মাণ, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী - এই তিন ধর্ম বাবা

স্থাপন করেন। অর্ধেক কল্প আর কোনো ধর্ম স্থাপন হয় না। এরপর বাকি অর্ধেক কল্পে কতো মঠ - পথ, আদি ধর্ম কতো অনেক স্থাপন হয়। অন্যদিকে ভবিষ্যতের অর্ধেক কল্পের জন্য এক ধর্মের রাজধানী স্থাপন করেন, তাও আবার এই সঙ্গম যুগে। ওরা তো সব পুরানো দুনিয়াতেই নিজের ধর্ম স্থাপন করে। বাবা এখানে অর্ধেক কল্পের জন্য এক ধর্মের স্থাপনা করেন। অন্য কারোর মধ্যে এই শক্তি নেই। বাবা তোমাদের নিজের করে, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ঘরানা স্থাপন করে বাকি সবকিছুর বিনাশ করিয়ে দেন। সমস্ত আত্মা শান্তিতে চলে যায়। তোমরা সুখের দুনিয়াতে আসো, সেই সময় কোনো দুঃখ থাকে না যে গড়কে স্মরণ করবে। এই জ্ঞানও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা জানো যে -- বাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনিই এই জ্ঞান দান করছেন। সাগর তো একই। তোমরা নিজেদের সাগর বলবে না। তোমরা তাঁর সাহায্যকারী হও, তাই তোমাদের নাম হলো জ্ঞান গঙ্গা। বাকি ও হলো জলের নদী। বাবা বলেন -- তোমরা, আমি সাগরের সন্তানরা কাম চিতায় বসে জ্বলে মরে গেছো অর্থাৎ পতিত হয়ে গেছো। এখন আবার আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে। এই সৃষ্টির চক্র হলো পাঁচ হাজার বছরের। এও কেউ জানে না। সৃষ্টির চক্র চার ভাগে আছে। চার যুগ আছে, তাই না। এই সঙ্গম যুগ হলো কল্যাণকারী। কুস্ত্র বলা হয় তো। কুস্ত্র বলা হয় মেলাকে। নদী এসে সাগরে মিলিত হয়। আত্মা এসে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, একে কুস্ত্র বলা হয়। আত্মা আর পরমাত্মার মেলাও তোমরাই দেখো। তোমরা নিজেদের মধ্যে মিলিত হও, সেমিনার করো, একে কুস্ত্র বলা হবে না। সাগর তো নিজের জায়গায় বসে আছে। এই শরীরে আছে, তাই না। এনার তনেই আছে জ্ঞানের সাগর। বাকি তোমরা জ্ঞান গঙ্গারা নিজেদের মধ্যে মিলিত হও। নদী তো ছোটো - বড় হয়ই, তাই না। সেখানে মানুষ স্নান করতে যায়। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী আদি তো আছেই। দিল্লী হলো যমুনার কণ্ঠে -- স্বর্গ। কৃষ্ণপুত্রী তো থাকে। দিল্লীর জন্য বলা হয় -- যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, তখন এখানে পরীস্থান ছিলো। এমন নয় যে কৃষ্ণের রাজত্ব ছিলো। রাধা - কৃষ্ণ যখন যুগলে থাকবেন তখনই রাজত্ব করতে পারবেন। এখন তোমরা বাচ্চারা কতো খুশীতে আছো। মায়ার ঝড় ঝঞ্ঝা তো অনেকই আসবে। এ হলো অসীম জগতের বস্ত্রিং। প্রত্যেকেই পাঁচ বিকারের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে। আমরা চাই যে, বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করি কিন্তু মায়া সেই যোগ ছিন্ন করে দেয়। এক খেলাও দেখায় যে - পরমাত্মা নিজের দিকে আকর্ষণ করে আর মায়া নিজের দিকে। এমন এক নাটক বানানো আছে। বায়োস্কোপের ফ্যাশন এখন এসেছে। তোমাদের ড্রামা অনুসারে বায়োস্কোপের উপরই বোঝানোর ছিলো। নাটকে তো পরিবর্তন হয়। এ তো অনাদি - অবিনাশী ড্রামা বানানো আছে। এই ড্রামা বানানো আছে --- তাই অমুকে মারা গেলো, এতটাই তার পার্ট ছিলো, আমরা চিন্তা কেন করবো? এ তো নাটক, তাই না। শরীর ত্যাগ করলে আসতে তো পারেই না। কাল্লাকাটি করে কি লাভ? এর নামই হলো দুঃখধাম। সত্যযুগে মোহজিৎ রাজারা থাকে। এর উপর কাহিনীও আছে। সত্যযুগে মোহের কোনো কথা থাকে না। এখানে তো মানুষের কতো মোহ। কারোর যদি কাল্লা না আসে, তাহলে নিজে কেঁদে তাকে কাঁদিয়ে দেবে। তাহলে মনে করবে যে এর দুঃখ হয়েছে। না হলে তো গ্লানি হয়ে যাবে। ভারতেই এইসব নিয়ম। ভারতেই সুখ আর ভারতেই খুব দুঃখ হয়। ভারতে দেবী - দেবতারা রাজ্য করতেন। বিদেশীরা ভারতের পুরানো চিত্র খুব খুশীর সঙ্গে কেনে। পুরানো জিনিসের অনেক মান। সবথেকে পুরানো শিব তো এখানেই এসেছিলেন, তাঁর কতো পূজা করে। এখন তো শিব বাবা এসেছেন, তোমরা আর পূজা করবে না। তিনি আগেও এসেছিলেন, তাই তাঁর পূজা করা হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ড্রামার জ্ঞানকে বুদ্ধিতে রেখে তোমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে । কোনো প্রকারের চিন্তা করবে না, কেননা জানো যে, এই ড্রামা বানানো । তোমাদের নির্মোহী হতে হবে ।

২) বাবার দ্বারা যখন বৃহস্পতির দশা শুরু হয়েছে, তখন একে রক্ষা করতে হবে, রাহুর গ্রহণ যেন লেগে না যায় । কারোর যদি গ্রহদোষ লাগে, তাহলে তাকে জ্ঞান দানের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে।

বরদান:- সদা মনন দ্বারা মগ্ন অবস্থার সাগরে সমাহিত অনুভব করে অনুভাবী মূর্তি ভব
অনুভবকে বাড়ানোর আধার হলো মনন শক্তি । যারা মনন করে, তারা শীঘ্রই মগ্ন হয়ে
যায় । মগ্ন অবস্থায় যোগ লাগাতে হয় না, নিরন্তর তা লেগে থাকে, পরিশ্রম করতে হয় না
। মগ্ন অর্থাৎ প্রেমের সাগরে ডুবে থাকা, এমন সমায়িত ভাব যে, কেউই পৃথক করতে
পারে না । তাই পরিশ্রম মুক্ত হও, সাগরের সন্তান হলে অনুভবের পুঙ্খরিণীতে ডুব দিও না,
বরং সাগরে সমাহিত হয়ে যাও, তখনই বলা হবে অনুভাবী মূর্তি ।

স্লোগান:- সে-ই জ্ঞান স্বরূপ আত্মা, যার প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি সেকেণ্ড সমর্থ (শক্তিশালী) থাকে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাচ্চারা, বাবা এসেছেন অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে তোমাদের বুদ্ধি রূপী ঝুলি ভরপুর করে দিতে, এই এক-একটি জ্ঞান রত্ন লক্ষ টাকার সমান”

*প্রশ্নঃ - গুপ্তদানের এত অধিক মহত্ব কেন?

*উত্তরঃ - কেননা বাবা তোমাদেরকে এখন গুপ্ত জ্ঞান রত্নের দান দিচ্ছেন, এটা দুনিয়া জানে না, পুনরায় বাচ্চারা তোমরা এই জ্ঞান রত্নের দান করে বিশ্বের রাজত্ব গ্রহণ কর। এটাও তো গুপ্ত, না কোনো লড়াই, না কোন বারুদ ইত্যাদি, না কোন খরচাদি হয়। গুপ্ত রীতিতে বাবা তোমাদেরকে রাজত্ব দান করছেন, এইজন্য গুপ্তদানের অনেক মহত্ব আছে।

ডবল ওম্ শান্তি। এক শিব বাবা বলছেন, এক ব্রহ্মা দাদা বলছেন। দুজনের স্বধর্মই হলো শান্তি। দু জনেই শান্তিধামে থাকেন। নিরাকার দেশের অধিবাসী এসেছেন সাকারী দেশেতে পার্ট প্লে করতে, কেননা এইটাই তো ড্রামা, তাই না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ড্রামার আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান ভরা আছে উপর থেকে নীচ অবধি। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন ভগবান, তার সাথে বাচ্চারা। এই কথাকে ভালোভাবে বোঝো তোমাদের ছাড়া এই জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই। তোমরা পড়াশোনা করছো ঈশ্বরের স্কুলে। ভগবানুবাচ, ভগবান তো একজনই। কোনো ১০-২০জন ভগবান নেই। বাকি যে সব ধর্ম আছে, তাদের মধ্যেও যে সব আত্মারা আছে, সকলেরই বাবা একটাই। পুনরায় বাবা সৃষ্টি রচনা করেন, তাই বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা। শিবকে প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজা তো জন্ম মরণে আসে। আত্মা সংস্কারের আধারে জন্ম মরণে আসে। পুনরায় চাই প্রজাপিতা ব্রহ্মা। গাওয়া হয় - পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচয়িত করেন। তাকে ডাকা হয় - পতিত-পাবন এসো। যখন দুনিয়া পতিত হয়ে যায় আর তার অন্তিম সময় এসে যায়, তখনই বাবা আসেন পতিত থেকে পাবন বানাতে। এখন তোমরা জেনে গেছ যে, বাবা আসেনই একবার, আর অন্য কোনও সময়ে আসেন না। এখন তোমাদের সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা হলে ড্রামার অভিনেতা, তাইনা। ড্রামার অভিনেতাদের সকলের অভিনয়ের বিষয়ে অবশ্যই জানা উচিত যে কি কি পার্ট আছে। সেটা হলো ছোট লৌকিকের পার্ট (ড্রামা)। সেসব তো সকলেরই জানা আছে। তোমরাও দেখে আসছো। চাইলে লিখতেও পারো, স্মরণ করতে পারো। ছোট আকারের হয়। এটা তো হলো অনেক বড় অসীম জগতের ড্রামা, যাকে তোমরা সত্য যুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত জানো। বাচ্চারা এখন তোমরা জেনে গেছ যে আমাদের অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। পুনরায় লৌকিক জগতের বাবার থেকে লৌকিক উত্তরাধিকার, স্কুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে, যারা রাজা হয় তারা পূর্ব জন্মে দান-পূণ্য ইত্যাদি করার কারণে একজন্মের জন্য রাজা হয়। এমন নয় যে তারা পরবর্তী জন্মেও রাজা হবে! তোমরাই, যারা সত্য যুগের রাজা মহারাজা ছিলে। এইরকম ভেবোনা যে তোমাদের রাজত্ব কোথাও লুপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখনও তারা অধিক দান-পূণ্য করতে থাকে, তখন তারাও রাজ গদিতে বসে। কিন্তু তারা হয়ে যায় বিকারী রাজা। তোমরাই যারা পূজ্য ছিলে, তোমরাই পুনরায় পূজ্যারী হয়ে যাও। সেটা হল অল্পকালের সুখ। দুঃখ তো কেবল এখন হয়। এখন তমোপ্রধানের মধ্যেও তোমাদের সুখ আছে, কোনো লড়াই-ঝগড়া ইত্যাদির কথা নেই। এসব তো শেষের দিকে হয়, যখন আনুমানিক লক্ষ সংখ্যক হয়ে যায়, তখন লড়াই ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। বাচ্চারা তোমাদের তো সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপরেও সুখ থাকে। যখন তমোপ্রধান শুরু হয়, তখন অল্প একটু দুঃখ হয়। এখন তো হলোই তমোপ্রধান। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এটা হলই তমোপ্রধান দুনিয়া। তোমরা জানো যে এটা হল অসীম জগতের ড্রামা, এর থেকে কেউই মুক্তি পেতে পারে না। মানুষ যখন দুঃখে জর্জরিত হয়ে যায়, তখন বলে ভগবান এই রকম খেলা কেন রচনা করেছেন? যদি ভগবান নাই রচনা করেন তাহলে দুনিয়াই হতো না। কিছুই থাকতো না। রচয়িতা আর রচনা তো আছে তাই না। তার বিস্তারও আছে। সত্য যুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত আর অল্প কিছুদিনই বাকি আছে। তোমরাও প্র্যাকটিক্যাল ভাবে দেখবে। প্রথম থেকেই তো দেখাবো না। ৫ হাজার বছরের আর অল্প একটু চক্র বাকি আছে। সেটা এখন অল্পকিছু দেখাব, যখন হবে তখন সেটাও সাক্ষী হয়ে দেখবে। যেটা হওয়ার থাকবে, সেটা কল্প পূর্বের নয় হবে। এটা তো দেখতেই থাকবে, প্রস্তুতি পর্ব চলছে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। সবকিছুরই প্রস্তুতি চলছে। ড্রামাতে সেসব পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করা আছে। বিনাশ অবশ্যই হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন - তোমাদের আত্মা যা তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাকেও এখানে সতোপ্রধান বানাতে হবে। এটা তোমরা এখন বুঝতে পারছ।

বাবা গুপ্তভাবে আসেন, গুপ্ত ভাবেই তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করেন। দুনিয়াতে তা কেউই জানেনা। গুপ্ত রীতিতে তোমরা বিশ্বের রাজ্য নিয়ে নাও, কোনও আওয়াজ হয় না। একদমই গুপ্ত দান বলা যায় তাই না। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের গুপ্ত দান দিচ্ছেন। বাবাও কত গুপ্ত, কেউই জানে না। এই সব বলা যায়, ব্রহ্মাকুমার কুমারী কি করে, কিছুই বোঝেনা। বাচ্চারা তোমরা জানো যে বাবা কত গুপ্ত থাকেন। বাচ্চারা তোমাদেরকে গুপ্ত বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। না কোনো লড়াই, না কোনো বারুদ, না কোনো খরচা। এখানে তো একটা ছোট গ্রাম নিতেই কতই না ঝগড়া মারামারি শুরু হয়ে যায়। তাই বাবা এসে গুপ্তদান দিচ্ছেন। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে তোমাদের ঝুলি ভরপুর করে দিচ্ছেন। তারা বলে যে -ভরে দাও ঝুলি, শিব ভোলা ভান্ডারী।

তোমরা জানো যে শিব বাবা আমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে ঝুলি ভরে দিচ্ছেন। তাই এক-এক রত্ন লক্ষ টাকার সমান। তোমরা কত রত্ন দিচ্ছো। তারপর তোমরা কত দানী হয়ে যাও! সেটাও হল গুপ্ত। দেবতাদেরকে কতইনা অস্ত্র, হাত ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে এসব কিছুই নেই। সত্যযুগে দেবতাদের এত হাত ইত্যাদি তো হয়না কলিযুগে কতই না অনেক প্রকারের হাতিয়ার দিয়ে দিয়েছে। বিনাশের জন্য বশ্বও আছে আবার তলোয়ার, বান ইত্যাদি কি করবে। তোমরা বলো জ্ঞানের তলোয়ার জ্ঞানের খর্গ, তো তারা অস্ত্র ভেবে নিয়েছে। এসব কিছুই নয়। তোমাদের তো গুপ্তদান প্রাপ্ত হয়। তারপর তোমরা সবাইকে গুপ্তদান দিয়ে থাকো। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে শ্রীমৎ প্রদান করছেন। শ্রীমৎ হলই ভগবানের। তোমরা জানো যে আমরা আসি নর থেকে নারায়ণ হতে, তাঁকে সর্বগুণসম্পন্ন শোল কলা সম্পূর্ণ দৈবী গুণধারী বলা যায়। দৈবীগুণ কেবল সেই দেবী-দেবতাদের মধ্যেই হয়, তারপর কলা কম হতে থাকে। যেরকম সম্পূর্ণ চন্দ্রমার জ্যোৎস্না দেখতে ভালো লাগে, তারপর আস্তে আস্তে কম হয়ে যায়। কম হতে হতে একদমই পাতলা ফালির মত বেঁচে থাকে। সব একবারে বিলীন হয়ে যায় না। রেখার মতো অবশ্যই থাকে, যাকে অমাবস্যা বলা হয়। এখন তোমাদের হলো অসীম জগতের কথা। তোমরা শোলোকলা সম্পূর্ণ তৈরি হচ্ছে। দেখানো হয়েছে কৃষ্ণের মুখে তাঁর মাতা চন্দ্রমা দেখেছেন। এসব হলো সাষ্কাংকারের কথা। সেসব কথা এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এখন তোমাদেরকে সম্পূর্ণ হতে হবে। মায়ার সম্পূর্ণ গ্রহণ লেগে আছে। বাকি গিয়ে রেখার মতো অবশিষ্ট থাকবে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে থেকেছ। সবাইকেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে তবেই তো সবাই পুনরায় বাড়ি যেতে পারবে। তোমরা তো এখন অল্প সংখ্যক আছো। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হবে। পড়াশোনাতে অধিক সংখ্যক পাস হয় না। তোমাদের সেন্টারও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সময় নিকটে আসতে থাকবে তারপর বুঝবে এদের মধ্যে কি আছে? দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এখন বলে দেয় যে, আমি ভেবেছিলাম এসব কতদিন আর চলবে, অচীরেই শেষ হয়ে যাবে। শুরুতেই এই ভয়ে অনেকেই পালিয়ে গেছে। জানিনা কি হবে। না এখানে, না ওখানের হয়ে থাকবে। এর থেকে তো পালাও। পালিয়ে যায় আবার তাদের মধ্যে থেকেই আসতে থাকে। বাবা কত সহজ রীতিতে বসে বোঝাচ্ছেন। এই অবলা অহিল্যাদের কোনও কষ্ট দেন না। এনাদেরও তো উদ্ধার হতে হবে। বলে যে, বাবা আমরা তো কিছু পড়ালেখা জানিনা। বাবা বলেন - যদি না কিছু পড়ে থাকো তাহলে তো খুবই ভালো। শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু পড়েছ সেই সব ভুলে যাও। আমি অধিক কিছু পড়াই না। শুধুমাত্র বলি - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বাদশাহী তোমাদের। ব্যাস, তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে। বাচ্চা জন্ম নেয় আর বলে বাবা। ব্যাস, বাবার সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায়। এখানেও তোমরা অধিকারী হয়ে যাও। বাপ-দাদাকে স্মরণ করো আর রাজধানী তোমাদের, এই জন্য গাওয়া হয়ে থাকে - সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। ধনী ব্যক্তিদের শেষদিকে পাট আছে। প্রথমদিকে গরিবদের সুযোগ থাকে। তোমাদের কাছে আপনা হতেই আসবে। যারা দলিত তাদেরও উদ্ধার হতে হবে। ভীলনীরও গায়ন আছে। বলা হয় রাম ভীলনীর ঐটো খাবার খেয়েছিলেন। বাস্তবে রামও নয়, শিব বাবাও নয়। হ্যাঁ হতে পারে এই ব্রহ্মাকে খেতে হয়েছে। ভীলনী ইত্যাদি আসবে। মনে করো টোলি ইত্যাদি নিয়ে আসলো, তো তাদের সংকার কিভাবে করবে। ভীলনী, গণিকা ইত্যাদিরা খাবার নিয়ে আসবে তো ভুমিও থাকবে। শিব বাবা বলেন যে আমি তো খাই না, আমি তো হলাম অভোক্তা। তোমাদের কাছেই সবাই আসবে। সরকারও সাহায্য করবে যে এদেরকে জাগাও। তোমাদেরও অটোমেটিক্যালি প্রেরণা হবে। বাবা হলেন গরীব নেওয়াজ, তাই আমরাও গরিবদেরকে বোঝাবো। ভীলনীদের মধ্যে থেকেও বেরিয়ে আসবে। এত বড় বৃষ্ণের ঝাড়, এরমধ্যে একজনও দেবী-দেবতা ধর্মের নেই, অন্যান্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এখন বাবা বলেন যে, যারা ভক্তি করে, তাদেরকে বোঝাও। তোমরা দেখছো যে চারা গাছ রোপন কিভাবে হয়। ব্রাহ্মণ কিভাবে হয়। যারা সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী দেবতা তৈরি হওয়ার হবে তারা আসতে থাকবে। একবার শুনবে তো স্বর্গে অবশ্যই আসবে। বাবা কাশি কালভার্টেরও উদাহরণ শুনিয়েছেন। শিবের কাছে গিয়ে নিজেকে বলিদান দিত। তাদেরও তো কিছু প্রাপ্তি হওয়া উচিত। তোমরাও নিজেদের বলিদান দিচ্ছ। পুরুষার্থ করছো রাজত্বের জন্য। ভক্তি মার্গে রাজত্ব তো হয় না। কেউই বাড়ি ফিরে যেতে পারে না। তাহলে কি হয়, তারা যা কিছু পাপ করেছে সেইসব শাস্তি ভোগ সমাপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় নতুনভাবে জন্ম হয়। আবার নতুন জন্মে পাপ শুরু হয়। তাছাড়া এখানেই তো সবাইকে থাকতে হয়। নশ্বর

ওয়ানে তোমরাই আছো। তোমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করো। সবাইকে সতঃ রজঃ তমোতে আসতেই হয়। বাবা বলছেন যে এই সময় সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় ঋণভঙ্গুর হয়ে গেছে। মানুষ তো একদমই ঘোর অন্ধকারে কুস্তকর্ণের নিদ্রায় শুয়ে আছে। একজন কুস্তকর্ণ নয়, অনেক আছে। তোমরা যতই বোঝাও না কেন, তারা শুনতেই চায়না। যাদের পাঁট আছে তারা পুরুষার্থ করতে থাকে আর তারাই মাতা-পিতার হৃদয়ে স্থানলাভ করে। সিংহাসনে তারাই বসে। কত কন্যারা জিজ্ঞাসা করে বাবা, বাচ্চাদেরকে একটু বকা-ঝকা করতেই হয়। বাবা বলেন - এর জন্য এত কিছু নয়। তোমরা আমায় ডেকেছিলে আমাদের পতিতদেরকে পাবন বানাও। বাবাও বলেন যে - কাম হলো মহাশত্রু। এরকম বলা যায়না যে ক্রোধ হলো শত্রু। মাতাদের মধ্যে এতটা থাকেনা, পুরুষরা অনেক লড়াই করে। এখন বাবা তোমাদের মাতাদেরকে আগে রেখেছেন। বন্দেমাতরম্। না হলে তো মাতাদেরকে বলা হতো তোমাদের পতিই হল গুরু, ঈশ্বর। তাঁর মতেই চলতে হবে। হাতে সূতো বাঁধা আর তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে যায়। এই ঈশ্বর তাদের প্রাপ্ত হয়েছে! এখন রামরাজ্য স্থাপন হচ্ছে, বাকি সবাই মরে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন - বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি। তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সাথে প্রীত বুদ্ধি আছে। তোমাদের আত্মা জানে যে, শিব বাবা ঐনার মধ্যে আসেন। ঐনার দ্বারা আমরা শুনছি। এত ছোট বিন্দু। শিববাবার এটা হল টেম্পোরারি রথ। এনার দ্বারা এই রুদ্র জ্ঞান যন্তু রচনা করেছেন, যেটা বুদ্ধি হতেই থাকবে। বিন্দু বিন্দু করে বাচ্চাদের বুদ্ধিরূপী পুকুর ভরপুর হবে। বাচ্চারা নিজেদের সব কিছু সফল করতে থাকে - কেননা জানে যে এখানে তো সবকিছুই মাটিতে মিশে যাবে। কিছুই থাকবে না। এতটা তো সফল হয়ে যাবে। সুদামারও উদাহরণ আছে তাইনা। কন্যারা বাবার কাছে এক মুষ্টি চাল বা ৬-৮ টাকা পাঠিয়ে দেয়। বাঃ বচ্চী! বাবা তো হলেন দীনবন্ধু, তাই না। এসব ড্রামাতে নিহিত আছে, পুনরায় হবে। তোমরা হলে বন্ধনে আবদ্ধ। বাবা বলেন তোমরা হলে ভাগ্যশালী- কারণ তোমরা শিব বাবার হাত ধরতে পেরেছ তাই না। এমন একদিন আসবে, যখন আর্য সমাজের সবাই আসবে। কোথায় যাবে? মুক্তি জীবনমুক্তির জায়গা তো একটাই। শাস্তি খেয়ে সবাইকে মুক্তিতে যেতে হবে। এখন হল বিনাশের সময়। সবাই বাড়ি ফিরে যাবে। এরা হলো সাজনের বরযাত্রী। কিভাবে বরযাত্রীরা যাবে, সেটারও সাফাংকার হবে। তোমরা ছাড়া আর কেউই দেখতে পাবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার দ্বারা জ্ঞানের যে গুপ্তদান প্রাপ্ত হয়েছে, তার মূল্য বুঝে নিজের বুলি জ্ঞান রত্ন দিয়ে ভরপুর করতে হবে। সবাইকে গুপ্তদান দিতে থাকো।

২) এই অন্তিম সময়ে যখন ফিরে যেতে হবে তখন নিজের সব কিছু সফল করতে হবে। প্রীত বুদ্ধি হতে হবে। মুক্তি আর জীবনমুক্তির রাস্তা সবাইকে বলে দিতে হবে।

বরদানঃ:- সত্যতার শক্তির দ্বারা প্রকৃতি বা বিশ্বকে সতোপ্রধান বানিয়ে মাস্টার বিধি-বিধাতা ভব যখন বাচ্চারা তোমরা সত্যতার শক্তিকে ধারণ করে মাস্টার বিধি বিধাতা তৈরি হও, তখন প্রকৃতি সতোপ্রধান হয়ে যায়, যুগ সত্যযুগ হয়ে যায়। সকল আত্মারা সঙ্গতির ভাগ্য বানিয়ে নেয়। তোমাদের সত্যতা পরশ পাথরের সমান হয়। পরশপাথর যেমন লোহাকেও পরশ পাথর বানিয়ে দেয়, সেইরকম সত্যতার শক্তি আত্মাকে, প্রকৃতিকে, সময়কে, সকল সামগ্রীকে, সকল সম্বন্ধকে, সংস্কার গুলিকে, আহার-ব্যবহারকে সতোপ্রধান বানিয়ে দেয়।

স্নোগানঃ:- যোগী আত্মা তারাই যাদেরকে প্রকৃতির দোলাচলও আকর্ষণ করবে না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বৃক্ষপতি বাবা, বাচ্চারা উপর বৃহস্পতির দশা বসিয়েছেন, এখন তোমরা অবিনাশী সুখের দুনিয়াতে যাচ্ছে”

*প্রশ্নঃ - অবিনাশী বৃহস্পতির দশা কোন্ বাচ্চাদের উপর বসে, তাদের লক্ষণ কি রকম হবে ?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা বেঁচে থেকেও দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে, এই রকম নিশ্চিত আত্মিক বুদ্ধিমান বাচ্চাদের উপর বৃহস্পতির দশা বসে। তাদেরই সুখের গায়ন আছে যে - অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তাদের খুশি কখনো লুপ্ত হতে পারে না।

*গীতঃ- ওঁম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বাবার মহিমা শুনেছে। আজকের দিনকে বলাই যায় বৃক্ষপতি ডে, যাকে মিলিয়ে বলা হয় বৃহস্পতি। একে গুরুবারও বলা যায়। না কেবল গুরুবার কিন্তু সন্ধ্যার বার। বাঙালিরা এটাকে খুব মান্য করে। গাওয়া হয় যে মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, এইজন্য বৃক্ষপতি বলা হয়। তিনি বীজও আবার তিনি পতিও। বৃক্ষের বীজকে বাবা-ই বলা হয়। তাঁর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এটা হল মনুষ্যসৃষ্টি রূপী বৃক্ষ। এর বীজ উপরে থাকে। তোমরা জানো যে আমাদের এই বাচ্চাদের উপর এখন অবিনাশী বৃক্ষপতির দশা আছে, কেননা অবিনাশী স্বরাজ্য প্রাপ্ত হচ্ছে। সত্যযুগকে বলাই যায় অবিনাশী সুখধাম। কলিযুগকে বলা যায় বিনাশী দুঃখ ধাম। এখন দুঃখ ধামের বিনাশ হবে। সুখধাম হল অবিনাশী, অর্ধেক কল্প চলতে থাকে, যেটা অবিনাশী বৃক্ষপতি স্থাপন করছেন। বাচ্চাদেরকে সার্ভিসের জন্য পয়েন্টস্ নোট করতে হবে। প্রদর্শনীতে এই-এই পয়েন্টস্ মুখ্যতঃ বোঝানোর জন্য রাখতে হবে, কেননা মানুষ তো কিছুই জানেনা। বরাবর এটাই হল জ্ঞান। এখন বাবা এই জ্ঞান প্রদান করছেন - নতুন আর পুরানো দুনিয়ার মাঝে, পুনরায় এই জ্ঞান প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকেনা। যদি এই চক্রের জ্ঞান থাকতো তাহলে রাজত্ব করার ক্ষেত্রে মজাই আসত না। এখনও তোমাদের এই খেয়াল আছে তাইনা। রাজ্য নিয়েও কি পুনরায় আমাদের এই অবস্থা হবে। কিন্তু এটাই তো ড্রামা তৈরি হয়ে আছে। চক্রকে পুনরাবৃত্ত হতেই হবে। ওয়ার্ল্ড এর হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রিপিট হচ্ছে। কিভাবে রিপিট হচ্ছে এটা বাচ্চারা তোমরাই জানো। এটা হল মনুষ্যসৃষ্টি। তোমাদের বুদ্ধিতে মূলবতনের বৃক্ষও আছে। সেকশন সকলেরই আলাদা আলাদা। এইসব কথা কারোর বুদ্ধিতে কখনও থাকেনা। কোনও শাস্ত্রে তো এসব কথা লেখা নেই। আমরা আত্মারা আসলে শান্তিধামের অধিবাসী, অবিনাশী। আমাদের কখনোই বিনাশ হয় না। তারা মনে করে জল থেকে বুদ্ধি বেরিয়ে পুনরায় সেখানেই মিলিয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্য আছে। আত্মা হল অবিনাশী, যার মধ্যে সমগ্র পার্ট নিহিত আছে। এই চক্রের জ্ঞান কোনও শাস্ত্রে নেই। যদিও কোথাও কোথাও স্বস্তিকাকে দেখানো হয়। চক্রের মধ্যে কেবল এই রেখা লাগিয়ে দেয় যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অনেক ধর্ম ছিল। বাবা বুঝিয়েছেন যে মুখ্য ধর্ম আর শাস্ত্র হল চারটি, সত্যযুগ ত্রেতাতে তো কোনও ধর্ম স্থাপন হয় না, না সেখানে কোনও ধর্ম শাস্ত্র হয়। এইসব দ্বাপর থেকে শুরু হয়। তারপর দেখো কতইনা বুদ্ধি হতে থাকে। আত্মা গীত কবে শোনানো হয়েছে? বাবা বলেন - আমি কল্পের সঙ্গম যুগেই আসি। তারা আবার কল্প শব্দটিকে বের করে কেবল সঙ্গম যুগে যুগে লিখে দিয়েছে। বাস্তবে সঙ্গমযুগে আর অন্য কোনও ধর্ম স্থাপন হয় না। এমন নয় যে ত্রেতার অন্ত দ্বাপরের আদির সঙ্গমে ইসলাম ধর্ম স্থাপন হয়েছে। না, বলবে দ্বাপরে স্থাপন হয়েছে। এটা হল সঙ্গমের শ্রেষ্ঠ সময়, যাকে কুম্ভ বলা হয়। কুম্ভ সঙ্গমকে বলা যায়। এটা হল আত্মার আর পরমাত্মার মিলনের সঙ্গম। এই আধ্যাত্মিক মেলা সঙ্গমেই হয়ে থাকে। তারা জলের গঙ্গার নাম খ্যাতনামা করে দিয়েছে। জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবনকে জানেই না। তিনি কীভাবে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান, কোনও শাস্ত্রে নেই। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা বলেন যে - মামেকম্ স্মরণ করো। দেহের সকল ধর্মকে ত্যাগ করো। কাদেরকে বলেন? আত্মাদেরকে। একে বলা যায় বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া। মানুষ শরীর ত্যাগ করে তো দেহের সকল সম্বন্ধ আপনা হতেই ত্যাগ হয়ে যায়।

বাবা বলছেন যে - যা কিছু দেহের সম্বন্ধ আছে সেই সব ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো। নিশ্চিত আত্মিক বুদ্ধি হও। যত বেশি স্মরণ করবে তো বৃহস্পতির দশা হবে। চেক করো আমি শিব বাবাকে কতটা সময় স্মরণ করছি। স্মরণের দ্বারাই জং ছেড়ে যাবে আর তোমাদের খুশী হবে। তোমরা অনুভব করতে পারবে যে আমি আত্মা কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করছি। যদি কম সময় স্মরণ করি তাহলে জং কম ছাড়বে। খুশিও কম থাকবে। পদও কম প্রাপ্ত হবে। আত্মাই সতঃ রজঃ তমঃ হয়। এই সময়েরই গায়ন আছে - গোপ গোপীদের অতীন্দ্রিয় সুখের। আর কিছুই স্মরণে আসে না এক বাবাকে

ছাড়া, তবেই খুশির পারদ চড়বে। আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা অথবা সন্ধুর দশা আছে। পুনরায় কখনো যদি খুশী লুপ্ত হয়ে যায় তো বলে বৃহস্পতির দশা পরিবর্তিত হয়ে রাহুর দশা বসে গেছে। কেউ অনেক ধনী হয়, কেউ সাটো লাগায় এবং দেউলিয়া হয়ে যায়। ভারতেই যখন গ্রহণ লাগে তখন বলে যে - দান করো তাহলে গ্রহণ ছেড়ে যাবে। তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্মও ষোলোকলা সম্পূর্ণ ছিল, তার এখন গ্রহণ লেগেছে। রাহুর দশা বসেছে এই জন্য দেবতাদের সামনে গিয়ে গাইতে থাকে - আপনি সর্বগুণসম্পন্ন... আমরা পাপী, কপট। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে রাহুর গ্রহণ লাগার কারণে সবাই কালো হয়ে গেছে। অমাবস্যার সময় চন্দ্রমার আকার রেখায় গিয়ে দাঁড়ায়। বাবাও বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের দেবী দেবতাদেরও চিত্র আছে। গীতাই হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। কিন্তু এরা নিজেদের ধর্মকে জানে না। যারা ধর্মের প্রধান তাদের কনফারেন্স হয়। তোমরা সেখানে গিয়েও বোঝাতে পারো - ঈশ্বর তো সর্বব্যাপী নয়। তিনি তো হলেন অসীম জগতের বাবা। বাচ্চাদেরকে এসে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সাধুসন্ত ইত্যাদিদের তো অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না তাই তারা কিভাবে মান্য করবে! বাচ্চারা তোমাদেরই এই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। মুখ্য কথাই হল এটা প্রমাণ করতে হবে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নয়। শিব জয়ন্তী হয়ে থাকে। শিব জয়ন্তী বলো অথবা রুদ্র জয়ন্তী বলো - রুদ্র এই জ্ঞান যন্ত রচনা করেন। আছেন তো শিব। সেই হল গীতা জ্ঞান যন্ত, যার দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছে। প্র্যাকটিক্যালি তোমরা দেখছো কিভাবে নিরাকার বাবা রুদ্র জ্ঞান যন্ত রচনা করেন। সাকার তো কিছুই করতে পারেন না। এটা হল অসীম জগতের যন্ত, এতে সমগ্র পুরানো দুনিয়ার স্বাধা হতে হবে। বাকি তো সে সব লৌকিক যন্ত। কতইনা রাত-দিনের পার্থক্য আছে। বাবা বলেন যে - এটা হল রুদ্র জ্ঞান যন্ত, বিনাশও হতেই হয়। তোমরা যখন পাস হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ যোগী আর জ্ঞানী হয়ে যাবে তখন পুনরায় তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্বর্গ চাই। নরকের বিনাশ অবশ্যই চাই। রাজস্ব অশ্বমেধ শব্দও ঠিক আছে। তারা ঘোড়াকে স্বাধা করে। বাস্তবে এটা তো হল তোমাদের এই রথ। এক দক্ষ প্রজাপতিরও যন্ত রচিত হয়, তারও কাহিনী আছে।

এখন বাচ্চারা তোমাদের কতইনা খুশিতে থাকতে হবে - আমাদের বৃহস্পতি বাবা পড়াচ্ছেন। আমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা আছে, আমাদের অবস্থা খুবই ভালো। তারপর চলতে চলতে লিখতে থাকে বাবা আমি তো বিষন্ন হয়ে পড়েছি। প্রথমে তো আমি খুবই খুশিতে ছিলাম, এখন জানি না কি হয়েছে। এখানে এসে বাবার হওয়া এটা হল বড় যাত্রা। সেখানে তীর্থযাত্রাতে যায় তো কতই না টাকা পয়সা খরচা করে। এখন এখানে তো দান করার কথাই নেই। এখানে কোনও পয়সাই খরচা করতে হয় না। সেসব হল লৌকিক যাত্রা, তোমাদের হল আত্মিক যাত্রা। লৌকিক যাত্রার দ্বারা কিছুই লাভ হয়না। গানেতেও আছে না - চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছো তবুও জন্ম-জন্মান্তর দূরে থেকে গেছ। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কত অসংখ্য যাত্রা করা হয়েছে। কোথায় না কোথায় মানুষ অবশ্যই যায়। হরিদ্বারে গঙ্গাজীর কাছে অবশ্যই যায়। পতিত পাবনী গঙ্গা মনে করে তাই না। এখন বাস্তবে তোমরাই হলে সত্যি কারের জ্ঞান গঙ্গা। তোমাদের কাছেও অনেক এসে জ্ঞান স্নান করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে - সন্ধুর হলেন একজনই। সকলের সঙ্গতি দাতা এক সন্ধুর ছাড়া আর কোন গুরু নেই। বাবা বলেন যে - আমি তোমাদেরকে কল্পকল্প সঙ্গম যুগে এসে সঙ্গতি দিয়ে পূজারী থেকে পূজ্য বানাই। পুনরায় তোমরা পূজারী হয়ে দুঃখী হয়ে যাও। এটাও এখন জেনে গেছো। বরাবর আমাদের অর্ধেক কল্প রাজ্য চলতে থাকে পুনরায় দ্বাপর থেকে আমরা তথা দেবী-দেবতা বাম মার্গে চলে যাই। যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই বাম মার্গ শুরু হয়। তারও নিদর্শন আছে। জগন্নাথের মন্দিরে যাও তো অন্তরে কালো মূর্তি আছে। বাইরে দেবতাদের নোংরা চিত্র আছে। সেই সময় নিজেদের খোড়াই এই বোধগম্য আসে যে এসব কি। বিকারী মানুষ বিকারী দৃষ্টি দিয়ে দেখবে। তাই বুঝতে পারে যে, দেবতারও বিকারী ছিল। এসব লেখা আছে যে দেবতার বাম মার্গে যায়। ডেসও দেবতাদের দিয়ে দিয়েছে। এখানেও দিলওয়ারা মন্দিরে যাও তো উপরে স্বর্গ লাগানো হয়েছে। নিচে তপস্যাতে বসে আছে। এইসব রহস্যকে আর কেউ জানে না। এটা তো হল বাবার অনুভবী রথ তাই না।

বাচ্চারা তোমরা এখন বুঝে গেছ যে - আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... তোমরা যারা প্রথমে আলাদা হয়ে ছিলে, তোমরাই এসে সর্বপ্রথম বাবার সাথে মিলন করো। সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স হল শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের বাবাও তো থাকবে তাই না। কৃষ্ণের মা - বাবার এতকিছু দেখায় না। কেবল দেখিয়েছে মাথার উপর রেখে নদীতে এপার থেকে ওপারে নিয়ে গেছে। রাজস্ব ইত্যাদি কিছুই দেখায়নি। তার বাবার মহিমা কেন হয়নি! এখন তোমরা জানো যে এই সময়ে কৃষ্ণের আত্মা ভালোভাবে পড়াশোনা পড়ছে। যে কারণে মা বাবার থেকেও উচ্চপদ প্রাপ্ত করেছে। তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীতে ছিলাম, স্বর্গে তো ছিলাম তাই না। তারপর আমরা চন্দ্র বংশী হয়েছি। এখন পুনরায় সূর্যবংশী হওয়ার জন্য শ্রীমতে চলে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হব। প্রত্যেকে নিজের অবস্থাকে দেখতে পারো। যদি আমি এই সময় শরীর ছেড়ে দিই তাহলে কি গতি প্রাপ্ত করব। প্রত্যেকেই তা বুঝতে পারে। যতটা বাবাকে স্মরণ করবে ততোই

বিকর্ম বিনাশ হবে। মানুষের ওপর কোনো বিপদ বা দুঃখ আসে বা দেউলিয়া হয় তখন সাধুদের কাছে গিয়ে সাধুসঙ্গ করে। তারপর মানুষ মনে করে যে এ তো হলো ভক্ত। এ' থোড়াই ঠকাতে পারে। এইরকম এইরকমও ২-৪ বছরে অনেক ধনবান হয়ে যায়। তাদের অনেক লুকানো পয়সা থাকে। প্রত্যেকেই নিজের বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারে। তোমাদের মধ্যেও অনেক আছে যারা অনেক কম সময় স্মরণ করে, এইজন্য বাবা বলেছেন যে নিজের কল্যাণ চাও তো নিজের কাছে নোটবুক রাখো। চার্ট নোট করো। আমি সারাদিন কতটা সময় স্মরণে ছিলাম। মানুষ তো সারা জীবনের হিস্ট্রিও লিখে ফেলে। তোমাদের তো কেবল স্মরণের চার্ট লিখতে হবে, নিজেরই উল্লিখিত হবে। বাবাকে স্মরণ না করলে তো উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বিকর্ম বিনাশই হবেনা তো উচ্চপদ কিভাবে প্রাপ্ত হবে। তার ফলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে শাস্তি ভোগ করবে না সেই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। শাস্তি ভোগ করে পুনরায় কোনও সাধারণ কিছু পদ প্রাপ্ত করা তা কি কাজের আছে! ধর্মরাজের কাছে শাস্তি যাতে না খেতে হয়, যাতে অসম্মানিত না হতে হয় - এই পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা দেখছো যে শিব বাবা বসে আছেন আবার ধর্মরাজও আছেন। তোমাদেরকে সবকিছুই সাক্ষাৎকার করান। তোমরা এই এই করেছিলে, স্মরণে আছে? এখন থাও শাস্তি। তারপর সেই সময় শাস্তি ততই ভোগ করে, যতটা জন্ম-জন্মান্তরে খেয়ে আসছে। অবশেষে অল্পকিছু রুটির টুকরো প্রাপ্ত হয়, তাতে কি লাভ আছে। শাস্তি তো না থাওয়া উচিত। নিজের অবস্থাকে চেক করতে হবে। যেরকম দৈনন্দিন চার্ট বের করে। কেউ ছয় মাসের কেউ ১২ মাসের। কেউ তো প্রত্যেকদিনেরই বের করে। বাবা বলেন যে তোমরাও হলে ব্যবসাদার। এমনই কেউ বিরল ব্যবসাদার আছে যে অসীম জগতের বাবার সাথে ব্যবসা করবে। ধন নেই তো শরীর-মন তো আছে তাই না। তাকে শেয়ারের দালালও বলা হয়। নিজের সবকিছু এক্সচেঞ্জ করতে থাকে, তাই না। তোমরা শরীর-মন-ধন দিয়ে দাও তাহলে রিটার্নে ২১ জন্মের জন্য কতটা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। বাবা আমি তোমার। এমন যুক্তি বোলো যে, আমাদের আত্মা আর শরীর এই লক্ষ্মীনারায়ণের মত হয়ে যায়। বাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে কতইনা গোরা তৈরি করি। একদম রূপই বদলে দিই। দ্বিতীয় জন্মে তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস শরীর প্রাপ্ত হবে। তোমরা বৈকুন্ঠও দেখতে পাবে। তোমরা জানো যে এই মান্না বাবা পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। এইম্ অবজেক্টও দেখানো হয়। এখন যে যতটা পুরুষার্থ করবে। যদি পুরুষার্থ সম্পূর্ণ ভাবে না করে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাহলে নিজের পদই ব্রষ্ট করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের অবস্থার চেকিং নিজেকেই করতে হবে। নিজের কল্যাণের জন্য দৈনন্দিন ডায়েরি রাখতে হবে, যেখানে স্মরণের চার্ট নোট করতে হবে।

২) অসীম জগতের বাবার সাথে সত্যি সত্যি ব্যবসা করতে হবে। নিজের শরীর-মন-ধন বাবার কাছে সমর্পিত করে ২১ জন্মের জন্য রিটার্ন নিতে হবে। নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে নিজের কল্যাণ করতে হবে।

বরদান:- প্রথম শ্রীমতের উপর বিশেষ অ্যাটেনশন দিয়ে ফাউন্ডেশনকে মজবুতকারী সহজযোগী ভব বাপদাদার নম্বর ওয়ান শ্রীমত হল নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। যদি আত্মা ছাড়া নিজেকে সাধারণ শরীরধারী মনে করো তাহলে স্মরণ টিকতে পারবে না। সেইরকমই কোনও দুটো জিনিসকে যদি জোড়া যায় তাহলে প্রথমে সমান বানাতে হয়, এইরকমই আত্মা মনে করে স্মরণ করো তাহলে স্মরণ সহজ হয়ে যাবে। এই শ্রীমতই হলো মুখ্য ফাউন্ডেশন। এই কথার উপর বারংবার অ্যাটেনশন দাও তাহলে সহজযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- কর্ম হল আত্মার দর্শন করানোর দর্পণ, এইজন্য কর্ম দ্বারা শক্তি স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে নিজের চিন্তন করতে হবে, অন্যের চিন্তন নয়, কারণ ড্রামা অনুসারে যে করবে সে পাবে”

*প্রশ্ন:- ত্রিকালদর্শী হয়ে আত্মার কোন্ কথার স্মরণে এসেছে ?

*উত্তর:- আত্মার স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে - আমরা প্রকৃত রূপে মূল বতনের নিবাসী এই ড্রামাতে পার্ট প্লে করতে এসেছি, আমরা মুখ্য অভিনেতা রূপে ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি, এখন বাবার সম্মুখে আছি, পুনরায় বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাব। পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরতে হবে তারপরে সুখধামে আসতে হবে। এই সম্পূর্ণ খেলাটি ভারতকে নিয়েই রচনা করা হয়েছে। এই সমগ্র জ্ঞান ত্রিকালদর্শী হওয়ার জন্যই স্মরণে এসেছে।

*গীত:- মরবো তোমার পথে, বাঁচবো তোমার পথে....

ওম শান্তি । এই গীত কে গেয়েছে ? বাচ্চারা গেয়েছে। কি বলে বাচ্চারা ! বাবা এখন তোমার গলার মালা হবো। এই শরীর তো এইখানে ত্যাগ করে দেব। বাচ্চারা জানে শান্তিধাম বা নির্বাণধামে পিতা ও আমরা আত্মা রূপী সন্তানরা থাকি। এখন বাবা ঋণে ঋণে বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা জানো আমরা আত্মারা বাবার সঙ্গে নির্বাণধামে থেকেছি, পরে এই শরীর ধারণ করে ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছি। বাচ্চারা জানে আমরা হলাম যথাযথভাবে পরমধামের নিবাসী। পুনরায় বাবা এসেছেন এখন। তোমরা বসে আছো, দেখছো বাবা সামনে বসে আছেন। এখানে হল লৌকিক দেহের সম্বন্ধ। আমরা প্রকৃত রূপে ছিলাম আত্মা, পরে লৌকিক সম্বন্ধে সুখ ও দুঃখের জীবন যাপন করেছি। এখন তোমরা আত্মারা ত্রিকালদর্শী হয়েছো। বাবাও তিন কাল, তিন লোকের বিষয়ে জানেন। তোমরাও জানো ক্রম অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। পড়াশোনার স্মৃতি তো থাকাই উচিত তাইনা। এখন স্মরণে এসেছে। বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা হলে মূল লোকের নিবাসী এখন তোমরা বাপদাদার দ্বারা ত্রিকালদর্শী হয়েছো। তোমরা জানো - এই ড্রামাতে আমরা হলাম মুখ্য অভিনেতা। সম্পূর্ণ ড্রামার নলেজ এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। স্মরণে এসেছে - আমরা অর্ধকল্প সুখধামে থাকি। সেখানে রাবণ নেই। আমরা আত্মারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করি। এখন বাবা সম্মুখে বসে আছেন। বাবা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমরা তোমার সঙ্গে যাবো। যতখানি সম্ভব তোমাকে স্মরণ করবো। বাচ্চারা, তোমাদের সারাদিন এই চিন্তনে থাকা উচিত, কারণ তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছো। উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন ভগবান। তাঁর সঙ্গে তোমরা বাচ্চারাও উঁচু থেকে উঁচুতে থাকো। এখন বাচ্চারা তোমাদের নিজ পরমধামের কথা স্মরণে এসেছে। আমরা পবিত্র হয়ে নিজের পরমধাম গৃহে ফিরে যাব। পিতা শিবের পূজা হয় তো শালগ্রামেরও পূজা হয়। বাবা স্বয়ং এসে আত্মাদেরকে পবিত্র করেন। আত্মাদের পবিত্র করেন একমাত্র শিববাবা, অন্য কেউ পবিত্র করতে পারে না। এখন তোমরা সম্পূর্ণ ড্রামার খেলা জেনেছো। তোমরা বুঝেছো ভারতকে নিয়েই খেলাটি রচনা করা হয়েছে। অতএব বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদেরকে সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন। প্রত্যেক জীব আত্মা জানে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁকে ভক্তি মার্গে আত্মারা স্মরণ করেছে এবং তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাও করে এসেছে। বাবা তুমি এলে আমরা অবশ্যই তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলবো। এই কথাটি কোনো লৌকিক সম্বন্ধের কথা নয়। তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী হয়ে এই চিন্তন করতে হবে যে, আমাদেরকে একমাত্র অসীম জগতের পিতার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তাঁর কথাই মেনে চলতে হবে। তিনি তো খুব সহজ করে বুঝিয়ে দেন। তোমাদের তৃতীয় নেত্র এখন খুলেছে। এই জ্ঞান তোমাদের এখনই আছে। মূল বতনে বাবা ও বাচ্চারা থাকেন। সেখানে এই কথা কারো নলেজে থাকে না। এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা নিজের অন্ত অর্থাৎ নিজের সকল রহস্য প্রদান করেন। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর অন্য কোনো সংসঙ্গে এমন বলবে না যে, বাবা আত্মাদেরকে অর্থাৎ আমাদেরকে পড়ান। এই কথা তোমরা জানো। ঋণে ঋণে তোমাদেরকে বলতে হয়, দেহী-অভিমানী হও। আত্মা হল এই ড্রামাতে একটি অভিনেতা, পার্ট প্লে করে। আমরা আত্মারা দেহ রূপী বস্ত্র ধারণ করেছি আর ওই অভিনেতার (স্থূল) পোশাক বদলায়।

তোমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে এখানে এসে এই দেহ রূপী বস্ত্র ধারণ কর। তারা শুধু নিজের পোশাক বদলায়। আমরা আত্মা, আমাদেরকে বাবা পুনরায় এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো - বাবা এসেছেন তাই নিশ্চয়ই আমরা বাবার সহযোগী হবো। পবিত্র হয়ে সম্পূর্ণ ভারতকে পবিত্র বানাবো। আমাদেরকে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। শ্রীমৎ বলে - বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যে করবে সে পাবে। সবাই তো এসে পুরুষার্থ করবে না। যারা কল্প পূর্বে পুরুষার্থ করেছে, তারা ই করবে। এখন ফিরে যেতে হবে তাই পুরুষার্থ করে পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে।

আমরা উপরে মূল লোকের নিবাসী। সর্ব প্রথমে আমরা স্বর্গে এসেছিলাম তারপরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছি। বাবা বোঝান ভারতবাসীদের। ভারতেই আসেন। স্মরণও ভারতে করে যে, এসে আমাদের পবিত্র করো। শরীর ধারণ করে আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাও। শরীরের নামও বিখ্যাত। এ হল ভাগ্যশালী রথ। বাবাও বলেন আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। আগেও বলা হয়েছিল - বাচ্চারা তোমাদের স্মরণে এসেছে যথাযথভাবে ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা এই কথাই বলেছিলেন অন্য কেউ এই কথা বলতে পারে না। একমাত্র বাবা বলেন ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমি এই শরীরে এসে তোমাদেরকে বুঝিয়ে ছিলাম। বাচ্চারা, এখন আবার তোমাদেরকে বলি - আত্ম-অভিমানী হও। যেমন নাটকের পাত্রদের জ্ঞান থাকে - আমাদেরকে কোন্ পোষাকটি পরিধান করে, কি-কি পাট প্লে করতে হবে। কিন্তু তারা তো হল দেহ-অভিমানী। এ হল অসীম জগতের কথা। দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমরা প্রকৃত রূপে হলাম আত্মা। এখন আমাদের পাট পূর্ণ হচ্ছে। বাবা সম্মুখে বসে সব কিছু তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এই কথাটি ভুলে যাবে না। মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা কোনো রকম বিকর্ম করবে না। মনে ঝড় অনেক আসবে। নিজের পরীক্ষা নিতে হবে। আমাদের কর্মেন্দ্রিয় গুলি চলমান হয় না তো ? আমরা কাম বিকারকে জয় করতে পারি কি ? তোমাদের জন্য তো খুব সহজ। আমরা আত্মা, এক পিতার সন্তান। বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে। কর্মেন্দ্রিয়গুলি চলমান হওয়া অর্থাৎ দেহ-অভিমাণে থাকা তাইনা। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। নিভয় হতে হবে। যেখানেই যাও সাক্ষী স্বরূপে দেখতে হবে। আমরা তো আত্মা। এই খেলাটি তোমরা পুরোপুরি জেনে গেছো। উঁচু থেকে উঁচু হলেন বাবা, এই কথাটি বুদ্ধিতে আছে, তাঁকে বিন্দু বলা হয়। নিরাকারী দুনিয়ায় আত্মাদের বৃক্ষ আছে। বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তারপরে ক্রম অনুসারে পাতা বেরায়, এও ঠিক সেই রকম। উপরের থেকে ক্রম অনুসারে আত্মারা নীচে নেমে আসে। আত্মা কীভাবে প্রবেশ করে, কীভাবে বেরিয়ে যায়, তা কেউ দেখতে পায় না। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন তোমাদের আত্মা পতিত হয়েছে, তাকে পবিত্র করো। ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবা বসে বোঝান। বাবা কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তো কথা বলেন তাইনা। আত্মা বিন্দু যদি এর ভিতরে না থাকে তবে কর্মেন্দ্রিয় কিছু করতে পারবে না। এত সূক্ষ্ম বিন্দু কতখানি পাওয়ারফুল, এতেই সম্পূর্ণ নলেজ ভরা আছে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর উনি বসে তোমাদেরকে বোঝান। ওনার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। তাঁর এই পাটও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। তোমাদের আত্মাতেও ৮৪ জন্মের পাট আছে। তোমরা দুঃখ-সুখের পাট প্লে কর। দুঃখে অনেক কষ্ট কর। বাবা বলেন - আমি তো পুনর্জন্মে আসি না, তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ কর। আমি জন্ম গ্রহণ করি না। বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদেরকে সহজ যুক্তি বলি যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে পবিত্র হবে। অর্ধকল্প তোমরা কাম চিতায় বসে তমোপ্রধান হয়েছো। আত্মাদের সঙ্গেই বাবা কথা বলেন। আত্মার অর্গ্যান্স বা কর্মেন্দ্রিয় গুলি প্রথমে ছোট থাকে পরে বড় হয়। আত্মা তো ছোট বড় হয় না। আত্মা ই বলে পতিত পাবন এসো। আত্মা বাবাকে ডাকে। বাবা বলেন - আমি কল্প-কল্প আসি, তোমরা পতিত তোমাদেরকে পবিত্র করতে। এখন তোমরা জানো আত্মা কীভাবে আসা যাওয়া করে। মানুষ খুব বুদ্ধি খাটায় যে, আত্মা কীভাবে বের হচ্ছে, দেখি, কিন্তু কেউ জানতে পারে না কারণ আত্মা হল অতি সূক্ষ্ম। ছোট আত্মাতে কতখানি পাট ভরা থাকে। যেমন বীজের ভিতরে সম্পূর্ণ নলেজ থাকে, ওই বীজ তো হল জড়। বট গাছের বীজ কত ছোট হয়, গাছ বের হয় বিশাল। কোলকাতায় যে বট গাছ আছে অনেকেই দেখেছে। বিশাল বট বৃক্ষ। বর্তমানে সেই বৃক্ষের ফাউন্ডেশন অর্থাৎ শেকড় নষ্ট হয়ে গেছে। বাদ বাকি গাছ টা দাঁড়িয়ে আছে। এও সেইরকম ই। দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। বৃক্ষটি এখন জর্জরিত অবস্থায় আছে। এই কথাও তোমরা জানো তবেই তো গভর্নমেন্টকেও বলা যে আমরা এই সময়ের মধ্যে দুনিয়াকে পবিত্র করে দেখবো। মানুষ এইসব কথা বোঝে না। তোমাদের তো নিশ্চয় আছে যে, আমরা এই ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী অবশ্যই বানাবো, তখন ব্রষ্টাচারী দুনিয়ার বিনাশ হবে। এই যে সবাই চায় শান্তি স্থাপন হোক। আত্মা পাট প্লে করে ক্লান্ত হয়েছে, তাই আহবান করে - হে শান্তি দেবা। এই কথা তো বোঝে না যে, আত্মা হল শান্ত স্বরূপ। কিন্তু এখানে আত্মাকে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম তো নিশ্চয়ই করতেই হবে। আত্মা বলে শান্তি দাও। এই কথা কেউ জানেনা যে, শান্তিধাম আলাদা, সুখধাম আলাদা। সুখধামে অল্প সংখ্যায় মানুষ থাকে। ওই হল পবিত্র দুনিয়া। সেখানে কেউ শান্তি চায় না। কর্ম তো সেখানেও করে, কিন্তু সেখানে অশান্তি হয় না। জীবন মুক্তিধাম অথবা শান্তিধাম দুই ই হল আলাদা। সত্য যুগে জীব আত্মাদের কাছে সুখও থাকে শান্তিও থাকে। এভারহেলদি ওয়েলদি থাকে।

এখন তোমরা জানো স্বর্গ কাকে বলা হয়। দুনিয়ায় এই কথা কেউ জানে না যে স্বর্গ কি। এরা (লক্ষ্মী - নারায়ণ) তো সন্তান তাইনা। এই বাচ্চাদেরকে সুখ দিয়েছে কে ? কেউ সুখ প্রদান করেছে তাইনা। এদের রাজ্য কি আবার আসছে ? স্বর্গ অবশ্যই রিপিট হবে। স্বর্গে যখন থাকবে তখন এমন বলবে না যে নরক আবার রিপিট করবো। এখন বলছো যে, পবিত্রতা সুখ-শান্তির নতুন দুনিয়া রিপিট হবে। এই হল পুরানো দুনিয়া দুঃখ ধাম, একেই বলা হয় আয়রন ইয়েজ অর্থাৎ লৌহ যুগ। নতুন দুনিয়াও ছিল তাইনা! যাকে স্বর্গ বলে। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যথাযথভাবে আমরা পুনরায়

দেবী-দেবতায় পরিণত হচ্ছি। তোমাদের এই হল এইম অবজেক্ট হল। আমরা পুনরায় স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করি। অসীম জগতের পিতার কাছে স্বর্গের অধিকার অবশ্যই নেব। এই কথাটি ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে। আমরা আত্মারা সেখানে বাস করি, পরে এইখানে আসি পার্ট প্লে করতে। এখন স্মরণে এসেছে - ৮৪ জন্ম কীভাবে গ্রহণ করি। বাবা বোঝানও তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণদেরকে। ব্রাহ্মণ না হয়ে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান না হয়ে শিববাবার কাছে স্বর্গের অধিকার কীভাবে প্রাপ্ত করবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন বিখ্যাত, তাইনা। ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন। সুতরাং নতুন দুনিয়ার রাজ্যও নিশ্চয়ই তারাও প্রাপ্ত করেন। ৫ হাজার বছর পূর্বেও ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণু পুরীর স্থাপনা করেছিলেন। এখন পুনরায় রিপিট হবে। তার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিচ্ছ। অনেক বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে - ড্রামাকে বড় মনে করবো নাকি পুরুষার্থকে? বোঝানো হয় পুরুষার্থ তো অবশ্যই করতে হবে। পুরুষার্থ না করলে প্রালঙ্ক কীভাবে প্রাপ্ত হবে। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। কেউ ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে তখন বুঝতে পারা যায় যে ড্রামা অনুসারে এনার পুরুষার্থ ভালো ভাবেই চলছে। পদও ভালো প্রাপ্ত হবে। তাদের পুরুষার্থ খুব তীব্র গতিতে চলে। চলতে চলতে অনেকের আবার পদ কমও হয়ে যায়। ব্রাহ্মণীরা জানে, ব্রাহ্মণীদের কাছে যারা আসে তারাও জানে। অমুক ভালো পুরুষার্থ করতো, আজকাল আসে না। তারা বলে আমাদের বুদ্ধিতে কেন ঢোকে না, বাবাকে আমরা স্মরণ করতেই পারি না। তাই আমরা আর চলতে পারবো না। এটা হল উঁচু লক্ষ্য। এমন এমন কথা লিখে দেয়। মুখ্য কথা হল নির্বিকারী হওয়া। বিকার ত্যাগ করা খুব কঠিন। তোমরা জানো ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বের মতন এদের এমন অবস্থা চলছে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই বেহদের খেলাটিকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। কাউকে ভয় পাবে না। নির্ভয় হওয়ার জন্য "আমি আত্মা" এই পার্ট পরিপক্ব করতে হবে।

২) নিজের চেকিং করে নিজেরই পরীক্ষা নিতে হবে যে কোনও কর্মেন্দ্রিয় চলমান হয় না তো? কাম বিকারকে জয় করেছে? দেহী-অভিমানী হয়েছে কতখানি?

বরদানঃ:- কস্মাইন্ড স্বরূপের স্মৃতি এবং পজিশনের নেশার দ্বারা কল্প-কল্পের অধিকারী ভব
"আমি ও আমার বাবা" - এই স্মৃতিতে কস্মাইন্ড থাকো এবং এই শ্রেষ্ঠ পজিশনে সদা স্মৃতি যেন থাকে যে আমরা আজ ব্রাহ্মণ কাল হবো দেবতা। আমরা-ই সেই (ব্রাহ্মণ), সে-ই আমরাই (দেবতা) - এই মন্ত্র সদা স্মরণে থাকলে তো এই নেশা ও খুশীতে পুরানো দুনিয়া সহজেই ভুলে যাবে। সর্বদা এই নেশাই থাকবে যে, আমরাই হলাম কল্প-কল্পের অধিকারী আত্মা। আমরাই ছিলাম, আমরাই আছি এবং আমরাই কল্প-কল্প থাকবো।

স্লোগানঃ:- নিজেই নিজের টিচার হও তাহলেই সর্ব দুর্বলতা স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছো তোমাদের জীবনকে হীরের মতো বানাতে, বাবার স্মরণেই এমন জীবন তৈরী হবে”

*প্রশ্ন:- নতুন দুনিয়াতে উচ্চ পদের জন্য প্রধানতঃ কোন্ পুরুষার্থটি করতে হবে ?

*উত্তর:- বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, যে সব পুরানো আত্মীয় পরিজনেরা তোমাদেরকে এত দুঃখ দিয়েছে, এখন তাদের মোহজাল থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করে কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো। তাদের সাথে থাকো কিন্তু মনকে আমার প্রতি নিযুক্ত করো। মন্মনাভব'র মন্ত্র সর্বদা স্মরণে রাখো, তবেই তোমরা নতুন দুনিয়াতে উচ্চ পদ পাবে।

*গীত:- তুমি রাত কাটালে ঘুমিয়ে, দিন কাটালে খেয়ে, অমূল্য এ জীবন বৃথাই কাটিয়ে দিলে...

ওম্ শান্তি । যেমন বাচ্চাদেরকে সমস্ত শাস্ত্রের সার বোঝাই, তেমনই এই সব গানের সারও তোমাদেরকে বোঝাই। তিনিই হলেন সকলের আত্মিক পিতা, আত্মিক বাচ্চাদেরকে ব্রহ্মা তনে এসে বোঝাচ্ছেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন হে বাচ্চারা - তোমরা জানো যে, আমাদের হীরের মতো জন্ম তৈরী হচ্ছে। বাবার কাছে তোমরা আসোই হীরে তুল্য জীবন বানাতে। হীরের মতো বলা হয় স্বর্গবাসীদেরকে। কড়ির মতো জন্ম হল নরকবাসীদের। তোমরা সঙ্গমযুগকেও জেনে গেছো। এখন আমরা হলাম সঙ্গমযুগবাসী। এই সঙ্গমযুগ হল সকলের জন্য কল্যাণকারী। এই সঙ্গমযুগেই সকলের গতি সঙ্গতি হয়। কে করেন ? পরমধাম থেকে আগত পথিক (মুসাফির)। তিনি তো পথিক, তাই না ! তোমরা পথিক নও, কারণ তোমরা এসেই চলে যাও না। বাবা বলেন - আমি পুরানো দুনিয়াতে এসে আবার ফিরে যাই। বাচ্চারা জানে যে, সেবা করেন যিনি, সেই পথিক একজনই, যিনি এসে আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের অনেক বড় সেবা করেন। এইরকম সেবা আর কেউই করতে পারে না। সেবার জন্যই তাঁকে আহ্বান করে যে, আমাদের পতিতদের সেবা করো। বাবাও বলেন, আমিও বাচ্চাদের সেবার জন্য এসেছি। কারণ বাচ্চারা খুব দুঃখী। তারা ডাকেও আমাদের দুঃখ হরণ করে আর শান্তি দাও। দুটি জিনিস সব সময় মনে থাকে - সুখ আর শান্তি। এখানে দুঃখ আর অশান্তি রয়েছে, তাই তো আহ্বান করে। বাবাই এসে সমস্ত রহস্য সৃষ্টি চক্রকে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছেন। বাচ্চারা বুঝতে পারে - এখন ভক্তি মার্গ সমাপ্ত হয়। কলিযুগের অন্ত অর্থাৎ ভক্তি নীচে নেমে আসতে থাকে। জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের চড়তি কলা হয়ে যাও। তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চ পদ পেয়ে যাও, তারপর সেই প্রালঙ্কের সুখ কম হতে যেতে থাকে। যতখানি ভক্তি ভারতে হয়, ততখানি আর কোথাও হয় না। অর্ধ কল্প ভক্তি চলে। যখন থেকে দ্বাপর শুরু হয় আর অন্যান্য ধর্ম গুলি স্থাপন হওয়া শুরু হয়, তখন থেকে ভক্তি শুরু হয়। ভক্তিও প্রথমে খুব ভালো থাকে। যেমন স্বর্গ প্রথমে খুব ভালো থাকে, তারপর ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে। ভক্তি শুরু হলে সবার প্রথমে শিবের পূজারী হয়। অর্ধ কল্প কোনো পূজা হয় না। তারপর ভক্তি মার্গ শুরু হয়। এতো ভক্তি আর কেউই করতে পারে না। পুরো অর্ধ কল্প ভক্তি চলে। এও বাচ্চারা তোমরা জানো যে, যিনি সকলকে প্রধানত ভারতকে প্রদান করেন, স্বর্গের মালিক বানান, সেই তিনিই দূর দেশের পথিক এসেছেন - আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে স্বর্গের বাদশাহী দিতে। উত্তরাধিকারও কতখানি বিশাল ! কিন্তু একটি কথাও কারো বুদ্ধিতেই বসে না। ভারতে মানুষজন কতো ভক্তি করে ! কতো মন্দির রয়েছে। ভারত খন্ডে তো অনেক অনেক মন্দির রয়েছে। এখন তোমরা জানো এ কার মন্দির। প্রথম তো শিব বাবার মন্দির বানিয়ে থাকে। তারপর বানানো হয় দেবতাদের। সেই মন্দিরও তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে শিব বাবার পূজা করতে থাকে, অন্যদিকে শিব বাবা তোমাদেরকে পূজ্য বানাচ্ছেন। তোমরা এখানে এসেছ পূজ্য দেবতা হতে। যারাই দেবতাদের পূজারী রয়েছে - বাস্তবে তারাই এখানে এসে ব্রাহ্মণ হবে। ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। সবাই একসাথে তো পড়তে পারেনা। সময় লাগে। কল্প পূর্বে যারা পড়েছিল, তারাই পুনরায় পড়বে। একে-অপরকে পড়াতে হবে। সবাইকে বাবা আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাতে থাকে, যার দ্বারা মানুষ স্বর্গের মালিক হয়ে যায়। সেসব এসে বোঝো। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই নাটক কিভাবে আবর্তিত লাগায়। লক্ষ বছরের গল্প তো কেউ শোনাতে পারে না। তোমরা জানো যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে কি ছিল, কার রাজ্য ছিল! ভারতে আমাদের পূজ্য দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। স্মরণে এসেছে তাই না - আমরা পূজ্য ছিলাম, পুনরায় পূজারী হয়েছি। আগে এসব জানতাম না - আমরাই তথা পূজ্য দেবতা ছিলাম, পুনরায় আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছি। লক্ষ্মী-নারায়ণের ৮৪ জন্মের কাহিনী আছে। তোমরা নিজেদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শুনিয়ে থাকো। তাদের তো নিজেদের কাহিনী বসে লিখতে অনেক সময় লাগে। তোমরা এক মিনিটে ৮৪ জন্মের কাহিনী বলে দিতে পারো। তারা তো একজন্মের কাহিনী লেখে। ছোটবেলায় কি কি

করেছে। ইনিও নিজের কাহিনী বলে থাকেন। আমি চুরাশির চক্র কিভাবে পরিক্রমা করেছে। একজনের তো কথা নয়, অনেক ব্রাহ্মণ আছে। তোমরাই এই চক্রকে জানো। এই চক্রকে জানার কারণে তোমরা রাজা রানী হয়ে যাও আর পুনরায় অন্যদেরকেও তৈরি করতে থাকো। ভক্তিও ভারতবাসীদের মতো আর অন্য কেউ করে না। আর যা কিছু মঠ পথ ধর্ম ইত্যাদি আছে, সেসব আমাদের ভক্তির সময় স্থাপন হয়। প্রথমদিকে তো আমাদের কত ছোট সুন্দর ফুলের বাগান ছিল, আধ্যাত্মিক গার্ডেন ছিল। তোমরা চৈতন্য ফুল ছিলে। একেই বলা যায় ফুলের বাগান। তারপর সেটাই কাঁটার জঙ্গলে পরিণত হয়ে যায়। এই সময়ে সবাই কাঁটা হয়ে গেছে। পুনরায় কাঁটা থেকে ফুল কিভাবে হতে হবে, সেটাও বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। একে অপরকে দুঃখ দেওয়া মানে কাঁটা লাগানো। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট বলা যায়। সেই সময়টা খুব সুন্দর হয়ে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত খুশির সাথে পড়তে থাকে। এরপর যখন বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করে তখন একে-অপরকে কাঁটা লাগানো শুরু করে দেয়। সত্য যুগে কেউ কাউকে কাঁটা লাগায় না। এখন তো তোমরা আবার ফুল তৈরি হচ্ছে। তোমরা জানো যে ভারত স্বর্গ ছিল, তখন কতইনা অসীম সুখ ছিল। সোনার খনি ছিল। এখন সে সব খালি হয়ে গেছে। পুনরায় তোমাদের ভরপুর সোনা প্রাপ্ত হবে। ভারতেই সোনা, হিরে, জহরতের খনি ছিল। এই সময় আমেরিকা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। বস্ত্রও থাকবে না। আশ্চর্য! তাইনা। কলিযুগের শেষে সোনার কোনও কিছুই দেখতে পাওয়া যায়না। পুনরায় সত্যযুগের আদিতে এইসব সোনার খনি ভরপুর হয়ে যাবে। সোনার মহল তৈরি হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় তাই না। সেখানকার খনি থেকে কত অধিক সোনা বেরিয়ে আসে। যেরকম এখানে মাটির ইঁট তৈরি হয়, সেইরকম সেখানে সোনার ইঁট তৈরি হয়। মায়া মচ্ছন্দরের খেলা দেখায় না? ধ্যানে দেখে যে এখানে তো সোনা-ই সোনা। বরাবর সত্যযুগে সোনা থাকবে। এখানে তো দেখো মাটির ইঁটও পাওয়া যায় না। এখানে যত ইঁট পয়সা দিয়ে পাওয়া যায়, ততই সেখানে সোনার এইট বিনামূল্যে পাওয়া যায়। রাত-দিনের পার্থক্য আছে। তাই কেনই না পুরুষার্থ করবেনা - নতুন দুনিয়াতেও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য! এখানে মোহজালে কেন ফঁসে আছো!

বাবা বলছেন, পুরানো সম্বন্ধ থেকে তোমরা কতই না দুঃখ পাও! বাবা এইরকম বলেন না যে এদেরকে ছেড়ে দাও। কেবল বুদ্ধির যোগ এক বাবার সাথে যুক্ত করো। তাহলেই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। মন্মুনাভবের অর্থই হলো - আমাকে স্মরণ করো আর বিষ্ণুর চতুর্ভুজকে অর্থাৎ বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। মূল হলই একটি কথা। ভক্তি মার্গে তো অনেক পঞ্চায়েত (নানান আচার আচরণ, জটিলতা) আছে। এখন তোমরা সকল আত্মারা প্রেমিকা হলে এক প্রেমিক পরমপিতা পরমাত্মার। তিনি তোমাদেরকে সুখধামের মালিক বানান। সকল আত্মারা তাঁকে স্মরণ করে। তোমরা হলে আত্মিক প্রেমিকা, আত্মিক প্রেমিকের একবার-ই হও। বাকি তো সকল মানুষ হল দৈহিক প্রেমিক-প্রেমিকা। এখন অসীমের প্রেমিকাদের সাথে অসীম জগতের প্রেমিক এসে মিলন করেছেন। তাঁকে বলাও হয় - এসো, এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। একজনকেই আহ্বান করে। তোমরা জানো যে আমাদের আত্মা পতিত হয়েছে এই জন্য আহ্বান করে যে হে পতিত-পাবন এস। কুস্তুর মেলা হয়, কতো লোক গিয়ে সেখানে গঙ্গা স্নান করে। লাভ কিছুই হয় না। পবিত্র কেউই হতে পারে না। এখন বাবা এসে জ্ঞানের বর্ষা করছেন। তোমাদের উপর জ্ঞানের বর্ষা হচ্ছে, যার দ্বারা পুনরায় কাঁটার জঙ্গল ফুলের বাগানে পরিণত হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে আমাদের যখন রাজ্য হবে তখন সেখানে কোন পতিত থাকবেই না। সমগ্র বিশ্বের উপর জ্ঞান বর্ষা হচ্ছে। সবকিছুই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা হয়ে যায়। হীরে জহরের খনিগুলিও নতুন হয়ে যায়। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে কতই না খুশি থাকা উচিত। সম্মুখে দেখছো যে, অসীম জগতের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যদিও তোমরা যেখানে খুশি বসো - স্নান করো, বুদ্ধিতে বাবার-ই স্মরণ যেন থাকে। সেখানে তো স্মরণ করার সময়ই থাকবে না। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই উপার্জন হবে। স্মরণের দ্বারাই উপার্জন হয়। এইরকম কখনো শুনেছো কি, যে স্মরণের দ্বারা উপার্জন হয়! কত বড় উপার্জন হয়, তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে আমাদের আত্মাদের বাবা হলে নিরাকার। তিনি এই শরীরের আধার নিয়েছেন। ভাগীরথেরও বর্ণনা আছে তাইনা। ভাগ্যশালী রথ, যে রথের উপর পরমপিতা পরমাত্মা সওয়ারী হয়ে থাকেন। আত্মার রথ যখন তৈরি হয় তখন আত্মা এসে তার মধ্যে প্রবেশ করে। বাবাকে তো এই রথে এসে কেবল জ্ঞান শোনাতে হয়। ঐনারও অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় তখন বাবা বলেন - আমি এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করি বা এই রথে বিরাজমান হই। এছাড়া কোনও ঘোড়ার গাড়ির রথের কথা নেই। এখন তোমাদের এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বাবা বসে সম্মুখে বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের তো অনেক খুশি হওয়া উচিত। আই সি এস পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করে তো অনেক নেশা থাকে। সেটা হল সবথেকে বড় পরীক্ষা। এটাও হল তোমাদের পড়াশোনা। এটা হল ভগবানের পাঠশালা। এখন প্রশ্ন ওঠে ভগবান কে? শ্রীকৃষ্ণ নাকি শিব বাবা? সকলের ভগবান কে? এক নিরাকারকে ছাড়া সবাই তো কৃষ্ণকে মানবে না। সকল আত্মাদেরকে বাবা হলেন সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি সর্বদা পরমধামে থাকেন। একবারের জন্যই আসেন - বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাতে। তোমরা

জানো যে সেই বাবা কল্প-কল্প এসে আমাদেরকে ভিক্ষুক থেকে রাজকুমার তৈরি করেন। ভারত এখন ভিখারী হয়ে গেছে তাইনা! পুনরায় দ্বিতীয় জন্মে কি হতে হবে, তোমাদের সবই সাক্ষাৎকার হয়েছে। বিনাশেরও সাক্ষাৎকার করেছে। স্থাপনারও সাক্ষাৎকার করেছে। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা তৈরি করি। অনেক দান-পূণ্য করে কেউ অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত করে। রাজার কাছে জন্ম নিয় সপ্তে সপ্তেই মারা যায়। কেউ আবার গর্ভেই মারা যায়। কেউ বিকলাঙ্গ বা কেউ অন্ধ হয়েও জন্ম নেয়। যে রকম কর্ম করে সেই রকমই পদ প্রাপ্ত হয়। এখন তোমাদেরকে তো রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছেন। তোমরা বল যে - বাবা আমরা সমর্পিত হয়ে যাব। তাহলে অবশ্যই তোমরাই রাজত্ব প্রাপ্ত করবে। ভারতকে মহাদানী খন্ড বলা যায়। এখানে দান পূণ্য অনেকেই করে। সেইসব শুরু হয় ভক্তি মার্গে। এখন বাবা তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য দান করছেন। এখন তোমরা বাবার উপর সমর্পিত হয়ে যাও। তন, মন, ধন সবকিছুই দিয়ে দিয়েছো। এখন বাবা বলছেন - যে নিমিত্ত হয়ে থাকো। নিজের ঘরবাড়ি দেখাশোনা কর। এইসব কিছুই হল শিব বাবার। আমিও তোমার, তোমাকেই স্মরণ করি। হৃদয় থেকে সমর্পিত করে দেয়। বাবা বলেন যে, তোমরা যদিও মহলে থাকো, ঘোরা-ফেরা করো, আনন্দ থাকো, কেবল আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা অনেক খুশিতে থাকবে। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন পুনরায় তোমরা পুরুষার্থ করে সেসব তৈরি হচ্ছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা এই যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিকর্মাজিত হবে। বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) রাজপদ প্রাপ্ত করার জন্য বাবার উপর সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যেতে হবে। তন-মন-ধন সব সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। বিকর্মাজিত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

২) স্মরণের দ্বারাই উপার্জন হয়, এই জন্য নিরন্তর স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। এমন আত্মিক ফুল হতে হবে যে ফুলের দুনিয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। অন্তরে কোনো কাঁটা যেন না থাকে।

বরদান:- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে সর্বদা অচল আর সাক্ষী থেকে নম্বর ওয়ান ভাগ্যবান ভব ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে প্রত্যেক সংকল্প, প্রত্যেক কর্ম করো আর প্রত্যেক কথাকে দেখো। এটা কেন, এটা কি - এই প্রশ্নবোধক চিহ্ন যেন না থাকে, সর্বদা ফুলস্টপ। নাথিং নিউ। প্রত্যেক আত্মার পার্টকে ভালোভাবে জেনে তারপর অভিনয়ে এসো। আত্মাদের সম্বন্ধে-সম্পর্কে এসে প্রিয় এবং পৃথকত্বের সমতা যদি থাকে তাহলে চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়ে যাবে। সর্বদা এই রকম অচল আর সাক্ষী থাকা, এটাই হলো নম্বর ওয়ান ভাগ্যবান আত্মার লক্ষণ।

স্লোগান:- সহনশীলতার গুণকে ধারণ করো তাহলে কঠোর সংস্কারও শীতল হয়ে যাবে।

"তন, মনের ক্লাস্তি দূর করার উপায় - 'শক্তিশালী স্মরণ"

আজ পরদেশী বাবা নিজের অনাদি দেশবাসী আর আদি দেশবাসী, সেবা-অর্থে সবাই বিদেশি, এই রকম বাচ্চাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য এসেছেন। বাপদাদা জানেন যে এরাই আমার হারানিধি প্রিয় বাচ্চা, অনাদি দেশ পরমধাম-নিবাসী আর সেইসঙ্গে সৃষ্টির আদিতে এই ভারত ভূমিতে যখন সত্যযুগী স্বদেশ ছিল, আপন রাজ্য ছিল যাকে সবাই ভারত বলে, আদিতে এই ভারত-দেশবাসী ছিলো। এই ভারত ভূমিতে ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে একসাথে রাজত্ব করেছিলো। অনেক জন্ম তোমাদের আপন রাজ্যে সুখ-শান্তি সম্পন্ন সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছে। সেইজন্য আদি দেশবাসী হওয়ার কারণে ভারত ভূমির প্রতি তোমাদের হৃদয়ের স্নেহ থাকে। এখন অন্তে ভারত যতই গরিব বা ধূলামলিন হয়ে যাক না কেন, তবুও নিজের দেশ সেতো নিজেরই হয়। সুতরাং তোমরা সব আত্মার আপন দেশ এবং শরীরধারী দেবতা জীবনের আপন দেশ কোনটা ছিল ? ভারতই ছিল, তাই না ! কত জন্ম ভারত ভূমিতে থেকেছ তা' মনে আছে তোমাদের ? ২১ জন্মের উত্তরাধিকার বাবার থেকে তোমরা সবাই প্রাপ্ত করে নিয়েছ, সেইজন্য ২১ জন্মের গ্যারান্টি তো আছেই। পরেও প্রত্যেক আত্মার অনেক জন্ম ভারত ভূমিতেই হয়েছে কারণ যারা ব্রহ্মাবাবার নিকট আত্মা, তাঁর সমান হওয়া আত্মা, তারা ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে একসাথে নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারীর পাটও প্লে করে। দ্বাপর যুগের প্রথম ভক্ত হও তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা। স্বর্গের আদিতে এই দেশের বাসিন্দা ছিলে এবং অনেকবার ভারত-ভূমির বাসিন্দা হয়েছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণদের অলৌকিক সংসার মধুবনের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা গভীর। এই মধুবন ব্রাহ্মণদের ছোট একটা দুনিয়া। সুতরাং এই দুনিয়া খুব ভালো লাগে, তাই না ! এখান থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য মন চায় না, তাই না ! যদি তোমাদের জন্য এখনই অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয় যে মধুবন নিবাসী হয়ে যাও, তাহলে খুশি হবে, হবে না ? নাকি এই সঙ্কল্প আসবে যে সেবা কে করবে ? সেবার জন্য তো যেতেই হবে। বাপদাদা যদি বলেন, এখানে বসে যাও তবুও সেবা স্মরণে আসবে ? সেবা করতে তোমাদের উৎসাহিত কে করেন ? বাবার ডিরেকশন এবং শ্রীমং যেমনই হবে, তা' সেই রূপে পালন করা - তাকে বলে প্রকৃত আঙুঠাকারী বাচ্চা। বাপদাদা জানেন, তোমাদের মধুবনে বসাতে হবে নাকি সেবায় পাঠাতে হবে। ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সব বিষয়ে এভাররেডি থাকতে হবে। এই মুহূর্তে যে ডিরেকশন পাবে তার জন্য এভাররেডি থাক। সঙ্কল্প মাত্রও মনমত যেন মিলে না হয়, একে বলে শ্রীমত অনুসরণে চলা শ্রেষ্ঠ আত্মা।

এটা তো জানো যে সেবার জন্য বাপদাদা দায়বদ্ধ, নাকি তোমরা ? এই উত্তরদায়িত্ব থেকে তো তোমরা হালকা, তাই না ? নাকি দায়বদ্ধতার অল্প অল্প বোঝা থাকে তোমাদের ? এত বড় প্রোগ্রাম করতে হবে, এই করতে হবে - বোঝা তো মনে কর না, তাই না ? করাবনহার করাচ্ছেন। করাবনহার একমাত্র বাবা, কারও বুদ্ধিকে টাচ ক'রে বিশ্ব-সেবার কার্য করতে থাকেন আর করতে থাকবেন। শুধু বাচ্চাদের নিমিত্ত বানান এইজন্য যে করবে সেই পাবে। বাচ্চারাই পায়, বাবার পাওনা নেই। প্রালঙ্ক পাওয়া কিংবা সেবার ফল অনুভব হওয়া- এটা আত্মাদের কাজ। সেইজন্য তিনি বাচ্চাদের নিমিত্ত বানান। সাকার রূপেও সেবা করার কার্য দেখেছ এবং এখন অব্যক্ত রূপেও করাবনহার বাবা অব্যক্ত ব্রহ্মা দ্বারাও কীভাবে সেবা করাচ্ছেন সেটাও তোমরা দেখেছ। অব্যক্ত সেবার গতি আরও তীব্রগতি ! যিনি করানোর তিনি করাচ্ছেন আর তোমরা কার্ঠের পুতুলের মতো নাচছো। এই সেবাও একটা খেলা। যিনি করানোর করাচ্ছেন আর তোমরা নিমিত্ত হয়ে এক কদমের পদমণ্ডল প্রালঙ্ক তৈরি করছ। তাহলে বোঝা কার উপরে ? যিনি করাচ্ছেন তাঁর উপরে নাকি যারা করছে তাদের উপরে ? বাবা তো জানেন সেটা বোঝা নয়, তোমরা বোঝা শব্দ ব্যবহার কর সেইজন্য বাবাও বোঝা শব্দ বলেন। বাবার জন্য সবকিছু নিষ্পন্ন হয়েই আছে। সবকিছু শুধু একটা রেখা টানার মতো, রেখা টানা কী বড় ব্যাপার বলে মনে হয়? তাইতো বাপদাদা এইভাবে সেবা করান। সেবাও এতই সহজ যেন শুধু একটা রেখা টানা। তোমরা রিপোর্টের জন্য রিপোর্ট করছ, শুধু খেলা করছ।

ঠিক যেমন বিঘ্ন মায়ার খেলা, সে'রকমই সেবাও পরিশ্রম নয় বরং খেলা, এ'রকম ভাবে সেবায় সদাই রিফ্রেশমেন্ট অনুভব করবে। কোনো খেলা লোকে কেন খেলে ? ক্লাস্ত হওয়ার জন্য খেলে না, রিফ্রেশ হওয়ার জন্য খেলে। তা' যত বড় কার্যই হোক না কেন, তোমরা কিন্তু এ'রকম অনুভবই করবে, যেমন খেলা খেলে তোমরা রিফ্রেশ হয়ে যাও। তা' যতই কেন না পরিশ্রমের খেলা হোক, কিন্তু খেলা মনে খেললে ক্লাস্তি হয় না, কারণ আপন হৃদয়ের ইচ্ছাতে খেলা খেল। খেলাতে যতই হার্ড ওয়ার্ক করতে হোক তবুও তা' মনোরঞ্জন মনে হয়, কারণ নিজেদের হৃদয় দিয়ে কর। আর লৌকিক কোনো

কাজ বোঝার মতো মনে হয়, জীবন যাপন করতে তোমাদের সেগুলো করতেই হবে। ডিউটি ভেবে করো, সেইজন্য পরিশ্রম লাগে। তা' সেটা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ হোক বা বুদ্ধির পরিশ্রমের, কিন্তু ডিউটি ভেবে করায় ক্লান্ত অনুভব করবে, কেননা তা' হৃদয়ের খুশিতে করে না। যে নিজের মনের উৎসাহে, খুশিতে কার্য করে সেটা করতে পরিশ্রম হয় না, বোঝা অনুভব হয় না। কখনো কখনো বাচ্চাদের উপরে সেবার আবশ্যিক কাজ অধিক মাত্রায় এসেও যায়, সেইজন্যও কখনো কখনো ক্লান্ত ফীল (অনুভব) হয়। বাপদাদা দেখেন, কিছু বাচ্চা অক্লান্ত সেবা করার উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকে। যতই হোক, মনোবল বজায় রেখে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ - এটা দেখে বাপদাদা প্রসন্ন হন। তবুও সদা বুদ্ধিকে অবশ্যই বজায় রাখ।

বাচ্চাদের সব প্ল্যান, প্রোগ্রাম বতনে বসে বাপদাদা দেখতে থাকেন। প্রত্যেক বাচ্চার স্মরণ আর সেবার রেকর্ড বাপদাদার কাছে সবসময় থাকে। তোমাদের দুনিয়ায় যেমন রেকর্ড রাখার অনেক সুবিধা আছে। বাবার কাছে সায়েন্সের সুযোগ-সুবিধা থেকেও রিফাইন উপায় আছে, আপনা থেকেই কার্য করতে থাকে। সায়েন্সের উপকরণ দ্বারা যে কার্যই করা হয়, তা' লাইটের আধারে করে। সূক্ষ্মবতন তো লাইটেরই। সাকার বতনের লাইটের সুবিধা তবুও প্রকৃতির উপকরণ, কিন্তু অব্যক্ত বতনের সুবিধা-সুযোগ প্রকৃতির নয়। তাছাড়া, প্রকৃতি রূপ বদল করে - সতঃ, রজঃ, তমোতে পরিবর্তন হয়। এই সময় তো প্রকৃতি হয়ই তমোগুণী, সেইজন্য এই সুবিধা আজ চলবে, কাল চলবে না। কিন্তু অব্যক্ত বতনের সাধন প্রকৃতির উদ্দেশ্য, সেইজন্য সে'সব পরিবর্তন হয় না। যখনই চাও, যেভাবে চাও সূক্ষ্ম সাধন সদাই নিজের কার্য করতে থাকে, সেইজন্য সব বাচ্চার রেকর্ড দেখা বাপদাদার জন্য বড় ব্যাপার নয়। তোমাদের তো সাধন-সমূহ সামলানোই কঠিন হয়ে যায়, তাই না ! সুতরাং বাপদাদা স্মরণ আর সেবার উভয় রেকর্ডই দেখেন, কারণ দুইয়ের ব্যালেন্স এক্সট্রা ব্লেন্ডিংস প্রাপ্ত করায়।

সেবার জন্য যেমন সময় বের কর তো তা'তে তোমরা কখনো কখনো নিয়মের থেকেও বেশি সময় ব্যয় করে ফেল। সেবায় সময় ব্যয় করা খুব ভালো ব্যাপার, তাছাড়া সেবার বলও তোমাদের প্রাপ্ত হয়, সেবাতে বিজি হওয়ার কারণে ছোট ছোট ব্যাপার থেকে বেঁচেও যাও। বাপদাদা বাচ্চাদের সেবায় খুব খুশি, তোমাদের মানসিক শক্তির কাছে তিনি নিজেকেই সমর্পণ ক'রে দেন, কিন্তু যে সেবা স্মরণে, উল্লতিতে সামান্যতম বাধার কারণ হয়, তাহলে এমন সেবার সময় কম করা উচিত। যেমন, তোমরা যখন রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে থাক বা একটা বাজিয়ে দাও তখন অমৃতবেলা ফ্রেশ হবে না। নিয়ম অনুযায়ী বসেও যাও কিন্তু অমৃতবেলা শক্তিশালী না হলে সারাদিনের স্মরণ আর সেবায় তারতম্য হয়ে যায়। ধরা যাক, সেবার প্ল্যান বানানোতে বা সেবা প্র্যাকটিক্যালি হতে সময় লাগে, তাহলে রাতের সময়কে কেটে বারোটার বদলে এগারোটার সময় শুয়ে পড়। ওই যে একঘন্টা কম করলে আর শরীরকে রেস্ট দিলে তাতে অমৃতবেলা ভালো হবে, বুদ্ধিও ফ্রেশ থাকবে। নয়তো, তোমাদের বিবেক দংশন হয় - সেবা তো করছি কিন্তু স্মরণের চার্ট যতটা হওয়া উচিত, ততটা হয়নি। যে সঙ্কল্প হৃদয়ে বা মনে বারবার উৎপন্ন হয় - এটা এ'রকম হওয়া উচিত কিন্তু হচ্ছে না, সেইজন্য সেই সঙ্কল্পের কারণে বুদ্ধিও ফ্রেশ হয় না। আর বুদ্ধি যদি ফ্রেশ হয় তাহলে ফ্রেশ বুদ্ধি দ্বারা ২-৩ ঘন্টার কাজ তোমরা ১ ঘন্টায় করতে পার। ক্লান্ত বুদ্ধিতে টাইম বেশি লেগে যায়, এই অনুভব তো আছে, তাই না ! আর বুদ্ধি যত ফ্রেশ থাকে, শারীরিক ভাবেও ফ্রেশ এবং আত্মিক উল্লতিতেও ফ্রেশ - ডবল ফ্রেনেস (সতেজতা) যদি থাকে তাহলে এক ঘন্টার কাজ আধ-ঘন্টায় হয়ে যাবে, সেইজন্য সদা নিজের দিনচর্যায় অ্যাটেনশন রাখ যাতে বুদ্ধি ফ্রেশ থাকে। বেশি ঘুমেরও অভ্যাস যেন না হয়, কিন্তু শরীরের প্রয়োজনে যতটা সময় বিশ্রাম আবশ্যিক, তার অ্যাটেনশন অবশ্যই রাখ। কখনো কখনো যখন বিশেষ সেবার চান্স হয়, মাসে-দুমাসে দু'চারবার রাতে দেরি হয়ে যায়, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু যদি নিয়মিত ভাবে শরীর ক্লান্ত হয়ে থাকে তাহলে স্মরণে তারতম্য হবে। যেভাবে তোমরা সেবার প্রোগ্রাম বানাও, চার ঘন্টা সময় বের করতে হলে তা' যেমন বের করে নাও, ঠিক সে'ভাবেই স্মরণেরও সময় অবশ্যই বের করতে হবে - এটাও আবশ্যিক মনে করে এই বিধিতে নিজেদের প্রোগ্রাম বানাও। অলস হয়োনা, কিন্তু শরীরকে রেস্ট দাও - এই বিধিতে চলো কারণ দিন-দিন আরও তীব্রগতিতে সেবার অগ্রগতির সময় আসছে। তোমরা ভাবছ - আচ্ছা, এই এক বছরের কার্য সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তারপরে আমরা রেস্ট নিয়ে নেব, ঠিক করে নেব, স্মরণের সময় বাড়িয়ে নেব। কিন্তু সেবার কার্য তো দিন-দিন নতুন থেকে নতুনতর আর বড় থেকে আরও বড় হওয়ার আছে, সেইজন্য সদা ব্যালেন্স রাখ। অমৃতবেলা যেন ফ্রেশ হয়, পরে সেই কাজ সারাদিন ধরে সময় অনুসারে যদি কর তাহলে বাবার ব্লেন্ডিংস এক্সট্রা প্রাপ্ত হবে এবং বুদ্ধিও ফ্রেশ হওয়ার কারণে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি অধিক সফলতা-পূর্বক কার্য করতে পারবে। বুঝেছ ?

বাপদাদা দেখছেন - বাচ্চাদের মধ্যে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা, সেইজন্য শরীরের ব্যাপারে ভাবেও না। উৎসাহ-উদ্দীপনায়

এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাওয়া বাপদাদার ভালো লাগে, তবুও ব্যালেঞ্চ অবশ্যই প্রয়োজন। যদিও তোমরা করেই চলেছ, এগিয়ে যাচ্ছ তবুও কখনো কখনো যেমন অনেক কাজ থাকে, তখন অনেক কাজের মধ্যে এক তো বুদ্ধির ক্লাস্তির কারণে যতটা চাও ততটা করতে তোমরা অপারগ হও আর দ্বিতীয়তঃ, অনেক কাজ হওয়ার কারণে কারও দ্বারা সামান্য অধীরতা কিছু হবে তো ক্লাস্তির কারণে বিরক্ত হয়ে যাও। এতে খুশি কম হয়ে যায়। সাধারণতঃ, অভ্যন্তরে তোমরা ঠিক থাক, সেবার বলও তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে, খুশিও অনুভব করছ, তবুও শরীর তো পুরানো, তাই না ! সেইজন্য 'টু-মাচ'-এ যেও না। ব্যালেঞ্চ রাখ। স্মরণের চাটে ক্লাস্তির প্রভাব পড়া উচিত নয়, সেবায় যতই বিজি থাক। তোমরা যতই বিজি থাক, ক্লাস্তি মেটানোর বিশেষ উপায় প্রতি ঘন্টায় বা দু ঘন্টার মধ্যে শক্তিশালী স্মরণের জন্য অবশ্যই এক মিনিট অন্ততঃ বের কর ! যেমন কেউ শারীরিকভাবে যদি দুর্বল হয় তাহলে শরীরকে শক্তি দেওয়ার জন্য ডক্টর দু ঘন্টা পর পর শক্তির ওষুধ সেবন করতে দেন। টাইম বের করে ওষুধ খেতে তো হয়, তাই না ! সুতরাং মাঝে-মাঝে যদি শক্তিশালী স্মরণে থাকতে এক মিনিটও বের কর, তাহলে তাতে এ. বি. সি.... সব ভিটামিন্স এসে যাবে।

তোমাদের বলা হয়েছিল যে শক্তিশালী স্মরণ সদা কেন থাকে না ! তোমরাই যখন বাবার এবং বাবা তোমাদের, সর্ব সস্বন্ধ তাঁর সাথে, হৃদয়ের স্নেহ রয়েছে, তোমরা নলেজফুল, প্রাপ্তির অনুভাবী, তবুও শক্তিশালী স্মরণ সদা কেন থাকে না, তার কারণ কী? স্মরণের লিঙ্ক তোমরা রাখ না। লিঙ্ক কেটে (ভেঙে) যায়, সেইজন্য আবার জুড়তে সময়ও লাগে, পরিশ্রমও লাগে আর শক্তিশালী হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল হয়ে যায়। বিস্মৃতি তো হতে পারে না, স্মরণ থাকে, কিন্তু শক্তিশালী স্মরণ যাতে সদা থাকে তার জন্য এই লিঙ্ক ভাঙা উচিত নয়। সবসময় বুদ্ধিতে স্মরণের লিঙ্ক যেন জুড়ে থাকে - এটাই তার বিধি। জানবে এটা আবশ্যিকও। যেমন বুঝতে পার যে এই কাজটা প্রয়োজনীয়, এর প্ল্যান সম্পূর্ণ করেই উঠতে হবে, সেইজন্য তোমরা সময়ও দাও, এনার্জিও লাগাও। তেমনই এটাও আবশ্যিক। এই কাজটা পিছনে ফেলে ওই কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভেবো না যে প্রথমে এটা পুরো করে নিই, তারপরে স্মরণ করব, না ! নিজের প্রোগ্রামিংয়ে এর জন্য আগে সময় অ্যাড কর। সেবার প্ল্যানের জন্য যেমন দু ঘন্টার টাইম ফিক্স কর - তা' মিটিং করার জন্যই হোক বা প্র্যাকটিক্যালি কিছু করার জন্য, তখন দু ঘন্টার সাথে সাথে স্মরণও মধ্যে মধ্যে করতেই হবে - সে' সময়টা অ্যাড করো। তারপরে যে প্ল্যান তোমরা এক ঘন্টায় বানাবে, তা' আধ-ঘন্টায় হয়ে যাবে। করে দেখ। ফ্রেশনেসের সাথে দুটো বাজলে আপনা থেকেই তোমাদের চোখ খুলে যায়, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু কাজের জন্য জাগতে হলে তার এফেক্ট (প্রভাব) শরীরের উপরে পড়ে, সেইজন্য ব্যালেঞ্চের প্রতি অ্যাটেনশন দাও।

বাপদাদা তো বাচ্চাদের এত বিজি দেখে এটাই ভাবেন যে এদের মাথার মালিশ হওয়া উচিত। কিন্তু সময় যদি বের কর তাহলে বতনে বাপদাদা মালিশ করে দেবেন। সেটাও অলৌকিক হবে, এ'রকম লৌকিক মালিশের মতো মোটেই হবে না। একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। শক্তিশালী স্মরণের এক সেকেন্ডও তোমাদের তন আর মন - দুইই ফ্রেশ করে দেয়। বাবার বতনে এসো; যে সক্ষম করবে তা' পূরণ হয়ে যাবে। তা' সে' শরীরের ক্লাস্তি হোক, বা মস্তিষ্কের অথবা স্থিতির ক্লাস্তি - বাবা তো এসেছেনই ক্লাস্তি সরিয়ে দিতে।

আজ ডবল বিদেশিদের সাথে বাপদাদা পার্সোনাল অধ্যাক্স বার্তালাপ করছেন। তোমরা খুব ভালো সেবা করেছ আর করেও যেতে হবে। সেবার অগ্রগতি হওয়া - এটা ড্রামা অনুসারে তৈরি হয়েই আছে। তোমরা যতই ভাবো - এখন তো অনেক হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রামার ভবিতব্যও তৈরি হয়ে আছে, সেইজন্য সেবার প্ল্যান্স তৈরি করতেই হবে আর তোমাদের সবাইকে নিমিত্ত হয়েই করতে হবে। এই ভবিতব্য কেউ বদলাতে পারে না। বাবা চাইলে তোমাদেরকে এক বছরের জন্য সেবা থেকে রেস্ট দিতে পারবেন, কিন্তু বদলাতে পারবেন না। সেবা থেকে ফ্রি হয়ে বসে থাকতে পারবে তোমরা? স্মরণ যেমন ব্রাহ্মণ জীবনের ভোজন, তেমন সেবাও জীবনের রসদ। ভোজন ব্যতীত কেউ কখনো থাকতে পারে? যতই হোক, ব্যালেঞ্চ প্রয়োজন। এতটাও বেশি ক'র না যাতে বুদ্ধির উপরে চাপ পড়ে এবং এতটাও কম ক'র না যাতে অমনোযোগী হয়ে যাও। না বোঝা হবে, না অমনোযোগী হবে - একে বলে ব্যালেঞ্চ। আচ্ছা।

যারা, সদা স্মরণ আর সেবার ব্যালেঞ্চ দ্বারা বাবার রেসিংয়ের অধিকারী, সদা বাবার সমান ডবল লাইট থাকে, সদা নিরন্তর শক্তিশালী স্মরণের লিঙ্ক জুড়ে রাখে, সদা শরীর ও আত্মাকে রিফ্রেশ রাখে, সব কর্ম বিধিসম্মত ভাবে করে, যারা সদা শ্রেষ্ঠ সফলতা প্রাপ্ত করে - এমন শ্রেষ্ঠ, সমীপ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্মৃতির দ্বারা নিজের শক্তিশালী স্বরূপে থেকে সূর্যবংশী পদের অধিকারী ভব
যারা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সদা স্মৃতিতে রাখে, তারা শক্তিশালী (সমর্থ) স্বরূপে থাকে। তাদের সবসময়

নিজের অনাদি প্রকৃত স্বরূপ স্মৃতিতে থাকে। কখনো নকল ফেস ধারণ করে না। অনেক বার মায়া কৃত্রিম গুণ আর কর্তব্যের স্বরূপ বানায়। কাউকে ক্রোধী, কাউকে লোভী, কাউকে দুঃখী, কাউকে অশান্ত বানায় - কিন্তু প্রকৃত স্বরূপ এই সব বিষয়ের উর্ধ্বে। যে বাচ্চারা নিজের প্রকৃত স্বরূপে স্থিত থাকে তারা সূর্যবংশী পদের অধিকারী হয়ে যায়।

স্লোগান:-

সকলের প্রতি দয়ালু হও, তাহলে অহং আর শঙ্কা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের যাত্রায় কখনো ক্লান্ত হয়ো না, দেহ-অভিমানের ঝড় ক্লান্ত করে দেয়, দেহী-অভিমानी হও, তবেই ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ সংস্কার ২১ জন্মের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে নষ্ট করে দেয় ?

*উত্তরঃ - যদি কারোর মধ্যে অভিমানের সংস্কার থাকে। বাবার প্রতি বা পড়ার প্রতি রুষ্টি হয় তখন ২১ জন্মের ভাগ্য নষ্ট করে দেয়। সেইজন্য বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, দেহ-অভিমানের বশে কখনো এমন উল্টো-পাল্টা নেশা চড়ে যাওয়া উচিত নয় যে আমি এতজনকে বুমিয়েছি, এত সাহায্য করেছি। দেখো, বাবা কত বড় অথরিটি, তথাপি কত নিরহংকারী। সেইজন্য সী ফাদার (বাবাকে দেখো)।

*গীতঃ- রাতের পথিক হয়ো না শ্রান্ত/ভোরের গন্তব্য দূরে তো নয়....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গান শুনেছে আর যারা যোগযুক্ত সার্ভিসেবেল বাচ্চা, তারা এর অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝে যায়। আমরা রাতের পথিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রাত এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। ভক্তিমার্গকে রাত বলা হয়। রাতের অর্ধকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। সসীমেরও(হৃদ) দিন আর রাত আছে। এ হলো আবার ব্রাহ্মণদের অর্ধকল্প দিন আর অর্ধকল্প রাত। এইসময় যখন বাবা আসেন তখন অন্ধকার থাকে। প্রভাতের প্রথম প্রহর, ভোর হতে চলেছে। বাচ্চারা জানে যে এখন বাবা বলেন -- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, স্মরণের যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ো না। যেমন শারীরিক যাত্রায় হয়ে থাকে। পূর্বে পদব্রজে যেত। অত্যন্ত ধীরে-ধীরে, মাঝখানে মাঝখানে গন্তব্যস্থল রাখা থাকে। জানা থাকে যে আমাদের অমুক-অমুক গন্তব্যে গিয়ে দাঁড়াতে (থাকতে) হবে। পূর্বে অতি শ্রদ্ধাপূর্বক পদব্রজে যেত, তাতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয়। এখন এ তো অতি সহজ। একে বলা হয় সহজ স্মরণ বা যোগ। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ক্লান্ত হওয়ার মানেই হলো দেহ-অভিমानी হয়ে পড়া। হ্যাঁ, এতে কোনো সংশয় নেই, মায়ার বিঘ্ন পড়বে। কিন্তু এতে ক্লান্ত হয়ে যেওনা। ক্লান্ত হয়ে পড়লে দেহ-অভিমান চলবে আসে। বাবা বলেন -- শরীর নির্বাহের জন্য কাজ তো করতেই হবে। তারজন্য ছুটি রয়েছে। ৮ ঘন্টা শরীর নির্বাহের, ৮ ঘন্টা আরাম, বাকি ৮ ঘন্টা এখানে দাও। এখনও তো কেউ ৮ ঘন্টাও দেয় না। শেষে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত থাকবে। চার্টকে বাড়াতে থাকো। যখন এখানে এসে বসো তখন স্মরণ করানো হয়, যাকে তোমরা নেষ্ঠা বলা। বাবার স্মরণে এসে বসো। এর অর্থ এই নয় যে কেবল এখানে এসে স্মরণে বসতে হবে। এমন অনেক আছে -- মনে করে যে ৫-১০ মিনিট যোগ করে উঠে পড়ব। কিন্তু বাবা বলেন -- কাজ-কর্ম করতে, কোথায় এলে-গেলেও তোমরা যোগে থেকে। কোথাও গঙ্গা-স্নানাদি করতে গেলেও রাম-রাম জপ করে, তাই না! এখানে তোমাদের স্মরণ করার কিছু নেই, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই বাবা বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলছেন। তোমাদের কল্যাণই হলো স্মরণের যাত্রায়, এতে ক্লান্ত হয়োনা। এতে অনেক ঝড় আসবে। ঝড় কোনো মাটি ইত্যাদির নয়। মায়ার ঝড় এলে বুদ্ধির যোগ ছিল হয়ে যায়। আবার দেহ-অভিমান এলে কাজ-কর্ম, সন্তান স্মরণে এসে যায়। বাবা বলেন -- এখন তো এই কাজ-কর্মাদি সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমাদের বাচ্চারা উত্তরাধিকারী হতেই পারবে না। সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন তো অসীম জগতের বাবার উত্তরাধিকারীরা উপস্থিত রয়েছে। পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার মূর্ত্যবাদ (বিনাশ) হয়ে যাবে। বিত্তশালীরা মনে করে যে এখন সন্তান বড় হবে, বিয়ে করবে তারপর এরকম হবে। বাবা বলেন -- এখন এতসময় নেই, সেইজন্য এই দুনিয়ার থেকে মোহ সম্পূর্ণ সরিয়ে নাও। এ হলো কবরখানা। কাজ-কর্ম, বাচ্চার চিন্তা করতে-করতে যদি মারা যাও তবে শুধুই নিজেকে বরবাদ করে দেবে। শিববাবাকে স্মরণ করলে অনেক উন্নতি হবে। দেহ-অভিমানে এলে বরবাদী হয়। দেহী-অভিমानी হলে উন্নতিসাধন হয়। যত স্মরণ করবে ততই ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। স্মরণ না করলে অত্যন্ত লোকসান হয়ে যাবে। সেটা আবার কল্প-কল্পান্তরের জন্য হয়ে যাবে। এত বড় লোকসানের কথা। খেয়াল করা উচিত -- আমরা সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার কীভাবে পাবো। ধনের অত্যন্ত লালসা রাখা উচিত নয়। টু মাচ অর্থাৎ অত্যধিক যাওয়া উচিত নয়। কেউ দেউলিয়া হয়ে গেলে তখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হয়ে যায়। শিববাবাকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। পরে দোষারোপ করে যে জ্ঞানে এসেছে সেইজন্য দেউলিয়া হয়ে গেছে। রোগগ্রস্ত হয়ে গেছে। এ'কথা কখনো মনে করা উচিত নয়। রোগাদি হয়, এ হলো কর্মভোগ। ভালোই হয়েছে, বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। ধর্মরাজের ডান্ডা(মার) খাওয়ার থেকে তো অসুস্থতা ভালো, তাই না! কর্মভোগ চুকিয়ে ফেলতে হবে। এ হলো মহা-রোগগ্রস্ত শরীর। কতো যত্ন করা হয়। চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে। হার্টফেল করে। এরকম পুরোনো দুনিয়াকে তো বুদ্ধির থেকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে। বাচ্চারা দেখে যে, বাবা নতুন ঘর তৈরী করছেন সেইজন্য পুরোনোর থেকে মন (হৃদয়) সম্পূর্ণ সরে যায়। তারা বলে -- বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি তৈরী করো।

পুরোনো ঘরে অনেক কষ্ট। তোমরাও জানো -- এই পুরোনো দুনিয়া তো অত্যন্ত নোংরা। এ হলো তোমাদের অসীম জগতের সন্ধ্যাস। ওরা সন্ধ্যাস নেয় ঘর-পরিবারের। একে পার্থিব জগতের সন্ধ্যাস বলা হয়। তোমরা সন্ধ্যাস নাও -- বিকারের থেকে। বাবা বলেন -- তোমাদের দেহ-সহ দেহের যাকিছু সম্বন্ধ রয়েছে, সবকিছু পরিত্যাগ করে মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। এই যে দুনিয়াকে নয়ন দ্বারা দেখছো তাকে ভুলে যাও। এখন তোমাদের বুদ্ধি জানে যে, আমরা স্বর্গের রাজধানীর জন্য পুরুষার্থ করছি। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো তোমরা। এ'সব কবরখানায় পরিণত হবে, এর প্রতি প্রেম রাখা উচিত নয়। আজকাল মানুষের কাছে অনেক পয়সা আছে, সেইজন্য বিকারও তীব্র হয়ে গেছে। কাম-বিকার কত তীব্র। কাম ব্যতীত থাকতে পারে না। ৪-৫ বছর পবিত্র থেকে তারপর লেখে, বাবা আজ একে ভুতে ধরেছে, মুখ কালো করে ফেলেছে। কত ধাক্কা খেয়েছে। একদম ৫ তলা থেকে পড়ে গেছে। সর্বপ্রথমে হলো দেহ-অভিমান। উপর থেকে ঠক করে পড়ে আর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। শেষ, হাড়গোড় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। পুনরায় পুরুষার্থ করতে সময় লাগে। এ হলো সবচেয়ে বড় আঘাত সেইজন্য বাবা বলেন -- কাম মহাশত্রু। বিকারকেই অপবিত্রতা বলা হয়। বলে যে, বাবা আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো। ভারতেই সম্পূর্ণ নির্বিকারীরা ছিল, তাই না! ভারতই নির্বিকারী ছিল। এখন ভারত বিকারী। সম্পূর্ণ নির্বিকারী, সূর্যবংশীয়দের বলা হবে। যদিও রামচন্দ্রের রাজ্যতেও বিকার থাকে না। কিন্তু কলা তো হ্রাস পায়, তাই না! ১২৫০ বছর কমে গেছে তখন সেই দুনিয়ার শক্তিও হ্রাস পেয়ে যায়, তাই না! সেইজন্য ওনাদের সতোপ্রধান, তারপর সতো বলা হয়। তোমরা চাও যে আমরা মাস্ট্রা-বাবাকে ফলো করে সূর্যবংশীয় মহারাজা-মহারানী হব। এতে কষ্ট বা খরচাদির কোনো কথাই নেই। এখানে মুখে কিছু বলাও উচিত নয়। কেবল স্মরণ করতে হবে, একেই সহজযোগ বলা হয়, এতেই অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়। বাবার সামনে তো সকলেই মহারথী। এরজন্য সম্পূর্ণ যোগ চাই তবেই তো তীব্র লক্ষ্যভেদ করবে। এ হলো যোগবল, তাই না! যোগ অত্যন্ত কম। যোগে অনেক বিঘ্নও ঘটে। অসীম জগতের বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বসে বোঝান। বাবার প্রতি বা পড়াশোনার প্রতি কখনো রুগ্ন হয়ো না। যদি রুগ্ন হও তবে জানবে ২১ জন্মের ভাগ্যের উপরেই রুগ্ন হয়েছো। অনেক বড়-বড় বাচ্চারাও রুগ্ন হয়ে যায়। দেহ-অভিমানের নেশা চড়ে যায়। আমি এতজনকে বুঝিয়েছি। দেহ-অহংকার আসার কারণেই পতন হয়। এতে অহংকার আসা উচিত নয়। শিববাবার কোনো অহংকার আছে কি? কত নিরহংকারী, আর কত বড় অথরিটি। তিনি বলেনও -- আমি সাধারণ শরীরে আসি, সাধারণ ঘরে আসি। ধনবানের ঘরে আসে নাকি, না আসি না! তাহলে এখন বাচ্চাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। বাবা অনেক ভাল-ভাল যুক্তি বলে থাকেন। বাচ্চারা, তোমরাই দেবী করো। ড্রামা অনুসারে সেই অবস্থায় আসার শক্তি এখনো আসে নি। ভবিষ্যতে শক্তি হবে। আমরা গভর্নমেন্টকে জানাই যে এত-এত বছরে স্বর্গের স্থাপনা হয়ে যাবে। সংবাদপত্রাদিতে মানুষ পড়বে তখন এসে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে। অল্পকিছু বছরের মধ্যেই স্থাপনা হবে তখন বিনাশও অবশ্যই হবে। অগণিত আসবে। এই প্রপার্টি (স্থূলসম্পদ) ইত্যাদি অল্পসময়ের জন্য। এই প্রপার্টিকে কি তোমরা কোনো প্রপার্টি মনে করো নাকি! না করো না। তোমরা জানো যে, এ হলো অল্পদিনের জন্য। এই বাড়ি-ঘর ইত্যাদি বসবাসের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে কারণ মধুবনে অনেক বাচ্চারা আসে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। হেড অফিস মধুবন। আজ তোমরা কি করেছে, কাল কি করবে। এখানে তপস্যা করো পুনরায় দিল্লী, বৃন্দাবনাদিতে গিয়ে রাজ্য করবে। আমাদের স্মারকচিহ্ন কিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এ'সকল ভালভাবে দেখাতে হবে। যে কাজ আমরা এখন করছি -- ৫ হাজার বছর পূর্বেও করেছি। সর্বপ্রথমে শিবের মন্দির তৈরী হয়। এছাড়া দিলওয়াড়া মন্দির তো পরে তৈরী হয়েছে। বুদ্ধির দ্বারা কার্য সম্পন্ন করতে হবে। দিলওয়াড়া মন্দিরের হিসেবও যদি বের করা যায় তো বের করা যেতেই পারে। এ'সব পুরোপুরিই আমাদের স্মারকচিহ্ন। তোমরা জানো যে, এ হলো স্থাপনার স্মারকচিহ্ন। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। সেবা বুদ্ধির জন্য এইসমস্ত যুক্তি বের করতে হবে। রাম চলে গেছে, রাবণ চলে গেছে..... যাদের বহু পরিবার রয়েছে। রাবণের দেখো কত বড় পরিবার। রামের কত ছোট পরিবার, গায়নও সঠিক করা হয়েছে। কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না। বাবা বসে বোঝান তথাপি নিশ্চয় বসে না। শরীর নির্বাহের জন্য তোমাদের কর্মও অবশ্যই করতে হবে। হ্যাঁ যারা সার্ভিসেবেল বাচ্চা -- পান্ডব, তারা তো গভর্নমেন্টের থেকে পালনা নিতে পারে। তাদের সমস্ত কিছুর দেখভাল আমাদের করতে হবে। বাচ্চাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত, বাবার স্মরণে মাধ্যমে এই দুনিয়ার সবকিছু ভুলিয়ে দিতে হবে। স্মরণের যাত্রায় যে পাকাপাকিভাবে নিমগ্ন থাকবে তার অবস্থাও অত্যন্ত পাকাপোক্ত হবে। যেন শিববাবার স্মরণে থেকে তোমরা শরীর ত্যাগ করো। সন্ধ্যাসীরা ব্রহ্মের স্মরণে শরীর পরিত্যাগ করে তখনও বায়ুমন্ডলে সম্পূর্ণ শান্তি ছেয়ে যায়। বাবার অনুভব আছে। মানুষ মারা গেলে ঘরে নিশ্চকতা ছেয়ে যায়, তাই না! এখানেও এমনই হয়। পরে যেমন সবকিছু ভুলে যায়। এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। দেহ-অভিমান দূর হতে থাকে। পরে শরীর খুশীতে পরিত্যাগ করা উচিত, প্রফুল্লিত বদন। আমরা কোথায় যাচ্ছি, এরকম অবস্থা যখন হবে তখন বিজয়মালায় গাঁথার যোগ্য হবে। তোমাদের মধ্যে শান্তি স্রোত(কারেন্ট) রয়েছে। কেউ এলে তখন বলে যে -- এখানে শান্তি অনেক। এ হলো প্রকৃত শান্তি। আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। তোমরা জানো -- আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম শান্ত-স্বরূপ। আমরা আমাদের স্বধর্মে বসে পড়ি। কর্ম

ব্যতীত তো কোনো মানুষ থাকতে পারে না। ওইসমস্ত মানুষেরা হঠাৎযোগের মাধ্যমে কি না করে থাকে ! এখন তোমরা বোঝ যে আমাদের স্বধর্মই হলো শান্তি। এখানে আমরা এসেছি নিজ ভূমিকা পালন করতে। এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো আর ঘরকেও স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার লাভ হবে। বাবা বলেন -- ঘরে আমাকেই স্মরণ করো। এখানে তো আমি টেম্পারারি লি আছি। তোমাদের বুদ্ধি শান্তিধামে টিকে থাকা উচিত -- বাবার স্মরণে। ঘরের উত্তরাধিকারও তো নিতে হবে, তাই না! ওটা হলো আত্মাদের ঘর। এটা হলো জীবাত্মাদের ঘর। নিজের ঘরকে ভুলে যেও না। বাবাকেও ভুলে যেও না। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে ঘরে চলে যাবে। জ্ঞানকে ধারণ করলেই পুনরায় রাজত্ব করতে আসবে নতুন দুনিয়ায়। যতটা পারবে অন্যদের রাস্তা বলে দিতে থাকো। সর্বদা বাবাকে দেখো। তোমরা জানো যে বাবা কি করেছেন! সবকিছু মাতাদের দান করে দিয়েছেন। উনিই ডায়রেকশন দিয়েছেন যে সবকিছু মাতাদের সেবায় ব্যবহার কর। একজনকে দেখে অন্য ফলো করেছে। স্বাহা অর্থাৎ সমর্পিত হয়ে গেছে। কিন্তু পরে টিকে থাকতেও তো হবে, তাই না! ড্রামানুসারে ভাট্টীও হতো। পাকিস্তান -- হিন্দুস্থান হয়। তোমাদের ভাট্টী প্রথমে শুরুই হয় পাকিস্তানে। তোমরা নদী ক্রশ(পার) করেছে -- শান্তিতে তো কি-কি কথা লিখে রেখেছে। প্র্যাকটিক্যালি তো তোমরা এখন শোনো, তাই না! পুনরায় পরবর্তী কল্পেও তোমরাই শুনবে। এখন বাবা বলেন --- হিয়ার নো ইভিল, কাজ-কর্ম অবশ্যই কর কিন্তু হিয়ার নো ইভিল(খারাপ জিনিস দেখো না)। বাবা বলেন -- প্রতিটি বিষয়ে শ্রীমত গ্রহণ কর। বাবা এই অবস্থায় আমরা কি করবো তখন বাবা সব বলে দেবেন। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে হলে তখন বাবার কাছে চলে এসো। তোমরা ভয় পাও কেন! প্রতিটি পদক্ষেপে জিজ্ঞাসা করতে হবে। শ্রীমতানুসারে চললে প্রতি পদক্ষেপে পদমগুণ প্রাপ্তি। সেকেন্ড বাই সেকেন্ডে যাকিছু তোমাদের অতিবাহিত হয়ে যায় তারমধ্যেই পদমগুণ রয়েছে। তাহলে কত উপার্জন হচ্ছে ! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিজয়মালায় গাঁথা হওয়ার জন্য এই শরীর থেকে আলাদা হওয়ার পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে। দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করে ফেলতে হবে। বুদ্ধি থেকে এই দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে।

২) অতিরিক্ত ধন-সম্পদের লালসার দিকে যাওয়া উচিত নয়। বাবার স্মরণ ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তা যেন না থাকে। কখনো বাবার প্রতি বা পড়ার প্রতি রুপ্ত হবে না।

বরদানঃ:- পরিবর্তন শক্তির দ্বারা সকলের সাধুবাদের পাত্র হওয়া বিঘ্নজীৎ ভব কেউ যদি তোমার অপকার করে তবে তুমি এক সেকেন্ডে অপকারকে উপকারে পরিবর্তন করে দাও, কেউ নিজের সংস্কার-স্বভাব রূপে পরীক্ষা-রূপে সামনে আসে তবে তুমি এক'এর স্মৃতিতে থেকে এইরকম আত্মার প্রতিও দয়ার শ্রেষ্ঠ সংস্কার-স্বভাব ধারণ করে নাও, কেউ শরীরী দৃষ্টি নিয়ে সামনে আসে তবে তার দৃষ্টিকে আত্মিক দৃষ্টিতে পরিবর্তন করে নাও। এমন পরিবর্তন করার যুক্তি যদি এইভাবে আসে তবে বিঘ্নজীৎ হয়ে যাবে। তখন সম্পর্কে আসা সর্ব আত্মারা তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে।

স্লোগানঃ:- অনুভবের স্বরূপ হয়ে যাও তখন চেহারায় সৌভাগ্যের ঔজ্জ্বল্য দৃশ্যমান হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগবলের দ্বারাই আত্মার জং দূর হবে, তাই যোগে কখনোই গাফিলতি ক'রো না"

- *প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য কোন্ যুক্তি বলেছেন, যাতে মায়া চতুর্দিকে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ?
- *উত্তরঃ - বাবা এই যুক্তি বলেছেন -- বাচ্চারা, তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা এক বাবার সন্তান, নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন, তোমরা কখনোই অপরাধমূলক আচরণ করতে পারো না । ভাই - বোন কখনো বিকারে যেতে পারে না, তোমাদের শিব বাবার মতে চলে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । মায়াও কিন্তু কম নয়, চারিদিকে এতেই বিঘ্ন এনে উপস্থিত করে । আমরা ভাই - বোন, এক বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি, এ'কথা ভুলে যায় ।
- *গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সমস্ত জগৎ পেয়ে গেছি....

ওম্ শান্তি । গীতের এই একটি লাইনই যথেষ্ট । বাচ্চারা জানে যে, অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, আর কল্প - কল্প তা প্রাপ্ত হয় । বাচ্চারা এও জানে যে, এই অসীম জগতের উত্তরাধিকার বরাবর ভারতই পেয়েছিলো । এখন আর তা নেই, আবার নতুন করে পাচ্ছে । তোমরা দেখো যে - এখন তো স্বর্গের উত্তরাধিকার নেই, মানুষ রাবণের দ্বারা নরকের অভিশাপ প্রাপ্ত করছে । এই অভিশাপে মানুষ দুঃখী হয় । বর অর্থাৎ আশীর্বাদে মানুষ সুখী হয় । ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন জানে যে, তিনি হলেন অসীম জগতের নিরাকার বাবা, আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন অসীম জগতের সাকার বাবা । অসীম জগতের সাকার বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা ছাড়া আর কেউই হয় না । যদিও গান্ধীকে বাপুজী বলা হতো, কিন্তু নিয়ম অনুসারে তিনি তো সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টির বাপুজী হতে পারেন না । সম্পূর্ণ নিরাকারী দুনিয়ার বাপুজী হলেন শিব । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা শিববাবার হয়েছি । শিববাবা এসে আমাদের আপন করে নিয়েছেন উত্তরাধিকার দান করার জন্য । মধুবন কিসের জন্য আসে ? শিববাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি হলেন নিরাকার । কেবল শিববাবা বললে বুমতে পারবে না, তাই বলা হয় বাপদাদা । শিববাবা আর ব্রহ্মা দাদা । দাদুর নাম আলাদা আর বাবার নাম আলাদা । ওই নিরাকার যেমন সকলের বাবা, তেমনি সকলের দাদুও । সমস্ত বাচ্চারা বাপদাদার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে । অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে সবাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে । ওই বাবাই হলেন সকলের দুঃখহর্তা আর সুখকর্তা । সত্যযুগে কোনো মনুষ্যই দুঃখী থাকে না । নামই হলো স্বর্গ, আর তিনি হলেন সেই স্বর্গ স্থাপনাকারী গড ফাদার । ভারত হলো সবথেকে পুরানো, তাহলে অবশ্যই সবথেকে নতুন ছিলো, তাই তো এখন সবথেকে পুরানো হয়েছে । সত্যযুগ - কলিযুগ ভারতের জন্যই বলা হয় । বরাবর ভারতই স্বর্গ ছিলো । এই লক্ষ্মী নারায়ণ সেখানে রাজত্ব করতেন । এ কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে ॥ এখন তোমরা যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবে, তোমাদের বুদ্ধিতে ঝট করে আসবে যে, এঁরা কিভাবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলেন । এনারা কিভাবে পূজ্য হয়েছিলেন । এনারা কবে রাজত্ব করেছিলেন ? কার কাছে রাজত্ব পেয়েছিলেন ? এই সবই তোমাদের বুদ্ধিতে আসবে ॥ আগে তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যেতে আর মালা জপ করতে । এঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুই জানতে না । এখন এ কথা কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে, তাও নশ্বরের ক্রমানুসারে । এখন তোমরা যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন আনন্দিত হবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এনারা এই প্রালব্ধ কিভাবে পেয়েছিলেন ॥ সঙ্গমযুগেই পেয়েছিলেন, কেননা সঙ্গম যুগেই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হয় । সঙ্গম যুগে এসেই বাবা রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । তোমরা এও জানো যে, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে বরাবর এই ব্রহ্মাই ছিলেন । ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুত্রী স্থাপনা হয় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণই আগের জন্মে বরাবর ব্রহ্মা - সরস্বতী ছিলেন । ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরাও থাকবে । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী ছিলো, তাই না । অবশ্যই প্রজাপিতাও থাকবে । তোমরা জানো যে, আমরা এখন পুরুষার্থ করছি, যারা পূর্ব কল্পে পুরুষার্থ করেছিলো, তাদেরও আমরা সাক্ষী হয়ে দেখি । এক হয় রাজ ঘরানা, আর এক হয় প্রজা ঘরানা । এদের মধ্যেও অনেকে খুব বিত্তবান হয়, আবার অনেকে কম । রাজাদের মধ্যেও অনেকে অনেক বিত্তবান, অনেকে কম বিত্তবান হয় । তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে যে কাউকেই বোঝাতে পারো যে, এনারা এই রাজ্য কিভাবে পেয়েছেন । আবার নতুন করে সেই রাজ্য ভাগ্যই নিচ্ছে, আবার রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । এ কতো সহজ । অম্বা কে -- এও কেউ জানে না । তোমরা বলবে, ইনি তো জগদম্বা । কল্প পূর্বেও জগৎ অম্বা - জগৎ পিতা ছিলেন । তাঁদের সন্তান আমরাও ছিলাম । সঙ্গমে বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন । জগদম্বার সন্তানও অনেক, কিন্তু এতো সবাইকে তো আর এখানে

বসানো যাবে না ।

তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো । বাবা যখন জ্ঞানের সাগর তখন অবশ্যই বাচ্চাদের জ্ঞানই দান করবেন । তাঁকে না মানুষ, না দেবতা বলা হয় । তাঁকে পরমাত্মাই বলা হয় । তোমরা যে কোনো মন্দিরে গিয়ে তাদের এনাদের বায়োগ্রাফি বা জীবনী বলতে পারো । রামের কথাও তোমরা বোঝাতে পারো । চন্দ্রবংশী ঘরানা এখন স্থাপন হচ্ছে । ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের ধর্মও স্থাপন হয় ব্রহ্মার নাম কতো উজ্জ্বল । ব্রহ্মার দ্বারা বাবা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন । তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হওয়ার কারণে জানো যে, আমরা এক বাবার সন্তান নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন সম্পর্কে । তাহলে আমরা নিজেদের মধ্যে অপরাধ মূলক আচরণ করতে পারি না । ভাই - বোন বিকারে যেতে পারে না । বাবা এই যুক্তির রচনা করেছেন - ড্রামা অনুসারে তুমিও ব্রহ্মাকুমার আর আমিও ব্রহ্মাকুমারী । বাস্তবে সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো বি.কে, কিন্তু কেউ জানেই না । আমরা শিববাবার মতে চলে এই অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিষ্টি । মায়াও কিন্তু কম নয় । চারিদিকে বিঘ্ন এনে উপস্থিত করতে থাকে । আমরা ভাই - বোন, এক বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি, একথা ভুলে যায় । এ তো তোমরা খুব ভালোভাবেই বোঝো যে, সত্যযুগে একই ধর্ম থাকে । বাকি সব ধর্মই শেষ হয়ে যায় । বাচ্চারা এও জানে যে, এ কোনো নতুন কথা নয় । প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই চক্র ঘুরতে থাকে । তিথি - তারিখও লেখা আছে । এও তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে -- আমরা শিব বাবার কাছে এই যুক্তিতে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । লক্ষ্য তো পাওয়াই গেছে ভাই না । বাবাকে স্মরণ করে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । স্মরণ অর্থাৎ যোগবলের দ্বারাই জং দূর হবে । এতে যাতে কোনো গাফিলতি না হয় তাই মুরলী দেওয়া হয় । নিশ্চয়বুদ্ধি যদি দূঢ় হয় তাহলে যেখানেই যাও না কেন, কোনো অসুবিধা নেই । মনে করো, মুরলী যদি নাও পেলো, তাহলেও তো বুদ্ধিতে আছে যে, আমি বাবার হয়ে গেছি । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তোমরা এখন বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এই মহামন্ত্র এক বাবাই বলেন, আর কেউই বলতে পারে না । বাবাই বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, স্মরণের বলেই তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । এ হলো অক্ষর, কিন্তু কারোর বুদ্ধিতেই আসে না । তোমরা এখন বুঝতে পারো, বরাবর কল্প পূর্বেও বাবা এই অক্ষর বলেছিলেন যে, দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । এ সব তো দেহের ধর্ম, তাই না । সকলের বাবা একজনই । সব আত্মারা ওই এক বাবাকেই ডাকতে থাকে । পোপও গডকেই স্মরণ করে । বলেন, ও গড ফাদার, দয়া করো । এই মানুষদের ত্রেণী বুদ্ধিকে পরিবর্তন করো যাতে তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই না করে । স্মরণ তো বাবাকেই করবে, তাই না । আর কাউকেই স্মরণ করে না । শিব বাবাকেই ডাকতে থাকে যে, তুমি এসে পতিতদের পবিত্র করো । পবিত্র হলেই তো এই ছিঃ - ছিঃ রাবণের দুনিয়াতে থাকতে পারবে না, তাহলে তখন অবশ্যই নতুন দুনিয়া চাই । কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ তো হবেই, তাই না, কিন্তু এও বুঝতে পারে না । এক ডাক্তার এসেছিলেন -- বলেছিলেন, কলিযুগ তো কলিযুগই চলবে । আরে, সদা কলিযুগ কিভাবে চলবে ? কলিযুগ কি ভালো ? কিছু বুঝতেই পারে না, কেবল ভাবনা আছে তাই অন্যদেরও নিয়ে আসে । ওদের তীর লাগে না, কিন্তু যাদের নিয়ে আসে, তাদের যদি তীর লেগে যায়, তাহলেও কিছু পারিশ্রমিক প্রাপ্ত করবে । আমরা স্বর্গে এসে যাবো । বাবার কাছে এসে অল্প কিছুও যদি শোনে, তাহলেও স্বর্গে অবশ্যই চলে যাবে । তবুও হেভেনলী গড ফাদারের সামনে এসে বসে । বাবা বোঝান -- আমি তো সকলের বাবা, তাই না । কেউ আবার মানেও না, তারা বলে - শিব বাবা কিভাবে আসবে ? আরে, আত্মা যদি আসতে পারে তাহলে আমি কেন আসতে পারবো না । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে যদি অন্য শরীরে যেতে পারে, তাহলে আমি কেন আসতে পারবো না ? না হলে আমি কিভাবে আসবো ? মানুষ ডাকতেও থাকে যে, হে পতিত পাবন বাবা, তুমি এসে পতিতকে পবিত্র করো । বাবা বলেন, আমি ভারতেই আসি । কল্প - কল্পের সঙ্গমে আমি একবারই আসি । তোমরা যখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করো, তখন আমি আসি । বাচ্চারা, তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, বাবা আবার উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন । বাবা বলেন, আমার কাজই হলো পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করা, তাই গায়নও আছে -- নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ, এরপর তোমরা পালনা করবে । তোমরা তো আলোকিত হয়েছো, তাই না । কালীর মন্দির দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, এ হলো মিথ্যা চিত্র । কালীই জগদম্বা, কিন্তু এমন ভয়ানক রূপ নয় । বাংলায় কালীর সামনে বলি দেওয়া হয়, কিন্তু মানুষ কিছুই জানে না । জগদম্বার মন্দিরে হাজার হাজার মানুষ আসে । সর্বদা যেন এক মেলা । ছোটো মূর্তি রাখা আছে, তাই না । নাম রেখে দিয়েছে জগদম্বা । এখন জগদম্বা তো একজন হওয়া উচিত । সিন্ধুদেশে কালীর মন্দির কেমন বানানো হয়েছে । একবার কেল্লার মধ্যে বোম্ব ফেটে গিয়েছিলো, তখন ফকির বলেছিলো, কালী মাতা রাগ করেছেন, ব্যস, মানুষ গিয়ে সেখানে কালীর মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলো । এখন এই কালী কে ! মানুষ কিছুই জানে না । তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো, এমন কিছুই নেই, যা তোমাদের অজানা । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ

করছি, তাই আমাদের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত, তাই না।

প্রথম নম্বরের দুঃখ তখন শুরু হয়, যখন কুমার - কুমারী বিবাহ করে। তোমাদের তো বিবাহ করার খেয়াল আসাও উচিত নয়। বাবা এখন বলছেন, এই রাবণ রাজ্য এখন শেষ হয়ে যাবে। এ হলো বিকারী গৃহস্থ ব্যবহার। দেবী - দেবতার জন্য মহিমা করা হয়। এ কেউই জানে না যে, এই দেবী - দেবতাদের কে নির্বিকারী বানিয়েছিলেন। সত্যযুগ হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। শাস্ত্রে আবার দেখিয়ে দিয়েছে যে, ওখানেও বিকার ছিলো, কিন্তু সে তো হলো নির্বিকারী দুনিয়া, বিকারী দুনিয়া আর নির্বিকারী দুনিয়ার মধ্যে কতো তফাৎ। এই কথা আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই। তোমরা জানো যে, যখন এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, তখন এখানে কতো অল্প মনুষ্য ছিলো। তখন একই ধর্ম ছিলো, তারপর তা বৃদ্ধি পেয়েছে। চক্রও সম্পূর্ণ করতে হয়, তখন বলা হবে সম্পূর্ণ পৃথিবীর চক্র লাগিয়েছে। সমুদ্রকে তো আর প্রদক্ষিণ করতে পারে না। সত্যযুগে কতো অল্প মনুষ্য থাকে, তাই কতো অল্প জমিতে তারা থাকে। এখন মনুষ্য সৃষ্টির সীমা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। উপরে যে অল্প আত্মা আছে, তারাও আসতে থাকছে। মানুষ বাড়তেই থাকছে। যখন ওখান থেকে আত্মা আসা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তোমরা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে, তারপর আত্মাদের শরীর ত্যাগ করে যেতে হবে। ওদের আসা আর তোমাদের যাওয়া হবে। অল্প অল্প করে আসতে থাকে। এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না। আমরা প্রথমে গিয়ে ওখানে থাকবো। আমরা থাকতে অন্য কেউই সেখানে থাকবে না। এ হলো বিস্তারের কথা। বাবা তবুও বাচ্চাদের বলেন -- আচ্ছা, তোমাদের প্রিয় বাবুলকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের লাভ আছে। এই হিস্টি - জিওগ্রাফি তো মানুষ অনেকই পড়ে। তারা অনেক দূরে দূরে যায়। চাঁদেও যায়। এ হলো সায়েন্সের অহংকার, যা অতিতে যায়। চাঁদে তো কিছুই নেই। তোমরা তো সূর্য - চাঁদ থেকেও পারে চলে যাও। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই জ্ঞান আছে। তোমরা বুঝতে পারো যে, ড্রামার প্ল্যান অনুসারে বাবা এই সব কথা বলেন। বাবাই বলেন - আমি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাই। এ হলো আমার পার্ট। ভক্তি মার্গেও এ আমারই পার্ট। এ তো ড্রামা, তাই না। তোমরা যেমন পার্টধারী, আমিও তেমনই পার্টধারী। আমার কাজই হলো তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র করা। যে কিছু করে, তার তো মহিমা হয়, তাই না। এই লক্ষ্মী - নারায়ণের কতো মহিমা, কিন্তু তাঁদের এমন উপযুক্ত কে বানিয়েছে। এনারা সুখধামের মালিক ছিলেন। এখন তো অনেক প্রকারের কতো দুঃখ। আজ কেউ মারা গেলো, কারোর ঝগড়া হলো, যদিও কারোর কাছে লাখ - কোটি টাকা আছে, কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে কি করবে। বিরলার কাছে কতো অর্থ আছে। এক জন্মের অর্থ দেখা যায়, কিন্তু এমন কেউই নেই, যার কোনো দুঃখ নেই। কোনো না কোনো প্রকারের দুঃখ সকলেরই হয়। এখন তো এই পয়সা ইত্যাদি সবই মাটিতে মিশে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করে ঘরে ফিরে যেতে হবে, কিন্তু তখনই যাবে, যখন আত্মাদের আসা বন্ধ হবে, এই বিস্তারকে বুদ্ধিতে রেখে এক অতি প্রিয় বাবাকে (বাবুল'কে) ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে।

২) তোমরা জ্ঞানের আলোক পেয়েছো, তাই নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে। যেখানেই থাকো, স্মরণের বলে আত্মাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ-

নিজের সম্পূর্ণতার আধারে সময়কে নিকটে নিয়ে এসে মাস্টার রচয়িতা ভব সময় হলো তোমাদের রচনা, তোমরা মাস্টার রচয়িতা। রচয়িতা রচনার আধারে হয় না। রচয়িতা রচনাকে অধীন করে, তাই এমন কখনোই চিন্তা ক'রো না যে, সময় নিজে থেকেই তোমাদের সম্পূর্ণ করে দেবে। তোমাদের সম্পূর্ণ হয়ে সময়কে নিকটে আনতে হবে। এমনিতে কোনো বিঘ্ন এলে সময় অনুযায়ী তা অবশ্যই চলে যাবে, কিন্তু সময়ের পূর্বে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা তাকে পরিবর্তন করে দাও -- তাহলে তার প্রাপ্তি তোমার হয়ে যাবে। সময়ের আধারে পরিবর্তন করলে প্রাপ্তি তোমার হবে না।

স্নোগানঃ-

কর্ম আর যোগের ভারসাম্য যে রাখে, সেই প্রকৃত কর্মযোগী।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এ হল পুরুষোত্তম হওয়ার সঙ্গম যুগ, এই যুগে কোনও রকমের পাপ কর্ম করা উচিত নয়”

*প্রশ্ন:- এই সঙ্গম যুগে বাচ্চারা তোমরা সব থেকে বড় পুণ্য কি করে থাকো ?

*উত্তর:- নিজেকে বাবার কাছে সঁপে দেওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধা হয়ে যাওয়া, এটাই হলো সবথেকে বড় পুণ্য। এখন তোমরা আসক্তিকে সমাপ্ত করছো। সন্তান-সন্ততি, ঘর-বাড়ির সবাইকে ভুলে যাচ্ছ, এটাই হলো তোমাদের ব্রত। তুমি মরে গেলে সমগ্র দুনিয়া তোমার কাছে মৃত হয়ে যাবে। এখন তোমরা বিকারী সম্বন্ধের থেকে মুক্ত হচ্ছে।

*গীত:- কেন জ্বলবে না বহি পতঙ্গ...

ওম্ শান্তি । এইসব প্রার্থনার দ্বারা ভক্তি মার্গে বাবার মহিমা করে থাকে। এই প্রার্থনা হল বহি পতঙ্গদের, বহি শিখার প্রতি মহিমা, যখন বাবা এসেই গেছেন তখন কেনই না বেঁচে থেকেও তাঁর হয়ে যাই। বেঁচে থেকেও মৃত হয়ে যাওয়া - তাদেরকেই বলা যায় যারা আশ্রিত হয়। প্রথমে তোমরা আসুরিক পরিবারের ছিলে, এখন তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের হয়েছ। ঈশ্বর এসে জীবিত অবস্থাতে তোমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন, যাকে পুনরায় শরণাগতি বলা যায়। মানুষ কীর্তন করে - প্রভু তোমার শরণে এলাম...। এখন প্রভুর শরণে তখন আসে, যখন তিনি আসেন, নিজের শক্তি প্রদর্শন করেন, ঐশ্বর্য দেখান। তিনিই হলেন সর্বশক্তিমান, তাই না ? অবশ্যই তাঁর প্রতি আকর্ষণও তো থাকে তাই না। তিনি সবকিছুর থেকে মুক্তি দেন। বরাবর যারা বাবার বাচ্চা আর বাচ্চি হয় তারা আসুরিক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ থেকে দুঃখী হয়ে যায়। বলে যে - বাবা কবে এই সম্বন্ধ থেকে মুক্তি পাবো। এখানে এই পুরানো সম্বন্ধকে ভুলতে হয়। আত্মা যখন দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। এই সময়ে তোমরা জানো যে সকলেরই মৃত্যু হবে আর এই যে বন্ধন আছে এইসব হল বিকারী। এখন বাচ্চারা নির্বিকারী সম্বন্ধ চায়। নির্বিকারী সম্বন্ধে ছিল, পুনরায় বিকারী সম্বন্ধ হয়ে যায়, পুনরায় আমাদের নির্বিকারী সম্বন্ধ হবে। এই কথা আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই। বাচ্চারা জানে যে আমরা আসুরিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এক বাবার সাথে যোগ রাখা যায়। ওইদিকে আছে এক রাবণ, এইদিকে আছে এক রাম। এই কথা দুনিয়ার কেউই জানে না। বলেও যে রাম রাজ্য চাই, কিন্তু সমগ্র দুনিয়াই যে রাবণ রাজ্যে আছে, এটা কেউ বুঝতে পারে না। রামরাজ্যতে তো পবিত্রতা, সুখ, শান্তি ছিল। সেসব এখন নেই। কিন্তু যেটা বলে সেটা অনুভব করে না। গাওয়াও হয়ে থাকে যে এই আত্মারা সবাই হলো সীতা। একজন সীতার কথা নয়। না এক অর্জুনের, না এক দ্রৌপদীর কথা। এসব হলো অনেকের কথা। কিন্তু উদাহরণ একজনেরই দেওয়া হয়। তোমাদেরকেও বলা যায় যে তোমরা সব হলে অর্জুন। তোমরা বলবে যে অর্জুন তো এই ভাগীরথ হয়ে গেছে। বাবা বলেন - আমি সাধারণ বৃদ্ধ শরীরের রথ নিই। মানুষ আবার চিত্রতে ঘোড়ার গাড়ি দেখিয়ে দিয়েছে, একেই অজ্ঞানতা বলা যায়। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে এই শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই হলো ভক্তি মার্গের জন্য। যতক্ষণ সাত দিনের কোর্স না করবে, এই কথা কেউই বুঝতে পারবে না। ভক্তি হলো আলাদা। জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য বলে থাকে। বাস্তবে সন্ন্যাসীদের সত্যিকারের বৈরাগ্য হয় না, তারা তো জঙ্গলে গিয়ে পুনরায় শহরে এসে বসবাস করে বড় বড় মহল ইত্যাদি তৈরি করে। কেবল বলে যে আমরা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করেছি। তোমাদের হলো সমগ্র পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য। যথার্থ কথা হল এটাই। ওদের হল লৌকিক জগতের কথা, এই জন্য তাদেরকে হঠযোগ, লৌকিকের বৈরাগ্য বলা যায়।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে, এই জন্য অবশ্যই এর থেকে বৈরাগ্য আনতে হবে। বুদ্ধিও বলে যে নতুন ঘর তৈরী হলে পুরোনোকে ভেঙে ফেলা হয়। তোমরা জানো যে এখন তারই প্রস্তুতিকরণ চলছে। কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। এখন এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। পুরুষোত্তম মাসও হয়ে থাকে। তোমাদের এটা হল পুরুষোত্তম যুগ। পুরুষোত্তম মাসে দান পুণ্য ইত্যাদি করে। তোমরা এই পুরুষোত্তম যুগে সর্বস্ব স্বাধা করে দাও। তোমরা জানো যে - এই সমগ্র দুনিয়াই এখন স্বাধা হয়ে যাবে। তাই সমগ্র দুনিয়ার সর্বস্ব স্বাধা হওয়ার পূর্বে আমরা নিজেদেরকে বাবার কাছে কেনই না স্বাধা করে দিই। এর দ্বারা তোমাদের অনেক পুণ্য অর্জন হবে। তাদের তো হলো লৌকিকের পুরুষোত্তম মাস। এটা হল অসীম জগতের কথা। পুরুষোত্তম মাসে অনেক গল্পকথা শোনায়, ব্রত নিয়ম রাখে। তোমাদের তো অনেক বড় এবং কঠোর ব্রত। তোমাদের যদিও সন্তান-সন্ততি ঘরবাড়ি ইত্যাদি সবই আছে, কিন্তু হৃদয় থেকে আসক্তি সমাপ্ত হয়ে গেছে। তোমরা মরে গেছো তাই তোমাদের কাছে দুনিয়াও মৃত হয়ে গেছে। তোমরা জানো

যে এইসব সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমরা বাবার হয়েছি - পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। সকল পুরুষের মধ্যে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে উত্তম পুরুষ হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এঁাদের থেকে উত্তম কোনও মানুষ হতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন। তোমরা এসেছ এইরকম পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। সকল মানুষ মাত্রই সন্মতি প্রাপ্ত করে। মানুষের আত্মা পুরুষোত্তম হয়ে যায় তো তাদের থাকার স্থানও এইরকম উত্তম হওয়া চাই। যেসকল প্রেসিডেন্ট সবথেকে উঁচু পদে থাকেন তো তার থাকার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাপ্ত হয়। কত বড় মহল, বাগান ইত্যাদি আছে। এসব হলো এখানকার কথা। রামরাজ্যকে তো তোমরা জানো। তোমরা সত্যযুগে পুরুষোত্তম তৈরি হও তখন এই কলিযুগী পুরুষোত্তম থাকবে না। তোমরা সত্যযুগী পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা জানো যে আমাদের মহল কিভাবে তৈরি হবে। কাল রামরাজ্য হবে। তোমরা রামরাজ্যে পুরুষোত্তম হবে। তোমরা চ্যালেঞ্জ করো যে আমরা রাবণ রাজ্যকে পরিবর্তন করে রাম রাজ্য স্থাপন করব। এখন চ্যালেঞ্জ করেছে তাই একে-অপরকে পুরুষোত্তম বানাতে হবে - ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য। দেবতাদের মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে - সর্বগুণসম্পন্ন... অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম। তোমরাই জানো, আর কোনও মানুষ এসব জানে না। তোমরা পরের জন্মে পুরুষোত্তম হবে তখন এই রাবণ রাজ্যের কেউই আর থাকবে না। এখন তোমাদের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে। এখন রাবণ রাজ্যই সমাপ্ত হয়ে যাবে। আজকাল তো সময়েরও কোনও ভরসা নেই, অকালে মৃত্যু হয়ে যায় অথবা কারো সাথে শত্রুতা হলে তো তাকে শেষ করে দেয়। তোমাদেরকে তো কেউ শেষ করতে পারবে না। তোমরা হলে অবিনাশী পুরুষোত্তম, এরা হল বিনাশী তাও আবার রাবণ রাজ্যে। এদের, তোমাদের দৈবী রাজ্যের সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমতে চলে নিজেদের দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি। যাঁদের পূজা হয় তাঁরা অবশ্যই ভালো কর্তব্য করে গেছেন। এসব তোমরা জানো। দেখো জগদম্ভার কতো পূজা হয়। এখন ইনি হলেন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। তোমরা হলে জগদম্ভার কন্যা জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী আর রাজ-রাজেশ্বরী। এই দুই এর মধ্যে উত্তম কে? জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরীর কাছে গিয়ে অনেক প্রকারের মনোকামনা শোনায়। অনেক জিনিস প্রার্থনা করে। জগদম্ভার মন্দির আর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে অনেক পার্থক্য আছে। জগদম্ভার মন্দির অনেক ছোট হয়। ছোট জায়গাতে ভীড় মানুষ পছন্দ করে। শ্রীনাথের মন্দিরেও অনেক ভিড় হয়, সেখানে কাপড়ের লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে - এগিয়ে যাওয়ার জন্য। কলকাতাতে কালীর মন্দির কত ছোট, ভিতরে অনেক তেল আর জল থাকে। ভিতরে খুব সাবধানে যেতে হয়। অনেক ভিড় থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির অনেক বড় হয়। জগদম্ভার মন্দির ছোট কেন হয়? গরিব তাইনা। তাই মন্দিরও গরিবের হয়। তাঁরা হলেন ধনী, তাই মন্দিরে কখনো মেলা ইত্যাদি লাগেনা। জগদম্ভার মন্দিরে অনেক মেলা লাগে। বাইরে থেকে অনেক লোক আসে। মহালক্ষ্মীরও মন্দির আছে, এটাও তোমরা জানো যে এখানে লক্ষ্মীও আছেন আবার নারায়ণও আছেন। তাঁদের থেকে কেবল ধন প্রার্থনা করে কেননা তাঁরা ধনবান হয়েছেন তাই না। এখানে তো হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন। ধনের জন্য লক্ষ্মীর কাছে যায়, আর অনেক আশা রেখে জগদম্ভার কাছে যায়। তোমরা হলে জগদম্ভার সন্তান। সকলের মনোকামনা ২১ জন্মের জন্য তোমরা পূরণ করে দাও। একটাই মহামন্ত্রের দ্বারা সকলের মনোকামনা ২১ জন্মের জন্য পূর্ণ হচ্ছে। অন্যরা যা কিছু মন্ত্র ইত্যাদি দিয়ে থাকে তার অর্থ কিছুই নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই মন্ত্র তোমাদেরকে কেন দিই? কেননা তোমরা পতিত হয়ে গেছ তাইনা! মামেকম্ স্মরণ করো তাহলেই পবিত্র হবে। এটা এক বাবা ছাড়া আত্মাদেরকে আর কেউই বলতে পারে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সহজ রাজযোগ এক বাবা-ই শেখান। তিনি মন্ত্রও দেন। ৫ হাজার বছর পূর্বেও মন্ত্র দিয়েছিলেন। এইটা স্মৃতিতে এসেছে। এখন তোমরা সম্মুখে বসে আছো। যীশু খ্রিষ্ট কিছু করে গেছেন, তাই তার বাইবেল সবাই পড়তে থাকে। তিনি কি করে গেছেন? ধর্ম স্থাপন করে গেছেন। তোমরা জানো যে শিব বাবা কি করে গেছেন? কৃষ্ণ কি করে গেছেন? কৃষ্ণ তো সত্যযুগের রাজকুমার ছিলেন, যিনিই পুনরায় নারায়ণ হন, তারপর পুনর্জন্ম নিতে থাকেন। শিব বাবাও কিছু করে গেছেন তবেই তো তাঁর এতো পূজা ইত্যাদি হয়। এখন তোমরা জানো যে রাজযোগ শিখিয়ে গেছেন, ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে গেছেন, যে স্বর্গের প্রথম নম্বর মালিক নিজে হননি, শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন। অবশ্যই কৃষ্ণের আত্মাকেও পড়িয়েছেন, তোমরা বুঝে গেছো। কৃষ্ণের বংশাবলী তোমরা বসে আছো। রাজা রানীকে মাতা-পিতা অন্নদাতা বলা হয়। রাজস্থানেও রাজাকে অন্নদাতা বলা হয়। রাজাদের অনেক সম্মান হয়ে থাকে। আগে সমস্ত নালিশ রাজার কাছে আসতো, রাজ-দরবার লাগতো। কেউ ভুল করলে তাকে অনেক অনুতাপ করতে হত। আজকাল তো জেল বার্ডস্ (birds) অনেক আছে। বারে বারে জেলে যায়। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে গর্ভ জেলে যেতে হবে না। তোমরা তো গর্ভ মহলে আসবে। এই জন্য বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। পুনরায় তোমরা কখনো গর্ভ জেলে যাবে না। সেখানে পাপ হয়না। সকলেই গর্ভ মহলে থাকে, কেবল কম পুরুষার্থের কারণে কম পদ প্রাপ্ত হয়। উচ্চপদস্বরূপ অনেক সুখে থাকে। এখানে তো কেবল পাঁচ বছরের জন্য সরকার, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। তোমরা বোঝাতে পারো যে ভারতই দৈবী রাজস্থান হবে। এখন তো না রাজস্থান আছে আর না রাজা রানী আছে। আগে কেউ সরকারকে টাকা পয়সা দিলে তো মহারাজা মহারানীর উপাধি পেয়ে যেত। এখানে তোমাদের তো হলো পড়াশোনা। রাজা-রানী কখনো পড়াশোনা করে হওয়া যায় না। এইটা হল তোমাদের এইম অবজেক্ট,

এই পড়াশোনা করে তোমরা বিশ্বের মহারাজা মহারানী তৈরি হও। রাজা-রানীও নয়। রাজা রানীর উপাধি ত্রেতা থেকে শুরু হয়।

তোমরা এখন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী তৈরি হচ্ছে পুনরায় রাজ-রাজেশ্বরী হবে। কে বানাবে? ঈশ্বর। কিভাবে? রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা। রাজস্বের জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক তৈরি করছেন, এটা তো অনেক সহজ তাইনা। স্বর্গের স্থাপন কর্তা হলেনই গডফাদার। স্বর্গে তো স্বর্গের স্থাপনা করবেন না। অবশ্যই সঙ্গমে তাঁর এই পদ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য একে শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ বলা যায়। বাবা কতই না বাচ্চাদের কল্যাণ করেন, যিনি স্বর্গের মালিক তৈরি করছেন। তারা বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা নতুন দুনিয়া রচনা করেন। কিন্তু তাতে কে রাজত্ব করবে এটা কারো জানা নেই। তোমরা বুঝতে পারো যে রাম রাজ্য কাকে বলা যায়। তারা তো রামরাজ্যকে লক্ষ বছর দিয়ে দিয়েছে। কলিযুগকে ৪০ হাজার বছর দিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন যে - আমি আসিই সঙ্গম যুগে। এসে ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করি। সত্যনারায়ণের কথাও হল এটা। সত্যযুগে তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বগুণসম্পন্ন তৈরি হও। পুনরায় কলা কম হতে থাকে। নতুন বৃক্ষের ঝাড় তখন বলা যায় কেননা তখন স্থাপনা হয়। নতুন মহল তৈরি হয় তো নতুন বলবে। তোমরাও সত্যযুগে আসবে তো নতুন রাজধানী হবে পুনরায় কলা কম হতে থাকবে। স্থাপনা এখানেই হয়। এইসব আশ্চর্য পূর্ণ কথা কারোরই বুদ্ধিতে নেই। তাই বাবা বুঝিয়েছেন যে সকল আত্মাদের জন্য এই যুগ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। জীবন্মুক্তিকে পুরুষোত্তম বলা যায়। জীবনবন্ধকে পুরুষোত্তম বলা যায় না। এই সময়ে সবাই জীবনবন্ধে আছে। বাবা এসে সবাইকে জীবন্মুক্ত বানাচ্ছেন। তোমরা অর্ধেক কল্প জীবন্মুক্ত হবে, পুনরায় জীবনবন্ধ। এটা তোমরা বুঝতে পারো। তোমাদের ব্রত নিয়ম কি? বাবা এসে ব্রত রাখা শিখিয়েছেন, যে খাদ্য পানীয়ের কথা নয়। সবকিছু করো কেবল এক তো বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও। পুরুষোত্তম মাসে অনেকেই পবিত্র থাকে। বাস্তবে এই পুরুষোত্তম যুগের সম্মান আছে, তাই তোমাদের অনেক খুশি, অনেক নেশা হওয়া উচিত। এখন তোমাদের দ্বারা কোনও পাপ কর্ম যেন না হয় কেননা তোমরা পুরুষোত্তম তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পুরুষোত্তম যুগে জীবন্মুক্ত হওয়ার জন্য পুণ্যকর্ম করতে হবে। পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। ঘর বাড়ি ইত্যাদি সকলের থেকে মন থেকে আসক্তি সমাপ্ত করে দিতে হবে।

২) শ্রীমতে নিজের তন-মন-ধন দিয়ে দৈবী রাজ্য স্থাপন করতে হবে। পুরুষোত্তম বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- অলমাইটি বাবার অথরিটির দ্বারা প্রতিটি কার্যকে সহজ করে সর্বদা অটল নিশ্চয়বুদ্ধি ভব
আমরা সব থেকে শ্রেষ্ঠ অলমাইটি বাবার অথরিটির দ্বারা সব কার্য করি, এই বিষয়ে এতটাই অটল নিশ্চয় থাকবে যে কেউ টলাতে পারবে না। এর দ্বারা অনেক বড় কাজ করেও অতি সহজ অনুভব করবে। যেরকম আজকাল সায়েন্স এমন মেশিন তৈরি করেছে যে কোনও প্রশ্নের উত্তর সহজেই পাওয়া যায়, বুদ্ধি খাটানোর থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এইরকম অলমাইটি অথরিটিকে সামনে রাখো তাহলে সব প্রশ্নের উত্তর সহজেই পেয়ে যাবে আর সহজ মার্গের অনুভূতি হবে।

স্নোগানঃ:- একাগ্রতার শক্তি পরবশ স্থিতিকেও পরিবর্তন করে দেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা — এই ভারত ভূমি নিরাকার পিতার জন্ম-ভূমি, এখানেই বাবা আসেন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজ্য প্রদান করতে, তোমাদের সেবা করতে"

*প্রশ্নঃ - শিববাবা নিজের প্রত্যেক বাচ্চাদের দিয়ে কোন্ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন ?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা- প্রতিজ্ঞা কর যে, বাবা আমরা কোনো রকম বিকর্ম করব না। আমরা ৫ বিকার দান করছি। অন্তরে ভয় থাকা উচিত — যদি আমরা দান দিয়ে আবারও তাকে গ্রহণ করি তবে অনেক পাপের ভাগিদার হতে হবে, যার জন্য কড়া সাজা পেতে হবে। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীও এর উপরেই তৈরি হয়েছে।

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চাদের ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট লাইফ। বাচ্চারা জানে এখন আমরা ওঁনার (বাবা) কাছে এসেছি। উনিই কল্পে-কল্পে এসে ভারতবাসী বাচ্চাদের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন। ভারতেই তিনি আসেন, তাইনা। এটা ভারত ভূমি। নিজের ভূমির প্রতি অগাধ ভালোবাসা আর সম্মান থাকে। যেমন কোনো বিদেশী খ্যাতনামা মানুষ যদি এখানে মৃত্যুবরণ করেন তবে তাঁকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয় অথবা এখানের কোনো খ্যাত ব্যক্তি বিদেশে মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে এখানে (ভারতে) নিয়ে আসা হয়। নিজ ভূমির সম্মান রাখা হয়। ভারতকে বলা হয় ভগবানের জন্ম ভূমি। এটাও তোমরা জানো যাঁকে ভগবান, বা আল্লাহ, পরমাত্মা বলা হয় তাঁর সামনেই তোমরা বসে আছ। নাম তো অবশ্যই প্রয়োজন হয়, তাই না ! আল্লাহ বলে, তবুও লিঙ্গের পূজা করে থাকে। ঈশ্বর বা খুদা বলা হয় যখন নিশ্চয়ই তার চিহ্নও থাকা উচিত, তাইনা। লিঙ্গকে সবাই পূজা করে। চিত্রতেও আজকাল দেবতাদের সামনে পরমাত্মার চিত্র লিঙ্গ রূপে দেখানো হয়। তিনিই হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম, উনি শরীরধারী নন তাই তাঁকে নিরাকার বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ আমরা ওঁনার সামনে কল্পে-কল্পে এসে হাজির হই — শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। ভগবানুবাচ যখন তখন তিনি অবশ্যই রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। স্টুডেন্টদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তারপর তারা রাজা রাণী হয়েছিল। এখানে লড়াই ইত্যাদির কোনও প্রশ্নই আসেনা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি দেবী-দেবতারা লড়াই করে বাদশাহী প্রাপ্ত করেনি। একদমই নয়। দুনিয়ার কেউ-ই জানে না যে এরা সত্যযুগে কীভাবে রাজ্য অধিকারী হয়েছিল। এখন তোমরা বাচ্চারা জান আমরা বাবার কাছ থেকে রাজ্য গ্রহণ করতে চলেছি। আমরা ওঁনার সামনে বসে আছি। তিনি বাবা, কৃষ্ণ নন। কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, তাঁর রচনা। এখন পুনরায় কৃষ্ণ নিজের পদ পেতে চলেছে যাকে ভবিষ্যতে কৃষ্ণ বলা হবে। এ'সবই হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের বিষয়।

তোমরা জানো বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যেমন মানুষ, মানুষকে ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। তারা তো মানুষই তাইনা। তোমরাও জানো যে আমরাও মানুষ, কিন্তু আমরা পতিত। বাবা এখন আমাদের পবিত্র করে তোলেন আর অবিনাশী উত্তরাধিকারীও দিয়ে থাকেন। পবিত্র দুনিয়াতো নতুন দুনিয়াতেই হবে। নতুন দুনিয়াতেই রাজত্ব। এখন তোমরা বাবার সামনে বসে আছ। যেমন লৌকিক বাবা বাচ্চাদের অতি স্নেহের সাথে বসে বুঝিয়ে থাকে, আর ইনি হলেন পারলৌকিক বিচিত্র পিতা। যাঁকে উদ্দেশ্য করে তোমরা মহিমা করে বলে এসেছ তুমি মাতা তুমিই পিতা...। এই সময় তোমরা জানো ইনি নিজের ভূমিকা পালন করছেন, যার গায়ন আমরা ভক্তি মার্গে করে থাকি। তোমরা বলে থাক আমরা শিববাবার কাছে এসেছি। চিঠিও লিখে থাকো - শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। কাউকে তোমরা এই পোস্ট দেখালে অবশ্যই আশ্চর্য হবে — শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা এমনটা তো কখনও শুনিনি। শিববাবা ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করে বিষ্ণুপুরী স্থাপনা করছেন, তিনি সামনে দাঁড়িয়ে আর শিববাবা উপরে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনা করেছিলেন, এখন আবার করছেন। এ'হলো প্রবৃত্তি মার্গ। যখন আইনকে উচ্চ শিক্ষা হিসেবে পড়ানো হয়, তখন পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই অধ্যয়ন করে থাকে। মহিলারাও জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার ইত্যাদি হয়ে থাকে। (তোমাদের) এটা হল প্রবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীদের হলো নিবৃত্তি মার্গ, সেটা আলাদা। এটাও বাবা বুঝিয়েছেন — শঙ্করাচার্য যদি না আসত পবিত্রতার অংশও থাকত না। ভারত সম্পূর্ণ রূপে জ্বলে মরত। এটাও ড্রামা অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত ছিল - ভারতকে রক্ষা করার জন্য। ভারত যথেষ্ট রূপে পবিত্র ছিল তারপর অপবিত্র হয়ে গেছে। এখন ভারত কত কাণ্ডাল হয়ে গেছে। কথিত আছে সোনার লক্ষা সমুদ্রের নিচে চলে গেছে। লক্ষা তো সোনার হতে পারে না। এইসব কাহিনী লেখা হয়েছে যার দ্বারা লাভ কিছুই হয়নি।

বাচ্চারা, তোমরা জানো বাবা আমাদের সম্পূর্ণ সহজ স্মরণের শক্তির দ্বারা কত উচ্চ করে তোলেন। বাবা প্রতিজ্ঞা করেন, যদি নিরন্তর স্মরণ করার পুরুষার্থ কর তবে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গেও তো স্মরণ করার পুরুষার্থ করেছে

তাইনা ! কেন স্মরণ করে? যাতে আমার সাক্ষাত্কার হয় । এরজন্য স্মরণ করে না যে কৃষ্ণপুরীতে আমরা যেন বাদশাহি পেতে পারি বা নর থেকে নারায়ণ হতে পারি, তা নয়। তোমাদেরও এই আশা ছিল না যে আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই। গাওয়াও হয়ে থাকে মানুষ থেকে দেবতা করা হয়েছে। তোমরা দেখেছ পূর্বের মতোই কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবে। কলিযুগে অসংখ্য মানুষ। সত্যযুগে এক ধর্ম হবে। এখন তোমাদের আত্মা আর পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে, দুনিয়াতে একজন মানুষও নেই যার আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট কিভাবে সঞ্চিত হয়, কেউ জানেনা। এই কথাও কেউ কখনও শোনেনি। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, নিরাকার। তোমরা জানো আমাদের আত্মা এখন পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হচ্ছে। সত্যযুগে সবাই পুণ্য আত্মা। এখানে সবাই পাপ আত্মা। এমন নয় যে অনেক দান-পুণ্য করলেই তাকে পুণ্য আত্মা বলা যায়। তা নয়। পুণ্য আত্মা হয় সত্যযুগে। এখানে যে মানুষ দান-পুণ্য করে, তাকেই পুণ্য আত্মা বলে মনে করা হয়। ওখানে তোমাদের দান-পুণ্য ইত্যাদি করার প্রয়োজন পড়ে না। ওখানে কেউ গরিব হয়না। তোমরা সেখানে সবসময়ের জন্যই পুণ্য আত্মা। তোমরা তন-মন-ধন সবই অসীম জগতের পিতাকে দান করে দাও, যাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ বলা হয়। বাবা বলেন প্রথমে আমি সমর্পিত হই ? না তোমরা হও ? বাবা বলেন -- প্রথমে তোমরা সমর্পিত হও তবেই ২১ জন্মের জন্য তার বিনিময়ে উত্তরাধিকার পেতে পার। এই বিষয় এখন তোমরা যথার্থ রীতিতে বুঝতে পেরে, ডাইরেক্ট শুনছ। ঘরে থাকলেও সেখানে মুরলী আসে। দূর থেকে শুনে থাকো। এখন তো বাবার সামনে বসে আছ। বাবা বলেন — বাচ্চারা, আমি তোমাদের পিতা, এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো প্রস্নই নেই। তিনি যেমন পিতা, আবার শিক্ষকও। বাবার সন্তান হলে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। ৮৪ জন্মের চক্র সম্পর্কেও তোমাদের বোঝান হয়েছে। যারা ৮৪ জন্মের অধিকারী হবে না তারা বুঝবে না। তোমরা জেনেছ আমরাই ৮৪ জন্মের চক্র শেষ করে এখন ফিরে যেতে চলেছি। বাবা বলেন - তোমরা আত্মারা অশরীরী হয়ে এসেছিলে আবারও অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। তোমরা পবিত্র আত্মা হয়ে চলে যাও। পবিত্র হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ। যোগবল অর্থাৎ স্মরণের বলের দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। যোগ শব্দটি শাস্ত্রের। সঠিক শব্দটি হলো স্মরণ। স্ত্রীর পতিকে অথবা পতির স্ত্রীকে স্মরণ থাকে না ! যোগের অর্থই হলো স্মরণ। বাবাও বলেন — মামেকম স্মরণ কর আর বুদ্ধিযোগ সবকিছু থেকে সরিয়ে একমাত্র বাবার সাথে জুড়ে দাও। বাবাকে স্মরণ কর। যত স্মরণ করবে ততই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। পূর্বের মতোই ভারতই কল্পে-কল্পে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে থাকে। শিব জয়ন্তীও প্রসিদ্ধ। যেমন বুদ্ধ, ক্রাইস্ট ইত্যাদি জয়ন্তী পালন হয় তেমনি নিরাকার শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর। কৃষ্ণ জয়ন্তীও প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি এসে কি করেন, কেউ জানেনা। কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স ছিল। নিশ্চয়ই কেউ তাকে এমন কর্ম করতে শিখিয়েছে, যার জন্য সত্যযুগে প্রিন্স হয়েছে। ছোট বাচ্চা তো পবিত্রই হয়। ওখানে বিকারের চিহ্ন মাত্র নেই। বাচ্চারা শুদ্ধ থাকে। ভগবান একজনই নিরাকার, গড ইজ ওয়ান। বাকি সবকিছুই তাঁর রচনা। রচনা থেকে কখনও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যায় না। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় একমাত্র বাবার কাছ থেকে। ভাইয়ের কাছ থেকে ভাই উত্তরাধিকার পেতে পারে না। তোমরা সবাই ভাই-ভাই। ব্রাদারহুড (ব্রাতৃত্ব) বলা হয় না ? বাবা তো একজনই, যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সব ভাইদের সঙ্গতি দাতা একজনই বাবা। সব আত্মারাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে থাকে। বাবা বলেন - আমি এসেই আত্মাদের শিক্ষা প্রদান করি, সঙ্গতি দিয়ে থাকি। বাবা বসে রাজযোগ শেখান। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান অর্জন করার পদ তোমরা এখানে পাবে না। ওরা ব্যারিস্টার ইত্যাদি পদ এই জন্মে পেয়ে থাকে, তারপর পরের জন্মে গিয়ে আবারও পড়বে।

তোমরা জানো আমরা এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন দ্বারা ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ ভোগ করে থাকি। সত্যযুগে ডাক্তার ইত্যাদি কেউ থাকে না। ওখানে কোনো রোগ হয়না। ওখানে তোমরা গর্ভ মহলে থাকো আর এখানে গর্ভজেলে থেকে অনেক সাজা ভোগ করতে হয়, তবেই তো কাতর হয়ে বলে এই গর্ভজেলে থেকে বাইরে বের করো, আর কখনো ভুল করব না। ধর্মরাজের কাছে প্রতিজ্ঞা করে। এখানে তোমাদের শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাবা আমি কখনও বিকর্ম করব না। ৫ বিকার তোমাকে দান করছি। বাবা জানেন যে, বিকার কখনও চটে করে চলে যায় না। অন্তরে ভয় থাকা উচিত, বিকারকে দান করে আবার গ্রহণ করলে চরম পাপ হবে। যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্রের দৃষ্টান্ত আছে। বাবা জানেন চটে করে ৫ বিকার যাবে না। সময় লাগবে। যখন তোমাদের কর্মজীবিত অবস্থা হবে তখনই লড়াই শুরু হবে। এই ৫ বিকার হলো মহাশত্রু। তার মধ্যে প্রধান হলো দেহ-অভিমান। তাকে দান দেওয়া খুব কঠিন। প্রতি মুহূর্তে বাবা বলেন — নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। কিন্তু হয়না। দেহ-অভিমান এলেই কাম বাসনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হও। দেহ-অভিমান বড় তীক্ষ্ণ। দেহী-অভিমानी হওয়াই পরিশ্রমের। দেহ-অভিমান আসার জন্যই পাপ হয়েছে। ৫ বিকারকে দান দিতে হবে, এতে সময় লাগবে। প্রিয়তম ছাড়া প্রিয়তমারা তো যেতে পারবে না। প্রথমে প্রিয়তমকে যেতে হবে তারপর প্রিয়তমারা যাবে। প্রেমিককে এসে সব আত্মাদের নিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ কর্মজীবিত অবস্থা প্রাপ্ত না হবে পুরুষার্থ করতে

হবে। দেহ-অভিমান এলেই ভুল হয়। তোমরা বলেও থাকো - বাবা দেহ-অভিমানের জন্যই বিকারগ্রস্ত হয়েছি।

অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা আসবে। বিকারের সঙ্কল্পও আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো পাপ করা উচিত নয়। মায়াকে জয় করার জন্য কতো পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন - যদি বিবাহ হয়ে থাকে পবিত্র হয়ে দেখাও সন্ন্যাসীরাও সেটা দেখবে। তোমাদের আমদানি দেখো কত অমূল্য। পবিত্র হয়ে থাকতে পারলে কত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। তোমাদের কাছে সবাই নিজেকে সমর্পণ করবে। বাবাও মহিমা করেন। পবিত্র থাকো তার সাথে যোগও করতে হবে। যোগেই প্রতি মুহূর্তে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। দেহ-অভিমান চলে আসে। পবিত্র থাকলে তো ঠিক, পবিত্রতা দ্বারাই পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার পাবে। কিন্তু মায়াও প্রবল ভাবে লড়াই করবে। বাবা বোঝান এ'সবই হবে। তোমরা সাহস দেখাও কিন্তু তার সাথে নিরন্তর স্মরণে থাকতে হবে, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। যারা খুব শক্তিশালী, মায়া তাদের হয়রানি করবে। খুব কম জনই স্মরণে থাকতে পারে। যে নিরন্তর স্মরণে থাকতে পারে তাকে তার অনুভব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত, কী মনে হয়, কেমন তার অনুভব। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। এই বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা আর নতুন। এখানে বসলে নেশা (ঐশ্বরীয়) বৃদ্ধি পায়। এও বুঝেছ ভগবান একজনই নিরাকার, নাকি কৃষ্ণ। বাস্তবে কৃষ্ণকে নিয়ে শাস্ত্রে লেখা হয়েছে - তাকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল, ও এটা করেছিল, সেটা করেছিল....এসব কিছুই হয়নি। এভাবেই কৃষ্ণের গ্লানি করেছে, অসম্মান করেছে। কৃষ্ণের মধ্যে কোনো অবগুণ ছিল না। চঞ্চলতা এও তো একটা অবগুণ, তাইনা। কৃষ্ণ তো সম্পূর্ণরূপে মর্যাদা পুরুষোত্তম। তার উদ্দেশ্যে মহিমা করে গাওয়া হয় - সর্বগুণসম্পন্ন... গাওয়া হয় গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু... তাদের অবশ্যই বলা উচিত আমাদের কোনো গুরু নেই। আমরা এনাকে না গুরু, না ঐশ্বর বলে মানি। পতিত-পাবন একজনই, তিনি হলেন নিরাকার ! সাকার গুরু কখনও পতিত-পাবন হতে পারেনা। এই সময় তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী জেনেছ। ৫ হাজার বছরে শিববাবা কোন ভূমিকা পালন করেন — এটাও তোমরা জেনেছ, বাবার দ্বারা। বাবা তো নলেজফুল তাইনা। সুখ-শান্তি, আনন্দের সাগর... এ'সবই তাঁর মহিমা। বাবার কাছে সম্পদ আছে নিশ্চয়ই বাচ্চাদেরও দেবেন তাইনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানী পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো ভুল করা উচিত নয়। পবিত্র থাকার সাথে-সাথে স্মরণেও শক্তিশালী হতে হবে।

২) পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য তন-মন-ধন দ্বারা বাবার প্রতি সমর্পিত হতে হবে। একবার সমর্পণ করলে ২১ জন্মের জন্য পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে।

বরদানঃ:- - উপরাম আর এভাররেডি হয়ে বুদ্ধির দ্বারা অশরীরী হওয়ার অভ্যাসকারী সর্বকলা সম্পন্ন ভব যেমন সার্কাসে যারা তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করে তাদের প্রতিটি ক্রিয়া একটি কলায় (শিল্পে) পরিণত হয়। এই কলাকুশলীদের শরীর এতো নমনীয় যে, যেভাবে চায়, যতক্ষণ চায় সেভাবেই তারা শরীরকে মোড় করতে পারে, এটাই শিল্প। বাচ্চারা তোমরা তোমাদের বুদ্ধিকেও যেমন চাও, যখনই চাও, যতটা সময় চাও, যেখানে চাও স্থির করে নাও — এটাই সবচেয়ে বড় কলা। এই একটি কলার দ্বারা ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে যাবে। এর জন্য এমনই উপরাম আর এভাররেডি থাকো যে আদেশানুসারে এক সেকেন্ডের মধ্যেই অশরীরী হতে পারো। এই অর্জনের লড়াইয়ে তোমাদের সময় যেন নষ্ট না হয়।

স্লোগানঃ:- সরলতা আর সহনশীলতার গুণ ধারণকারীই প্রকৃত স্নেহশীল আর সহযোগী হয়।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দুনিয়ায় যে রকমের আশা মানুষের থাকে সেসব আশা তোমরা রাখবে না, কারণ এই দুনিয়ার বিনাশ হবে”

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগে কোন্ আশা রাখবে তাহলে সব আশা সদাকালের জন্য পূর্ণ হয়ে যাবে ?

*উত্তরঃ - আমাদের পবিত্র হয়ে, বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করে তাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে - শুধুমাত্র এই আশা থাকা উচিত। এই আশার দ্বারা সদাকালের জন্য সব আশা পূরণ হয়ে যাবে। আয়ুষ্সান ভব, পুত্রবান ভব, ধনবান ভব... সব বরদান প্রাপ্ত হবে। সত্যযুগে সব কামনা পূরণ হয়ে যাবে।

*গীতঃ- তুমি মাতা, তুমিই পিতা.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা এই কথা বোঝাচ্ছেন। তোমরা জানো অসীম জগতের পিতা আমাদেরকে বরদান দিচ্ছেন। তারা তো আশীর্বাদ দেয় - পুত্রবান ভব, আয়ুষ্সান ভব, ধনবান ভব। এখন বাবা তোমাদেরকে বরদান দেন - আয়ুষ্সান ভব। তোমাদের আয়ু বেশি হবে। সেখানে পুত্রও হবে যে সুখ প্রদান করবে। এখানে সন্তানরা তো দুঃখ দেয়। সত্যযুগের সন্তানরা সুখ প্রদানকারী হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো অসীম জগতের পিতা অসীমের সুখের অধিকার প্রদান করছেন। অবশ্যই আমরা আয়ুষ্সান, ধনবানও হবো। এখন কোনো রকমের কামনা বা ইচ্ছা, মনে রাখবে না। তোমাদের সর্ব কামনা সত্যযুগে পূরণ হবে। এই নরকে কোনো কামনা রাখবে না। ধনের কামনাও রাখবে না। অনেক ধন হোক, বড় চাকরী হোক - এইরূপ অতিরিক্ত কামনাও রাখবে না। পেটের ক্ষুধায় একটা কি দুটো রুটিরই তো প্রয়োজন, বেশি লোভ রাখবে না। অতিরিক্ত ধন থাকলেও তো সবই শেষ হয়ে যাবে। বাচ্চারা জানে বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। এখন বাবা বলেন - দান করলে গ্রহণ দূর হবে। কি দান করতে হবে ? এই ৫ বিকারের দান । এই দান করলে গ্রহের দশা দূর হয়ে যাবে আর তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা জানো আমাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ.... এখানেই হতে হবে। ৫-টি বিকারের দান দিতে হবে। বাচ্চাদেরকে বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা কোনো আশা রাখবে না, একমাত্র আশা রাখো অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের উত্তরাধিকার নেওয়ার। খুব কম সময় আছে, গায়নও আছে - অনেকটা সময় পেরিয়েছে আর কিছুক্ষণ বাকি। একটু সময় বাকি আছে বিনাশের জন্য, তাই এই পুরানো দুনিয়ার কোনো আশা রাখবে না। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণের দ্বারা বাচ্চাদেরকে সতোপ্রধান হতে হবে। এই দুনিয়ায় মানুষ যে আশা রাখে সেসব রাখবে না। আশা শুধু রাখবে এক শিববাবার কাছে, তাঁর কাছে থেকে আমরা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। কাউকে দুঃখ দেবে না। একে অপরের উপরে কাম কাটারী চালানো - এটাই হল সবচেয়ে বড় দুঃখ, তাই সন্ন্যাসীরা নারীদের থেকে দূরে থাকে। বলে তারা ত্যাগ করেছে। এই সময় রাবণের রাজ্যে সবাই পতিত, সবাই পাপ আত্মা।

এখন সময় খুব কম, তোমরা যদি বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী না চলো তাহলে শ্রেষ্ঠ হবে না। বাচ্চাদেরকে উঁচু থেকে উঁচু স্বরূপ ধারণ করতে হবে, তাই ৫ বিকারের দান করতে হবে। তাহলে গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে পারবে। সবার উপরে এখন গ্রহের দশা রয়েছে, সবাই অসুন্দর (শ্যাম বর্ণে) পরিণত হয়েছে। বাবা বলেন - যদি আমার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে চাও তবে পবিত্র হও। দ্বাপর থেকে তোমরা পতিত হতে হতে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে, তাই তো গান গায় পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র

বানাও। অতএব বাবার আদেশ হল - বাচ্চারা, এখন পতিত হবে না, কাম মহাশত্রুকে পরাজিত করো, এর জন্যই তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পেয়েছো। বাবা বলেন - তোমরা স্বর্গে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলে। এখন রাবণের মতানুসারে তোমরা পতিত হয়েছো, তাই তো দেবতাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের মহিমা বর্ণনা করো যে আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী আর আমরা হলাম বিকারী। নির্বিকারী হলে সুখই সুখ থাকে। বাবা বলেন - এখন আমি এসেছি, বাচ্চারা তোমাদেরকে নির্বিকারী বানাতে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের সব ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে। নিজের ব্যবসা ইত্যাদি সবই করো। একে অপরকে জ্ঞান অমৃত পান করাও। গায়নও আছে - অমৃত পান না করে বিষ কেন খাও। বাবা বলেন, কোনোরকম কামনা রাখবে না। আমরা স্মরণের যাত্রার দ্বারা সম্পূর্ণ সতোপ্রধান হবো। ৬৩ জন্ম পাপ হয়েছে, সেসব স্মরণের দ্বারা বিনষ্ট হবে। এখন নির্বিকারী হতে হবে। মায়ার ঝড় যতই আসুক কিন্তু পতিত হবে না। মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। তোমরাই সতোপ্রধান পূজ্য দেবতা ছিলে, তারপরে তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও। আমরা নিরোগী সুস্থ ছিলাম, পরে রুগী হয়েছি এখন পুনরায় সুস্থ হচ্ছি। যখন নিরোগী ছিলাম তখন আয়ুও বেশি ছিল। এখন তো দেখো মানুষ বসে বসে মারা যায়। তাই কোনো আশা রাখবে না। এই সব আশা হল নোংরা। কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার জন্য একটি মাত্র ফার্স্টক্লাস আশা হল - বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে। এই সময়ে সবার উপরে রাহুর দশা লেগেছে। সম্পূর্ণ ভারতের উপরে রাহুর গ্রাস রয়েছে। এখন আবার চাই - বৃহস্পতির দশা। তোমরা জানো এখন আমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা চলছে। ভারত স্বর্গ ছিল, তাইনা। সত্যযুগে তোমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা ছিল। এই সময় আছে রাহুর দশা। এখন পুনরায় অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে বৃহস্পতির দশা প্রাপ্ত হচ্ছে। বৃহস্পতির দশায় ২১ জন্মের সুখ থাকে। ত্রেতায় থাকে শুক্রের দশা। যে যতখানি স্মরণ করবে, অনেক স্মরণ করলে বৃহস্পতির দশা হবে। এই কথাও বোঝানো হয়েছে এখন সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তবে বিকর্ম বিনষ্ট হবে, তোমরা উড়তে সক্ষম হবে। মায়া তোমাদের পাখা কেটে দিয়েছে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করছো, যার দ্বারা তোমরা সদা সুখী হয়ে যাও। ঈশ্বরীয় মতের দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হও। বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করছো। ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করছো যে অন্ত সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র আত্মা স্বর্গের উপযুক্ত হবে। সেখানে তোমাদের শরীর হবে নিরোগী, আয়ুও অনেক বড় হবে। ধনও থাকবে অনেক। সেখানে কাউকে ধর্মের সন্তান বানানো হয় না। বাবা বলেন - আয়ুজ্ঞান ভব, সম্পতিবান ভব। পুত্র তো একটি অবশ্যই হবে। এই সময় বাবা সবাইকে ধর্মের সন্তান বানিয়েছেন। অতএব সত্যযুগে কোনো ধর্মের সন্তান হয় না। একটি পুত্র একটি কন্যা হয় যোগবলের দ্বারা। জিজ্ঞাসুরা জিজ্ঞাসা করে সেখানে সন্তানের জন্ম কীভাবে হবে? সেখানে হয় যোগবল। ড্রামাতে তা নির্ধারিত হয়ে আছে। সত্যযুগে সবাই যোগী। কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয়। এমন নয় যে কৃষ্ণ যোগ যুক্ত থাকেন। কৃষ্ণ হলেন সম্পূর্ণ পবিত্র যোগী। ঈশ্বর সবাইকে যোগেশ্বর বানান তাই ভবিষ্যতে যোগী স্বরূপে থাকে। বাবা যোগী বানিয়েছেন। যোগীদের আয়ু বেশি থাকে। ভোগীদের আয়ু কম হয়। ঈশ্বর বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানিয়ে যোগ শিখিয়ে দেবতায় পরিণত করেন, তাদেরকেই বলা হয় যোগী। যোগী বা ঋষিরা পবিত্র হয়। তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে - তোমরা হলে রাজঋষি। তোমরা রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করছো, রাজার পদ প্রাপ্ত করার জন্য। এই সময় বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এখানে কোনো উল্টো আশা রাখবে না যে সন্তানের জন্ম হোক। তার জন্য তো বিকারগ্রস্ত হয়ে যেতে হবে, কাম কাটারী চালাতে হবে। দেহ-অভিমানী কাম কাটারী চালায়। দেহী-অভিমানী কাম কাটারী চালায় না। বাবা বোঝান পবিত্র হও। তিনি আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন, এখন এই কাম কাটারী চালিও না। পবিত্র হও তাহলে তোমাদের সব দুঃখ দূর হবে। তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক করেন। বাবা অনেক সুখ প্রদান করেন। বাবার কাছে তো স্বর্গের সম্পূর্ণ অধিকার নেওয়া উচিত।

বাবা তো হলেন দীনের নাথ (গরিব নিবাজ)। গায়নও আছে সুদামা দুই মুঠো চাল দিয়ে মহল পেয়েছিল।

বাবা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের অধিকার প্রদান করেন। তোমরা এই কথাও বুঝেছো - এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। শিববাবার স্থাপনার কাজে যে যতখানি সাহায্য করবে। ঘরে ইউনিভার্সিটি বা হসপিটাল খোলো। বোর্ডে লিখে দাও, ভাই ও বোনেরা - ২১ জন্মের জন্য, এভারহেলদি, ওয়েলদি হতে হলে এসে বোঝো। আমরা এক সেকেন্ডে এভারহেলদি, ওয়েলদি হওয়ার পথ বলে দিই। তোমরা হলে সার্জেন, ভাইনা। সার্জেন বোর্ড তো অবশ্যই লাগায়, নাহলে মানুষ জানবে কীভাবে। তোমরাও নিজের ঘরের সামনে বোর্ড লাগিয়ে দাও। যে আসবে তাকে দুই পিতার রহস্য বলে দাও। দেহের পিতার কাছে জাগতিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে। এখন অসীম জগতের পিতা বলছেন - মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। প্রজেক্টর, প্রদর্শনীতে সবচেয়ে প্রথমে এই কথা বোঝাও। এই পুরুষার্থের দ্বারা তোমরা এমন হবে। এখন হল সঙ্গম। কলিযুগ থেকে সত্যযুগ হতে হবে। তোমরা ভারতবাসী সতোপ্রধান ছিলে, এখন তমোপ্রধান হয়েছে। এখন বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। শব্দই হল দুটি। 'অল্ফ'কে স্মরণ করো তাহলে 'বে' অর্থাৎ বাদশাহী তোমাদের। এই স্মরণের খুশীতে থাকবে, এই নোংরা দুনিয়ায় কোনো রকমের আশা রাখবে না। এখানে তোমরা পুরুষার্থ করো - জীবিত অবস্থায় মৃতবৎ হওয়ার। তারা তো মৃত্যুর পরে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। তোমরা সবাইকে বলো আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করি। যাঁর দ্বারা অসীমের সুখ প্রাপ্ত হয়। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা কখনও কান্নাকাটি করবে না। মাযার ঝড় তুফান আসে, সেই দিকে মনোযোগ দিও না। মাযার তুফান তো আসবে। এ হল যুদ্ধ। সঙ্কল্প-বিকল্প আসে, তখন অযথা সময় নষ্ট হয়। ঝড় বা তুফান তো চলে যাবে, সদাকাল তো থাকবে না। সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অন্য সবাইকে ভুলে যাও, এখন সবাই মৃত। নিজেদের মধ্যে এইসব কথা নিয়ে আলোচনা করো। বাবা এখন শুধুমাত্র তোমাকেই স্মরণ করবো। তোমার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেব। টাইম সেট করো - আমরা ৩-৪ টের সময় উঠে বাবাকে স্মরণ করবো। চক্রের কথাও স্মরণ করতে হবে। বাবা আমাদের রচয়িতা ও রচনার নলেজ দিয়েছেন। আমরা এই সময় মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের কথা জানি। আমরা কীভাবে ২১ জন্ম গ্রহণ করি - এই কথা বুদ্ধিতে আছে। এখন আমরা পুনরায় ঘরে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যাই, স্বর্গে এসে আবার পার্ট প্লে করবো। আমরা আত্মা, আত্মাই রাজ্য প্রাপ্ত করে। বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের অধিকারী হয়। এটা হল রাজযোগ। বাবাকে স্মরণ করে। অসীমের পিতার দ্বারা অনেকবার বিশ্বের মালিক হয়েছি, পরে নরকবাসী হয়েছি। এখন পুনরায় স্বর্গবাসী হই, এক পিতার স্মরণে থেকে। বাবার স্মরণ দ্বারাই পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই একে বলা হয় যোগ অগ্নি। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে রাজ ঋষি, ঋষি সদা পবিত্র থাকে, বাবাকে স্মরণ করে এবং রাজত্বের অধিকার প্রাপ্ত করে। এখন বিকারের আশা একদম রাখবে না। এই আশা রাখা খুব নোংরা। এখন তো পারলৌকিক পিতার কাছে উত্তরাধিকার নিতে হবে। অসুস্থ অবস্থায় থেকেও স্মরণ করতে পারো। বাচ্চারা বাবার প্রিয়। বাবাকে অনেক বাচ্চাদেরকে চিঠি লিখতে হয়। শিববাবা লেখান। তোমরাও চিঠি লেখো - শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। আমরা সবাই শিববাবার সন্তান ব্রাদার্স। রুহানী পিতা অর্থাৎ আত্মিক পিতা এসে আমাদেরকে পবিত্র করেন, তাই বলা হয় - পতিত-পাবন। সব আত্মাদের পবিত্র করেন। কাউকে ছাড়েন না, প্রকৃতিও পবিত্র হয়। তোমরা জানো সত্য যুগে প্রকৃতিও পবিত্র থাকবে। এখন শরীরও পতিত, তাই তো গঙ্গায় শরীর শুদ্ধির জন্য যায়, কিন্তু আত্মা তো শুদ্ধ পবিত্র হয় না। সে তো হবে - যোগ অগ্নির দ্বারা। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই কলিযুগী দুনিয়ায় কোনো উল্টো আশা রাখবে না। সম্পূর্ণ সতোপ্রধান হওয়ার জন্য ঈশ্বরীয়

মতানুসারে চলতে হবে।

২) পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরতে হবে, এই একটি আশা রাখবে। অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হবে ।
মায়ার ঝড় ঝঞ্ঝায় সময় নষ্ট করবে না।

বরদান:- নিরন্তর বাবার সাথে অনুভূতির দ্বারা প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সঙ্কল্প সহযোগী হয়ে
সহজযোগী ভব

যেমন শরীর ও আত্মার যতক্ষণ পার্ট আছে ততক্ষণ আলাদা হতে পারে না, তেমনই বাবার
স্মরণ যেন বুদ্ধি থেকে আলাদা না হয়, সদা বাবার সাথে থাকুক, অন্য কোনো স্মৃতি যেন
নিজের দিকে আকৃষ্ট না করে - একেই সহজ ও স্বতঃ যোগী বলা হয়। এমন যোগী প্রতিটি
সেকেন্ড, প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি কথা, প্রতিটি কর্ম সহযোগী হয়। সহযোগী অর্থাৎ যার এক
একটি সঙ্কল্পও সহযোগ করবে। এমন যোগী ও সহযোগী শক্তিশালী হয়ে যায়।

স্লোগান:- সমস্যা স্বরূপ হওয়ার পরিবর্তে, সমস্যা দূর করে সমাধান স্বরূপ হও।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই নেশায় থাকতে হবে যে আমাদের বাবা এসে গেছেন, আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে, আমরা তাঁর সম্মুখে বসে আছি”

*প্রশ্নঃ - কর্মের গুপ্ত গতিকে যারা জানে, তারা কোন্ পুরুষার্থ অবশ্যই করবে ?

*উত্তরঃ - স্মরণে থাকার, কেননা তাদের এটা জানা আছে যে স্মরণের দ্বারাই পুরানো হিসাব-পত্র সমাপ্ত হয়ে যাবে। তারা জানে যে আত্মা যদি পুরানো হিসেব-নিকেশ, কর্মভোগ সমাপ্ত না করে তাহলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে আর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। পূনর্জন্মও এই রকমই হবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের অসীম খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হতে থাকে যখন দেখে যে বাপ-দাদা সম্মুখে এসেছেন আর এটাও বাচ্চারা জানে যে ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন। কি করতে এসেছেন? বাচ্চারা এই নেশায় উন্মত্ত হয়ে আছে। সকল বাচ্চারাই জানে যে স্বর্গের মালিক বানাতে বাবা এসেছেন। আমাদেরকে উপযোগ্য তৈরি করছেন। আমাদেরকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানানোর যুক্তি বার-বার বলে দিয়েছেন। যুক্তি খুবই সহজ। একদমই সহজ স্মরণ বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছেন। অজ্ঞানকালে কোনও বাবার বাচ্চা জন্ম নিলে মনে করে যে আমার উত্তরাধিকারী জন্ম নিয়েছে। তোমরা জানো যে এই সময় বাবা এসে আমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। এমনিতে তো তোমরা সকলেই হলে শিব বাবার বাচ্চা। কিন্তু বাবা নিজের কিভাবে করবেন, যার মাধ্যমে আমাদেরকে জ্ঞান শোনাতে পারবেন আর আমরাও তাঁর থেকে শুনতে পারি। শিব বাবা এই ব্রহ্মার শরীরে থেকে বলছেন যে আমি হলাম তোমাদের বাবা। তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছি। কেবল তোমাদের আত্মা যে পতিত হয়ে গেছে সে না মুক্তিতে না জীবন্মুক্তি ধামে যেতে পারবে। তোমরা সবাই হলে এক বাবার সন্তান। সবাইকেই বাবার সম্পত্তি নিতে হবে। অনেক-অনেক বাচ্চা আছে, বৃদ্ধি হতেই থাকে। তিনি দত্তক নিতেই থাকেন। হে আত্মারা এখন তোমরা আমার সন্তান হয়েছ। নিজেকে আত্মা মনে করো, আমাদের এখন বাবার সাথে সাক্ষাৎকার হয়েছে, যাকে আমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছিলাম। এটা কখনো ভুলে যেওনা। অর্ধেক কল্প আত্মা এই শরীরের দ্বারা স্মরণ করে এসেছে - হে পতিত-পাবন, হে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা, কেননা রাবণ রাজ্য তাই না। আর এখন যারা মনে করে যে আমি অনেক সুখে আছি, আমার এত পদম সম্পত্তি আছে, এতো মিল আছে, কারখানা ইত্যাদি আছে, এসব তো হলো অল্পকালের জন্য। অন্তিম সময়ে তো অত্যন্ত গ্রাহি গ্রাহি করতে হবে। দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। এই সমস্ত সম্পত্তি সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবার থেকে তোমাদের সেকেন্ডে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন, তোমাদেরকে আমি সেকেন্ডে স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করি। তোমাদের এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। লড়াই লাগবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে। সাফাই তো করতে হবে তাই না। তোমাদের আত্মাও এখন পবিত্র হচ্ছে। বাপদাদা দুজনেই বুঝতে পারেন বাচ্চারা কতই না পরিশ্রম করছে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পরিশ্রম তো অল্প একটুই করতে হয়। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। সেই আত্মিক বাবা হলেন নিরাকার, আমরা আত্মারা তাঁকে আহ্বান করি তাই না। বাবা বলেন, তোমাদের আত্মা যে পতিত হয়েছে তারা পাবন কিভাবে হবে। পতিত-পাবন তো এক বাবা-ই, তাইনা। জলের নদী পতিত-পাবনী হলে তো ঝট করে গিয়ে একটা ডুব লাগিয়ে চলে আসতে হবে। গঙ্গাস্নান তো অনেকে করে তথাপি পতিত কেন ? রাতদিন এটাই ভজন করতে থাকে - পতিত-পাবন সীতারাম অর্থাৎ যেসব ভক্ত অথবা সীতারাম আছে তাদের সকলের রক্ষক হলেন এক রাম পরমপিতা পরমাত্মা। পতিত-পাবন পতিদেরও পতি হলেন তিনি। তিনি যখন আসবেন তখন এসে পবিত্র বানাবেন। তাই এখন বাবা বলছেন আমার শ্রীমতে তোমাদেরকে চলতে হবে আর কারোর মতে চলবে না। তারা তো বুঝতে পারে যে ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রাপ্ত হবে, যখন ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়, তখন এইরকম কেন বলে যে ভক্তদের রক্ষা করতে আসবেন। ভক্তদের উপরে কেন বিপদ এসেছে যে রক্ষা করবেন ? রক্ষা তখন করা হয় যখন কোনো বিপদ আসে। বাবা বলেন - তোমাদের কতইনা দুর্গতি হয়েছে। এটা হল রৌরব নরক, সবাই দুঃখী রোগী হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে দেখো কি শুরু হয়ে গেছে। দুঃখই দুঃখ। এইজন্য ডাকতে থাকে বাবা আমাদের দুঃখ হরণ করো, সুখ প্রদান করো। ভারতেই সর্বদা সুখ ছিল, এখন দুঃখ আছে। ভারতের কথা আছে, অন্যান্য খন্ডগুলি হল আলাদা। তারা তো আসেই পরবর্তী সময়ে। কেউ ৬০ জন্ম, কেউ তার থেকেও কম জন্ম নেয়। ৮৪ জন্ম দেবতা ধর্মের আত্মারাই নিয়ে থাকে। তাই এই হিসাবে অর্ধেক কল্পের পরে যারা আসবে তাদের ৮৪ থেকে অর্ধেক জন্ম নিতে হবে। এরকম নয় যে সবাই ৮৪ চক্র খায়। মানুষের মুখে যা আসে, তাই বলে দেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ঝুলি ভরপুর করছো। এই রত্ন তো হল অনেক

মূল্যবান। বাবা বোঝাচ্ছেনও অতি সহজ ভাবে। বাবা বলছেন, তোমরা আমাকে ডেকে এসেছ - হে পতিত-পাবন এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও, তাই বাবা এসেছেন। এখন তোমরা বুঝেছ যে আমরা পবিত্র হলে তবেই স্বর্গের মালিক হতে পারব। শিব বাবা আমাদেরকে পাথর বুদ্ধি দেখে পরশবুদ্ধি, পাথরনাথ থেকে পারশনাথ বানাতে এসেছেন। ভক্তি মার্গের চিত্রগুলি সবই পাথরের বানিয়ে দিয়েছে। পাথরে গিয়ে মাথা ঠোকে। বাবা বলেন - তোমরা যদিও অনেক পরিশ্রম করো, তথাপি লাভ কিছুই হয় না। আগে তো তোমরা নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে। তথাপি কি লাভ হয়েছে? এইরকম করে হয়ত বা দেবীর সাক্ষাৎকার পেলে, তারপর পুনরায় যেমনকার তেমন। পতিত-পাবন বাবা আসেন - একবারই সঙ্গম যুগে। সত্যযুগে তো ভক্তিমার্গের কথা হবেই না। বাবা তো বলেননি যে গলা কাটো। এটা করো। ভক্তি মার্গে নানান প্রকারের কতো কিইনা করতে থাকে। আগে তো দেবীদের সামনে মানুষেরই বলি দেওয়া হতো। বাবা বলেন - তোমরা সুবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলে, তখন দেবতা ছিলে। এখন কতইনা পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছে। তোমাদেরকে স্বর্গের বাদশাহী দিয়েছিলাম। কতই না সোনা, হিরে-জহরের মহল ছিল, অপরিমিত ধন ছিল। সেসব কি করেছে? এখন তোমরা কতইনা দুঃখী হয়ে পড়েছো। তোমরা আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে তাই না। এখন কেবলই তোমরা রজো-তমোতে এসেছ। তোমরা তো দেবতা ধর্মের ছিলে, তাহলে নিজেদেরকে হিন্দু কেন বলছ? অন্যান্য সব ধর্মের আত্মারা নিজের নিজের ধর্মকেই মানতে থাকে। ধর্ম তো একটাই হয়ে থাকে তাই না। মুসলমানদের মুসলিম ধর্ম, খ্রিস্টানদের খ্রিস্টান ধর্ম চলে আসছে। তোমাদের কি হলো? তোমরা অনেক সুখী, পবিত্র, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে। এখন কতইনা বিকারী হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কারো কিছু জানাই নেই - বরাবর আমরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলাম পুনরায় সম্পূর্ণ বিকারী কিভাবে হয়ে গেলাম। ৮৪ জন্ম নিয়ে সতঃ থেকে তমঃ হয়েছে, এখন একদমই তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছি। সত্যযুগ থেকে কলিযুগে অবশ্যই আসতে হয়। সকল ধর্মকেই সতো-রজো-তমোতে আসতেই হয়। বুদ্ধি প্রাপ্ত করতে থাকে। তোমরাও এই বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে আছো তাই না। কল্প বৃক্ষের মধ্যে দেখো - শেষে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন, বৃক্ষের উপরে শীর্ষ ভাগে ব্রহ্মা ৮৪ জন্ম নিয়ে শেষে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমরাও যারা নীচে ব্রাহ্মণেরা বসে আছো তারাও পুনরায় অন্তিম সময়ে পতিত শূদ্র হয়েছে। পুনরায় নীচে রাজযোগ শিখছে। তোমরাও শূদ্র ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে। এটাই হলো সবথেকে বড় বোঝার বিষয়। এখন এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বিষয়ে খুব ভালো ভাবে বোধগম্যতা এসেছে তোমাদের। এখন তোমরা রাজযোগের তপস্যা করছ, তোমাদেরই স্মরণিক উপস্থিত রয়েছে। এ হল চৈতন্য দিলওয়ারা মন্দির, ওটা হলো জড়। সত্যযুগে এটা থাকবে না। এই সময় তোমরা নিজেদের স্মরণিক দেখছো। তোমরা প্রাকৃতিকালে সত্যিকারের দিলওয়ারা মন্দিরে চৈতন্য রূপে বসে আছো। স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। পুনরায় স্বর্গে আসবে তো এই মন্দির ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। এখানে মাঝা বাবা আর আমরা বাচ্চারা বসে আছি। অবিকল এটাই হল তোমাদের মন্দির। নামই রাখা হয়েছে মধুবন, চৈতন্য দিলওয়ারা মন্দির। পুনরায় যখন ভক্তি মার্গ শুরু হবে তখন পুনরায় এই মন্দির তৈরি করবে। বাবা তোমাদেরকে অনেক ধনবান বানিয়েছিলেন, তাই তোমরাই পুনরায় তাঁর মন্দির তৈরি করো। শিবের মন্দির একজন বানায় না, সবাই বানায়, যথা যোগ্য যথা শক্তি অনুসারে।

তোমরা জানো যে, আমরা পূজ্য ছিলাম পুনরায় দ্বাপর থেকে পূজারী হয়েছে। শিব বাবা যিনি এতটা ধনবান বানিয়েছিলেন, ভক্তিতে পুনরায় তোমরাই তাঁর মন্দির তৈরি করবে। এইসব কথাগুলিকে এখন তোমরাই জানো। তাই এখন পুরুষার্থ করে পুনরায় রাজাদেরও রাজা হতে হবে। সত্যযুগে বলা হয় মহারাজা। ত্রেতাতে বলা হয় রাজা। পুনরায় দুনিয়া পতিত হয়ে যায়, তখন মহারাজাও পতিত, রাজাও পতিত হয়ে যায়। তখন তারা নির্বিকারী মহারাজাদের মন্দির বানিয়ে পূজা করতে থাকে। সর্বপ্রথমে তো শিবের মন্দির তৈরি করে তারপর দেবতাদের তৈরি করে, নিজেই মন্দির বানিয়ে পূজা করতে থাকে, ৮৪ জন্ম তো ভোগ করতেই হয়, তাইনা। অর্ধেক কল্প তোমরা পূজ্য, পুনরায় অর্ধেক কল্প পূজারী হয়ে যাও তোমরা। সাধারণ মানুষ মনে করে যে ভগবান নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী হন। সবকিছু নিজেই দেয় আবার নিজেই ছিনিয়ে নেয়। আচ্ছা, যখন তিনি নিজেই দেন আবার নিজেই নিয়ে নেন তাহলে তোমাদের চিন্তা কেন হচ্ছে? তোমরা তো নিমিত্ত হয়ে গেছো। তাহলে এই কাল্পনিকটি করার কি দরকার! বাবা বসে আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এখন তোমরা আত্ম-অভিমানী তৈরি হচ্ছে, নশ্বরের ক্রমানুসারে। কেউ তো আবার একদমই বাবাকে স্মরণ করে না। দেহী-অভিমানী থাকেই না। এখানে কতই না বোঝানো হয় - আরে, তোমরা হলে আত্মা, পরমাত্মা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে। আত্মাই ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরি হয়, আত্মা ম্যাজিস্ট্রেট তৈরি হয়। কাল কি হবে? যদি আত্মা বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করতে থাকে তাহলে অমর লোকে গিয়ে জন্ম নেবে। মৃত্যুলোকে আর পরবর্তী জন্ম হবে না। যদি কিছু হিসেব-নিকেশ থেকে থাকে তাহলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কর্মভোগ ভোগ করে সমাপ্ত করতে হবে আর উচ্চপদও প্রাপ্ত হবেনা। কর্মের এই গূহ্য গতি বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা এটাও জানে যে, সত্যযুগ হলো সতোপ্রধান। প্রতিটি জিনিসই সেখানে সতোপ্রধান হয়। তারা বলে, কৃষ্ণ গরুদের করতো। রাজা গরুদের দেখাশোনা করবে কি? এইরকম কথা তো হতেই পারে না। এটাও দেখায় যে - সত্যযুগে গরুও অত্যন্ত ফাস্ট ক্লাস হয়,

তাদেরকে কামধেনু বলা হয়। জগদম্বা সরস্বতীও হলেন কামধেনু। ২১ জন্মের জন্য সকলের মনোকামনা পূর্ণ করেন। তোমরাও হলে কামধেনু। সেই নামই পুনরায় গরুদের উপর রেখে দিয়েছে, যে গরু অনেক দুধ দেয়। রাজাদের ঘরেও অনেক ফার্স্ট ক্লাস গরু থাকে। যখন এখানেই রাজাদের কাছে এই রকম ভালো ভালো গরু আছে তো স্বর্গে কতই না সুন্দর গরু থাকবে। সেখানে কোনো দুর্গন্ধ ইত্যাদি একদমই হবে না। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, আমি এসেছি তোমাদেরকে ফুলের মত সুন্দর (গুলগুল) বানিয়ে সাথে নিয়ে যেতে। আমাকে আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন এসো। পতিত দুনিয়া পতিত শরীরে এসো। এট হল পতিত আর সে হল পবিত্র ফরিস্তা। পার্থক্য দেখায়। তোমরাও পতিত থেকে এইরকম পবিত্র ফরিস্তা হবে। সত্যযুগীয় দেবতাদেরকে দেব-দেবী বলা হয়। ফরিস্তারা হল সূক্ষ্ম বতনবাসী। এখন তোমরা পবিত্র ফরিস্তা তৈরি হচ্ছে। বাবা কত সহজ শিক্ষা প্রদান করছেন। এখানে যখন আসো তখন বাইরের কোনো মিত্র সম্বন্ধী, ঘর-ঘাট ব্যবসাপত্র ইত্যাদি স্মরণ করবে না। বাবার সম্মুখে এসেছ তাই না। এখানে এসেইছো - যোগের দ্বারা উপার্জন করতে। তাই এই পুরুষাণেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শাস্তি ভোগ করার থেকে বাঁচার জন্য পুরানো সকল হিসেব নিকেশ যোগবলের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে। নিমিত্ত হয়ে সবকিছু দেখাশোনা করতে হবে। কোনও বিষয়ের চিন্তা করবে না। আত্ম-অভিমানী হতে হবে।

২) এটা হল উপার্জন করার সময়, এখানে ঘর-ঘাট, ব্যবসাপত্র ইত্যাদি স্মরণ করবে না। ফরিস্তা হওয়ার জন্য এক বাবার স্মরণে থাকার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- নিজের শান্তস্বরূপ স্থিতির দ্বারা শান্তির কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে মাস্টার শান্তির সাগর ভব বর্তমান সময়ে বিশ্বের সিংহভাগ আত্মাদের সবথেকে বেশি প্রয়োজন হল - সত্যিকারের শান্তির। অশান্তির অনেক কারণ দিন-প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। যদি নিজে অশান্ত নাও হয় তবুও অন্যদের অশান্তির বায়ুমণ্ডল, বাতাবরণ শান্ত অবস্থাতে স্থির হয়ে বসতেই দেবে না। অশান্তির দুশ্চিন্তার অনুভব বৃদ্ধি পাবে। এরকম সময়ে তোমরা মাস্টার শান্তির সাগর বাচ্চারা অশান্তির সংকল্পগুলিকে মার্জ করে বিশেষ শান্তির ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও।

স্লোগান:- বাবার সকল গুণগুলিকে অনুভব করার জন্য সর্বদা জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থাকো।